THE

HEMAPRAVA

BY

KALI KAMAL DUTTA.
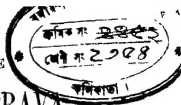
হেমপ্রভা।

চট্টগ্রামের পৌরাণিক ঐতিহাসিক কাব্য।

শ্রীকালীকমল দত্ত প্রণীত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

কলিকাতা ১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

পূজ্যতমা,

স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণী, মহাশয়ার,

শ্রীচরণ কমলেষু।

মা,

যে মুহূর্ত্তে আপনি বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে হতভাগাকে অতল শোকসাগরে ডুবাইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন সেই মুহূর্ত্ত হইতে এই আপনার প্রিয়তম সন্তান ইহার লবনময় জলে পড়িয়া কতই হাবু ডুবু খাইল, হিংস্র জন্তুর ভীষণ দংশনাঘাত সহ্য করিল, উত্তাল তরঙ্গাবলীর আঘাতে ক্লান্ত হইয়া কতবার সেই গগন-স্পর্শী লহরীমালা সমভিব্যাহারে আকাশমার্গে উত্থিত হইল, কতবার অতল সমুদ্রের তলভাগে নীত হইল, তাহা আপনার অপত্য-স্নেহ-কাতর হৃদয় ভিন্ন আর কে উপলব্ধি করিতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চৈতন্য ছিল ততক্ষণ মনে করিয়াছিলাম, ইহাতেই জীবনের শেষ অঙ্ক পর্য্য-বসিত হইবে। অবশেষে সেই প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে কোথায় নীত হই-লাম বলিতে পারি না। কিন্তু চৈতন্য লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বেই দেখি লাম, যেন কোন গভীর অরণ্য প্রদেশে নবীন দূর্ব্বাদল পরিশোভিত বৃক্ষ ছায়ায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি। দেখিলাম, ভীষণ হিংস্র জন্তুগণ বদন ব্যাদান করিয়া আমার চতুর্দ্দিকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। যদিও সেইখানে উত্তাল লহরীমালা কিম্বা সেই প্রচণ্ড তরঙ্গ সংঘর্ষিত গভীর কল্লোল ছিল না, তবুও এক এক বার ঐ ভয়ানক হিংস্র জন্তুদিগের তর্জ্জন গর্জ্জনে মন প্রাণ আকুল হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, তাহারা আমাকে কবলিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভয়ে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। চক্ষু উন্মীলন করি। দেখিলাম, ভক্তিভাজন পিতৃদেব আমার পার্শ্বদেশে বিষন্ন ভাবে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি পিতৃব্য ভবনে নীত হইয়াছি। ভগ্নাপিত হৃদয় ভয়ে অভিভূত হইল। যেই মাত্র পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলাম অমনি আমা হইতে চৈতন্য অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মনে করিলাম হয়ত জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু এই নির্লজ্জ পাপিষ্ঠ পাষাণ, অপরিসীম কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও দরিদ্র দেহ পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে না। অতএব দরিদ্র প্রাণ বহির্গত হইল না।

কতক্ষণ পরে বোধ হইল, স্বর্গীয় শান্তি অপেক্ষা অধিক আদরণীয় মাতৃবাৎসল্য যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া এই শোচনীয় অবস্থায় আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিল। আপনি যেন স্বর্গীয় সৌরভাক্ত মনোহর অঞ্চল

দ্বারা আমার কালিমা মাখা বিষণ্ণ বদন মুছাইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতেছেন। হৃদয়ে আনন্দ ধরিল না, আনন্দে মন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু মা। হতভাগ্যের পোড়ামুখ হইতে মধুমাখা মা শব্দ বিনিঃসৃত হইতে না হইতেই আমার সুখ স্বপ্নের অবসান হইল। পরে সেই মনোহর দৃশ্য মনে পড়িয়া পবিত্র অন্তরকে পুনর্ব্বার ব্যাকুল করিয়া তুলিল হৃদয় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে দেখিলাম শান্তিদেবী পুনর্ব্বার অন্তর্হিতা হইয়াছেন। বোধ হইল যেন সেই পাপিষ্ঠ হিংস্র জন্তুগণ তাঁহাকে কবলিত করিয়া আমার দিকে প্রধাবিত হইতেছে। বৃথা পলায়ন চেষ্টা করিলাম, সমস্ত পথ অবরুদ্ধ কোথায় পলাইব? বিপন্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল, শোক দুঃখে মন ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত হইল। অবশেষে সহিষ্ণুতা পরিশূন্য হইয়া জীবনে নির্ব্বাসনই শ্রেয়স্কর স্থির করিলাম। অনেকদিন পরিভ্রমণের পর একদিন ৺ আদিনাথ ধামে উপস্থিত হইলাম। তত্রস্থ মহেশ মহিমা সদৃশ প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম। হৃদয় ভক্তি ও প্রেমরসে আপ্লুত হইল। চতুর্দ্দিক যেন, অসংখ্য লক্ষ্মীমালা বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে মহেশের গৌরব কীর্ত্তন করিতেছে। ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকালে অকস্মাৎ এক প্রকাণ্ড রাজ-* পুরীর ভগ্নাবশেষ নয়নগোচর হইল। এই প্রকার শান্তি বিরাজিত অরণ্যে ইহা কোন্ মহাপুরুষের কীর্ত্তি নিদর্শন? অবগতির নিমিত্ত মন কৌতূহলাক্রান্ত হইল। বিস্তর অনুসন্ধানেও আশা পূর্ণ হইল না। অবশেষে এক বৃদ্ধার মুখে "হেমপ্রভার" জীবনকাহিনী শুনিয়া প্রাণ শীতল হইল। তাহার জীবনেও এই দরিদ্র জীবনে অনেক সামঞ্জস্য দেখিয়া তাঁহাকে জীবন সহচরী করিলাম।—

মা! সুসন্তান সুবাসিত মনোহর পুষ্পে জননীর শ্রীপাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়া থাকে। আমি তাদৃশ সুবাসিত পুষ্প কোথায় পাইব? আপনি অপত্য স্নেহ বশবর্ত্তী হইয়া আমার ক্ষুদ্র উপহারও উপেক্ষা করিবেন না এই ভরসায় আমার প্রাণ প্রতিমা "হেমপ্রভাকে" আপনার পবিত্র চরণ কমলে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মা, ইহা নিতান্ত অপদার্থ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও আপনার চরণে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইবে না ইহা আমার একমাত্র ভরসা।

চট্টগ্রাম
১লা আশ্বিন
১২৯৩ বাঙ্গালা

আপনার স্নেহের
বালী

* অধুনা "রাজঘাট" নামে প্রসিদ্ধ।

ভ্রম সংশোধন !

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৪	স্বস্নেহে	সস্নেহে
৩	১১	সনে	মনে
৪	[illegible]	দশাশ্ব	দশাশ্ব
৬	৩	বটপি	বিটপী
৮	১	গেদবরী	গোদাবরী
১১	১৫	চ্যুত	চ্যুত
	১০	গ্রস্থা	গ্রন্থি
৯	১১	সুস্বপ্ত	সুষুপ্ত
৯	২৩	পূবভাগে	পূর্বাভাগে
১১	১	সচী	শচী
''	১৭	বাজাব	বাজার
''	২০	শ্বশ্রু	শ্মশ্রু
''	২১	শ্বেদ	স্বেদ
১২	৭	হথা	যথা
''	১৩	দনগ্র	সমগ্র
১২	১৭	ক্ষত্রীব	ক্ষত্রিয়
১৩	৭	পডলা	পড়িলা
১৮	১৯	দ্বৌবারিক	দৌবারিক
১৯	৫	পৃষ্টে	পৃষ্ঠে
২০	১০	প্রকোষ্টে	প্রকোষ্ঠে
২৫	২৭	কাষ্ট	কাষ্ঠ
২৮	১৯	বাজলতুবী	বাজিতুরী
২৯	১১	লুটিন	লুঠিন
৩০	৯	ভাবি	ভাবী
৩০	১৮	প্রমিলা	প্রমীলা
৩১	১০	সংসাবিক	সাংসারিক
৩২	২	কজ্জল	কজ্জল
৩৫	১৯	নির্য্যাতনে	নির্বাতনে
৩৭	৬	তাববাজি	তাবাবাজি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
"	"	উজ্বল	উজ্জ্বল
৩৮	৮	বিবতা	বীবতা
"	১২	তলে	জলে
৪১	৭	ক্ষণ	ক্ষণে
৪৪	১৫	পবিক্ষী	পরীক্ষি
৪৬	৮	মুশল	মুষল
৫৩	৯	ষষ্টঙ্গে	সাষ্টাঙ্গে
৬১	১২	চিক্কণ	চিক্কণ
৬৩	৪	তেমোব	তোমার
৬৮	৬	ববাঙ্গনা	বারাঙ্গনা
৬৯	১১	পূত্রেব	পুত্রের
৭২	২০	সাক্ষি	সাক্ষী
৭৩	১৫	অন্তর্য্যামী	অন্তর্যামী
৭৪	৪	আপত্য	অপত্য
৮২	১১	অননি	অমনি
"	১৭	প্রতিক্ষায	প্রতীক্ষায়
৮৪	২০	সদত	সতত
৮৮	১০	বিবোচিত	বীরোচিত
১০২	১০	অহর্নিশি	অহর্নিশি
১০৭	২	ক্রীডা	ক্রীড়া
"	৫	কভূ	কভু
	১৫	গবীবসি	গরীয়সী
১০৮	২১	ষোডষী	ষোড়শী
১১০	১১	বিভূতি	বিভূতি
	১১	কৌপিন	কৌপীন
১১২	১৪	উজ্জল	উজ্জ্বল
১১৫	১২	উষ্ণ	উষ্ণ
১১৯	১৮	যোব্ব	যোদ্ধ
১২৩	১৩	কদ্দামি	কদ্দমি
"	১৯	ঝগ্গা	ঝঞ্ঝা
১২৬	৬	উদাসীন্	উদাসীন

রাজভবন।

মৈনাক নামেতে গিরি বঙ্গভূমি-ক্রোড়ে,
বঙ্গোপসাগর-পারে আছে দাঁড়াইয়া,
অভ্রভেদী গিরি-শৃঙ্গ ধরিয়া মস্তকে
বিস্তীর্ণ আকাশ ভাব, চিরনত যাঁর
চরণে **মহেশখালী**, চারু গ্রীবাদেশে,
অগণিত মেঘ মালা মালাকার রূপে,
শাসেন সলিলী রাজ্য দক্ষিণ চট্টলে।
অনন্ত অজেয়সিন্ধু, অনন্ত নীলিমে
সুবেষ্টিত চক্রাকারে, শত প্রসারণে
যুবতী-নিতম্বে যথা রজত মেখলা।
ফেনিল উরমি-শির, লহরে লহরে
সম্ভাষিছে যেন মরি অনন্ত বিলাসে,
নয়নের প্রীতি-কর কুঞ্জ প্রতিবিম্ব
তরল হৃদয়ে ধরি মাতিয়া প্রমোদে।

শোভিতেছে শৈল রাজি গিরিপাদদেশে,
শোভে যথা পাত্র মিত্র, অদূরে নৃপতি,
ধর্ম্মাধিকরণে যবে বসি ক্ষুন্নমনে,
শাসেন সাম্রাজ্য নিজ বুদ্ধি বিতণ্ডায়।
সুগন্ধি কুসুম গন্ধ মলয় অনিল,
থেকে থেকে, মৃদুলে, নীরবে, অনিবার
বহিয়া শুনায় যেন প্রণয় বারতা।—
নবীন প্রণয়ী যথা প্রণয়ে মজিয়া,
বসি প্রণয়িনী-পাশে, অর্দ্ধ অনাবৃত
নিরখি নির্ম্মল বক্ষে পীন পয়োধর,
চুম্বিছে রক্তিম ওষ্ঠ, গোলাপ গঞ্জিত
গণ্ড, নীলোৎপল সম আয়ত লোচন,
তরল-বিদ্যুৎ-মাখা প্রেম মুখ খানি,
কিংবা লাজ-মাখা কথা কহে কাণে কাণে।
সুবর্ণ-কিরীট প্রায় শৈল-শির-শোভী
সদ্যস্ফুট পুষ্প-পূর্ণ-শ্যামল-বল্লরী.
জড়াইয়া বনস্পতি আরণ্য প্রণয়ে,
বিতরিয়া পরিমল অম্লান অন্তরে
প্রকৃতি-অম্বর-মোহী রয়েছে সজ্জিত।
বিস্তারি অযুত শত শাখা প্রশাখায়,
আতপ-অভেদ্য নব শ্যাম পত্র দলে,
দাঁড়ায়ে অটল ভাবে বনস্পতি চয়,
সৃজিয়াছে কি কৌশলে নীল চন্দ্রাতপ!—
প্রকৃতির কল-কণ্ঠ বিহঙ্গ নিচয়,

তরু-ডালে, ছায়াতলে, নীরব্জ অনিলে,
বসি প্রেম-সম্মিলনে গাইছে মধুর !
মৃগ-পবায়ণা বন-সুন্দরী হরিণী
চাটিছে সস্নেহে নিজ শাবক-শরীর,
হায়রে সংসারে অকৃত্রিম এক মাত্র
ত্রিদিব ললাম ভূত জননীর স্নেহ !—
কোথাও চুম্বিছে ঘন প্রণয়ী-বদন
দাঁড়ায়ে সম্মুখামুখি সুদীর্ঘ চুম্বনে !
কোথাও শাবকগণ ধাইছে, থামিয়া,
ক্ষণেকে চকিত কর্ণ, শুনিয়া অদূরে
শুষ্ক-পত্র-নিষ্পীড়ন পবন-সঞ্চারে,
আবার আনন্দ মনে ধায় লাফাইয়া।
শোভিতেছে **'আদি কুণ্ড'** অদূর গহ্বরে,
নির্ম্মল সলিল,—যেন দাড়িমের রস !
সুস্নিগ্ধ সুস্বাদু ভবে, তাহে সুবাসিত
রোগীর আরাম লভে, পুত্রহীনা নারী
পায় পুত্র রত্ন, পতি বিহীনা কামিনী
লভে পতি মনোমত, দূরের মানস
ফলে সদ্য, ভক্তিভাবে পূত বারি তাঁর
সাধ পূরি এক বিন্দু করিলে গ্রহণ।
প্রকৃতি-বিলাসী ওই তুঙ্গ গিরি দেশে,
রহিয়াছে আচ্ছাদিয়া পল্লব ছায়ায়
একটী **অক্ষয় বট**,—মরি কি সুন্দর।
কে বলিতে পারে উহা কত কাল হ'তে,

আরো কত কাল র'বে দাঁড়া'য়ে অচলে ?
ভাঙেনি একটী শাখা, দেখে নাই কভু
ঝরিতে একটী পত্র প্রকৃতি নয়নে,
মাথা নাড়ি দেয় সায় কানন সুন্দরী
এসম্বাদে,—চক্রবাত্যা, ঝঞ্চা ভয়ঙ্কর
ক'রেছে যে অগণিত ঘোর বিপর্য্যয়।
ত্রেতায় দশাস্য বীর, রক্ষ কুল পতি
লঙ্কেশ রাবণ, ভ্রমি দেশ দেশান্তর,
দিগ্বিজয়ে জয়ি ক্রমে, আসি এক দিন
হ'লো উপনীত, কৈলাশ শিখর দেশে
হরের ভবন যথা—সুখ রম্য স্থান।
দেখিলা কর্ব্বুর রাজ, পর্ণ-বিনির্ম্মিত
কৈলাশ-উদ্যান-পাশে, সুরম্য কুটীরে
প্রপূরিত ভূতদল—ভূত-নাথ-চর,
উন্মত্ত ধুতুরা পানে, রক্ত জবা আঁখি!
হেরিয়া উদিল শঙ্কা!—কোথাও নেহারে,
সিংহ ও শার্দ্দূলে মিলি একত্রে, নির্ভয়ে,
পান করে স্নিগ্ধ জল একই নির্ঝরে,
কাহারো নাহিক হিংসা, বিড়ালে মূষিক
পোষে স্তন্য দুগ্ধে যথা আপন শাবকে,
বহিয়াছে দ্বার দেশে দ্বারবান্ প্রায়,
দেব **আদি নাথ,** করে ত্রিমুখী ত্রিশূল।—
অনন্তরে সবিস্ময়ে লঙ্কার ঈশ্বর
বলিলেন "**আদি নাথে**" কহ দেব দাসে

বিতরি করুণা-কণা, জিজ্ঞাসে বিনয়ে,—
"কি প্রসাদে হিংসা শূন্য এ আরণ্য জীবী,
সকলি সমতা ভাবে, কেন কহ বাবা
হেরি পরস্পরে রোষে কুপিত অন্তরে
আক্রমিত? হেথা তারা একত্রে পুলকী।"—
উত্তরিলা **আদি নাথ "শঙ্করের** বরে"।

——————শুনিয়া নৃপতি,
বলিলেন ভক্তিভাবে আনন্দ বিহ্বলে।—
"চল দেব, মম সনে স্বর্ণ লঙ্কা পুরে,
বিশাল সলিলী রাজ্য পরিখা যাহার,
স্থাপনা করিয়ে তোমা সুবর্ণ দেউলে,
নিত্য ষোড়শোপচারে পূজি ও শ্রীপদে
ফলিত করিব জন্ম, লভি পবিত্রতা!"
রাবণের আশু ভক্তি দেখি আশুতোষ,
চলিলা রাবণ-স্কন্ধে চড়ি **আদি নাথ**!—
"এই যে চলিনু তব স্বর্ণ-লঙ্কা-দ্বীপে,
ওহে রক্ষ কুল পতি, অশেষ ভক্তির
প্রভাবে আবদ্ধ হ'য়ে—তব অনুগামী।
কিন্তু যথা আমা অগ্রে করিবে স্থাপন,
লইতে কোথাও আর নহিবে শকতি।
মম এই বাক্য দৃঢ় হইলে পালিত,
ফলিবে মানস-তরু চিরকাল তব,
থাকিবে অচলা লক্ষ্মী,"—কহিলা রাবণে।

ক্রমে যবে উপনীত "**মহেশ খালী**" দ্বীপে,
ব্যথিলা বাক্ষসবায প্রস্রাব-পীড়ায়,
অক্ষয় বটপি তলে বাখি "**আদি নাথে**
বসিলা প্রসাবে নৃপ , সে প্রস্রাব-স্রোতে,
জন্মিল ভীষণ নদী '**মুত্রছড়া**'* খ্যাত।—
এবেও বহিছে যার স্রোত অনর্গল,
দিবানিশি এক স্রোতী,—সাগব সঙ্গমে।
বিরাজিত "**আদি নাথ**" শৈলাঙ্গ শঙ্কব
সজ্জিত ইষ্টকালযে, বট বৃক্ষ তলে ,
কি মবি পবিত্র স্থান,—চিত মুগ্ধ কব ।
বহিতেছে অবিবত বসন্ত সমীব,
চুবি কবি মলযেব ভ্রাণ মধুময়,
কাঁপা'যে ধ্বনিত কণ্ঠ,—নীল পত্র তলে
গাইছে যে পিক বালা মধুব ঝঙ্কাবে,
নাচা'যে কুসুম বৃন্দ বৃন্তেব উপবে।
কোথা বৃক্ষ ডালে বসি কপোত, কপোতী,
লভিছে প্রণয়-সুধা সুখ-ফুল্ল-মনে।
সুললিত স্বরে কোথা গাইছে বিহগী
উচ্ছ্বাসিয়া প্রেম ভাব প্রেমিক অন্তরে।—
সুদূর গহ্বরে ঘন পল্লবী-আড়ালে,
সুউচ্চ শোণিত-গ্রাসী-শার্দ্দূল-হুঙ্কার

---

* ইহাকে তৎপ্রদেশে "মুতিছড়া" বলে।

কবীন্দ্র-গর্জ্জন ঘন মেঘ-মন্দ্রপ্রায়,
নখরী ভল্লুকদল-খেঁখা চিৎকাবে,
নিয়ত ভীষণময় গিবি-পাদদেশ।
কিন্তু কাবো নাই শঙ্কা শিখবিণী দেশে,
শঙ্কর প্রভায় সবে চিব শান্তিময়॥

আর্য্য-কুল-শিরোরত্ন, আর্য্য-কুল-লক্ষ্মী
ভাসিলা যে দিন হাব! আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে,
আর্য্যের শোণিত-স্রোতে,—হস্তিনাব বক্ষ
দ্রবি, কর্দ্দমি মহীবে, করিয়া দ্বিগুণ—
তব জাহ্নবী সলিল, ব্যভিচাব ময়
আলাউদ্দিনের কবে হ'লা পবিণত।
হায়রে দগধে স্মৃতি!—সেই দিন হ'তে,
সোণার **ভারত** ভাগ্য-আকাশ বিমল,
আচ্ছন্ন কবিল আসি শত প্রসাবণে
দাসত্ব জলদ-রূপী।—আর্য্য-কুল-ববি,
ছিলেন হস্তিনা পুবে, অজয় কুমাব।
অপমানে ম্লান মুখ। সন্ধ্যার তিমিবে,
ডুবে যথা "দিন দেব" সমগ্র দিবস
বরষি আতপ-বৃষ্টি, বসুধার কোলে
শুকা'যে কুসুম রাজী—সুগন্ধ আধাব।
ভাসা'যে নলিণীদলে বিচ্ছেদ-সাগরে,
চক্রবাক মিথুনীবে কাঁদা'য়ে বিবহে।
কোথায় সে দিন আজি, যে দিন ভাবতে,
ভারতের রাজ-লক্ষ্মী ছিলেন অচলা,

গঙ্গা,ব্রহ্ম পুত্র,সিন্ধু, গোদবরী রূপে,
যাঁর তরে ভূভাবত ভাসে অশ্রুনীরে ?
ক্রমে আসি সেই অশ্রু শাখা প্রশাখায়,
'চট্টলের,, কেন্দ্র বাহী,—নীল মণি হার, —
প্রপূরিল "কর্ণফুলি""শঙ্খ""কাঞ্চী" আদি
ঘূর্ণি সহ সেই শোকে আলু থালু বেশে
কাঁদিলা চট্টলেশ্বরী অনন্ত নিবাশে।

কৃতঘ্ন যবন নাম পশিলে শ্রবণে,
কলুষিত হ'ত যেই আর্য্যের অন্তর ,
কিন্তু কি বলিব আজি, বিদরে হৃদয়।
দৈব বলে বলী পাপী।—যবন চবণে
ভীমসিংহাত্মজ ভীমী অজয় কুমাব ?
নিবখিয়া পূর্ণচন্দ্র রাহু গ্রহ গ্রাসে,
কাবনা বিদবে হিয়া ?—পাপিষ্ঠ যবন
করি সিংহাসন-চ্যুত, শত অপমানে
মলিনি উজ্জ্বল মুখ, বাদ বিসম্বাদে
করিল জর্জ্জরীভূত স্বাধীন অন্তব।
তাঁব সপ্ত বংশ জাত প্রভাকর সিংহ

ভূভারত খ্যাত পুবী কবিলা স্থাপন
মহেশ্‌খালি গ্রন্থী স্থলে—দক্ষিণ চট্টলে।
বিচিত্র নির্ম্মিত চারু প্রাসাদ সমূহে
সুশোভিত ছিল পুবী, পুষ্প দামে যথা
ঋতু কুল পতি যবে বসন্ত আসিয়া

প্রণয়িনী বসুধারে সাজান আপনি।
প্রতি সৌধ চূড়ে শোভে—কাদম্বিনী কোলে—
বিচিত্র পতাকা বাজি নয়ন রঞ্জিয়া,
কাঁপিয়া মৃদুলে চল দক্ষিণ সমীরে।
তৃতীয় প্রহর নিশি, নবমীর চন্দ্র
বঞ্চিয়া ভূধর শ্রেণী বক্রত কিরণে
নিমজ্জিত, শোকে যেন **গোরক ভাঁটা*** জলে।
নীরব নিস্তব্ধ ধরা, প্রতি ঘরে স্থানে,
রজনীর প্রিয় সখি বিরাম দায়িনী
নিদ্রা দেবী, শান্তি সনে, ঘুরিয়া বেড়িয়া,
সুষুপ্ত করেছে সবে প্রগাঢ় নিদ্রায়,
ধবনীর বক্ষোপরে অনন্ত শয়নে।
কোথাও কানন-পাখী গায় না কো আর
কল কণ্ঠে, ফুলগন্ধে হিয়া বিমোহিয়া,
জ্বালিয়া বিরহী-বক্ষে অশনি অনল!
নৈশ-সমীরণ-তালে নিশা-সোহাগিনী
রজনী গায়িকা ওই ঝিল্লি দল মিলি,
নাহি গায় সম স্বরে ঝিঁই ঝিঁই স্বনে,
কেবল একটী পাখী সুবিকৃত কণ্ঠে,
গভীরা-রজনী-বক্ষ করি বিদারণ,
ডাকিছে অদূর শাখে "নিম্ নিম্" রবে
থেকে থেকে, শুনি ভয়ে চমকে পরাণ।—
রাজ-পুরী-পূরভাগে একটী মন্দির,

*তৎ প্রদেশস্থ নদী বিশেষ—

অনন্ত বিলাস স্থান।—সুগন্ধি আসবে
প্রপূরিত, সদ্য স্ফুট প্রসুন-আঘ্রাণে,
মন্মথ আবাস যেন মন মুগ্ধ কর।—
মোহিয়া কামিনী গণে, কাম-বাণ হাণি,
যথা আসি মনমথ করেন বিশ্রাম
রতির কুসুমি বক্ষে।—জ্বলিতেছে ক্ষীণ
একটী আলোক ওই স্ফটিকের ঝাড়ে,
বিকাশি লোহিত, পীত, সুনীল বরণ
স্বচ্ছ দরপণে, যথা চুম্বিয়া আধার
বিষ মুখী বিষদন্তী ভুজঙ্গ রসনা!
যে রাজ প্রাসাদে শত সহস্র কামিনী,
স্বর্গীয় অপ্সরা সম তাল টুকাইয়া
গাইত প্রণয়-গীত মধুর পঞ্চমে,
রাজ-মন-পরিতোষে তালে তালে যেই
নাচিত **গিরিজাঙ্গনা**, মলের ঝঙ্কারে
পরিপূর্ণ হ'ত দ্বীপ আসমুদ্র গিরি।
আজি কেন, হায়, সেই প্রমোদ আলয়
নীরবে নিবিড় ?—নাহি কা'রো সাড়া শব্দ।
রাজেন্দ্রের পাশে বসি যে রাজ-মহিষী,
হরিত রাজেন্দ্র-মন অমিয় বচনে,—
রাজ-হৃদয়ের তলে মানস-লতায়
জন্মাইয়া প্রণয়ের পবিত্র কোরক,
ফুটাইত, গল্প বারি সিঞ্চনে সুন্দরী,
ফুটা'যে কুসুম-হাসি বিম্বাধর-বৃন্তে,

যথা সচী বসি ওই সুরেন্দ্রের বামে ।
যা'র মুখ-কম-কান্তি ঈষৎ কালীম
হেরিলে, ভাবিতা নৃপ—অসার সংসার ।
আজি সেই চারু নেত্রা, স্থিরা সৌদামিনী,
বসি রাজেন্দ্রের পাশে, অর্দ্ধ লুকায়িত
শরত-বদন-শশী পরিধেয়াঞ্চলে,
আলুলায়িত কুন্তলে, হায় অশ্রুজলে
ভাসিছে নয়ন দুটী,—নিরাশ সফরি !
নাহি চায় ফিরে নৃপ সে শুধাংশু পানে ।
শুকায় কুসুম রাজি প্রমোদ শয্যায়,
অনর্থক বিতরিয়া গন্ধ স্নিগ্ধ কর,
কিঙ্করীর কর-লোভী পাখার পবনে ।
কহ, সখি, হে কল্পনে ! এ ঘোর নিশীথে
ভূতল আসনে নৃপ কোন্ ভাবনায় ?
কবাট, জানালাচয় আবদ্ধ অর্গলে ।—
নৈশ সমীরণ স্রোত প্রবেশিয়া যদি
লুঠে পাছে রাজেন্দ্রের চিন্তার বাজার ।
বৃথা সাধিছেন নিদ্রা রাজেন্দ্র নয়নে ।
মস্তক উষ্ণীষ পড়ি হায় অযতনে
সমভূমি তল দেশে, শুভ্র শ্মশ্রু রাজি
পরশি প্রশস্ত বক্ষ, স্বেদ বিন্দু চয়
শোভিতেছে তদুপরি, মুক্তা ফল প্রায়,
নীহার কণিকা কিংবা শতদল-দলে ।
বহিতেছে ধীরে ধীরে দীর্ঘ অগ্নি শ্বাস,

যথা ওই মরুভূমে পাপিষ্ঠ বৈশাখে,
বহে প্রাণ-নাশ-কারী নিদাঘ সমীর।
অণুক্ষণ পরে নৃপ, জাল-রুদ্ধ সিংহ
হেরিয়া অদূর পাশে নিষাদ পামর,
গর্জ্জে যথা ঘন রবে, সমার্জ্জিত কণ্ঠে
কাঁপায়ে নির্জন গৃহ, প্রাচীরের পানে
নিরখি, শোভিছে যথা "**কুরু ক্ষেত্র**" চিত্রে
ষোড়শ বর্ষীয় সেই অভিমন্যু বীর,
অবহেলে বাহুবলে, অসহায়, একা
যুঝিতেছে কুট চক্রী সপ্তরথী সহ,
স্বচ্ছ আবলীর পৃষ্ঠে, বলিতে লাগিলা ,—
"মম পিতামহ অভিমন্যু, যুঝিতেছে
যেই সপ্তরথী সহ, সমগ্র যবন—
সেনা, বলে কি কৌশলে, নহে সম এক ,
আমি পরবর্ত্তী তাঁর , এ জীবনে কভু
ম্লেচ্ছ যবনের সহ ডরিব সংগ্রামে ?
আমি কি ক্ষত্রীয় নই ?—নহি আর্য্য বংশী ?—
হই যদি, তবে কেন কৃতঘ্ন যবনে
ডরিব আবার ?—যাঁ'রা নিত্য রণ-ভূমে
শু'তে শর-শয্যা'পরে বাসিয়াছে ভাল,
আজি কি অপ্রিয় হবে সে শয্যা তা'দের ?
কখনোনা , সুকোমল দুগ্ধ-ফেণ-নিভ
গালিচায় ঘুমাইতে যায় রে যেমতি,
বিলাসী-অন্তর সুখী, ততোধিক মম

অন্তরে জন্মিবে সুখ, যদি রণ-ক্ষেত্রে
মুদিয়া নয়ন দ্বয় অনন্ত শয়নে
শু'য়ে থাকি, সুধারাল শর নিপতনে,
জ্ঞান হবে মম অঙ্গে কুসুম বর্ষণ,—
বীর ঢক্কা নাদে যবে নাচিবে ধমনী।"
কক্ষস্থিত পত্র এক করিয়া বাহির
প.ড়লা, "সমর।"—"সমর" আমার পক্ষে
পূর্ব্ব জন্ম সাধ্য সিদ্ধ, যেই দিন আমি
ক্ষত্রিয-কামিনী-গর্ভে লভিনু জনম,
লিখিল বিধাতা "**রণ**" অদৃষ্টে আমার।
কি ভয় তাহায় ?—যথা সাধ্য কর রণ।—
শুনরে **ইসলাম** ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন যবন!
জানেনা সমর তোর্ বংশাবলী কেহ,
শুধু প্রবঞ্চনা মাত্র—চাতুর্য্য আধার!
লভিলে **চট্টল** কবে, কোন্ রণ-ভূমে ?
কিসে কর্ ? শিখে নাই ক্ষত্রিয সন্তানে,
ভিন্ন জাতী-করে কর্.করিতে অর্পণ।
ইসলাম! তোমার আজি বেড়েছে সৌভাগ্য,
প্রপূরিত এ **চট্টল** তব যশো রাশি।
সে আনন্দে বুঝি তোর গর্ব্বিত অন্তর,
তাই মুখে কর্ চাও ক্ষত্রিয় তনযে ?—
কি বলিব আজি, পাপি। নাহিরে সে দিন,
যে দিন **ভারত** স্বীয় সন্তানের করে

ছিলেন স্বাধীনা , হায যাহাদেব শবে
কম্পিত ভূধর শ্রেণী, কম্পিত পাতালে.
ভোগবতী স্রোতস্বতী কল কল স্বনে।—
বিধির বিবাগে আজি, ক্ষত্র বংশ ধব
চিবনিমীলিত নেত্রে অনন্ত শযনে,
নিদ্রা ও যাঁ'দেব ক্ষোভে ডবিয়া অন্তবে
কবিত না নেত্র স্পর্শ সমগ্র বজনী।
শয়নে ও যা'রা, থাকিত সমর সাজে,—
ঘুমাইত বাখি ঢাল শিব উপাদানে।
এ হেন ক্ষত্রিয় বংশী।—যাহাবা এখন
আর্য্য-কুলোদ্ভব বলি দেয পবিচয,
কোথায তাঁ'দেব বণ ?—কামিনী সমাজে ?
অব্যর্থ কি ক্ষিপ্ত শব কটাক্ষ-তবলে ?
কোথা সেই সিংহ নাদ ?—হাসি খল্ খলি ?
কোথা সেই আর্য্য পুত্র-বীবত্ব শূবত্ব ?—
বমণী-অঞ্চলে দিবা নিশা গডা গড়ি।
ভাবেনা মুহূর্ত্ত তবে, এভাবত ভূমি
ছিল বা কাহাব পূর্ব্বে, এখনি কাহাব।
হাযরে স্মবিযা সেই পূর্ব্ব-সুখ-স্মৃতি,
কা'ব না নযন ঝবে অজস্র ধাবায ?—
আমি, ওই পিতামহ **অভিমন্যু**-কপে,
একাকী সমরাঙ্গণে কবিব প্রবেশ,—
তথাপি যবন-কবে কব্ প্রদানিযা,
কাবিবনা কলুষিত আর্য্যেব অন্তব।

তবে দুষ্ট, কব প্রার্থী, তারি অন্ধ জ্ঞানে
জানিবে **ইসলাম**, পাপী, আর্য্য-বীব-বল,
ভস্ম-আচ্ছাদিত ওই অগ্নিব মতন,
এখনো **ভারত**-বক্ষে আছে লুকাইয়া,
পাবে নাই বিলুণ্ঠিতে যবন তস্করে।"—
গবজিলা ক্ষত্রকুল-বীব-চূড়ামণি।
কোষ-করবাল খানা চুম্বিয়া সবলে,
আপনি শমন দেব যাহাতে আসীন,
আরম্ভিলা পুনর্ব্বাব,—"শুন তববাবি,
প্রতিজ্ঞা ভীষণ মম। ক্ষত্রিয়েব কবে
সমোজ্জ্বল যত তুমি তত কোথা নও!—
সম্মুখ সমবে যদি এ অকৃতি জনে,
না পারে পূবা'তে তব তৃষ্ণা ভয়ঙ্কর
বিপক্ষ-শোণিত-উষ্ণ, **গোরক-সলিল**,
অচলিত নহে যদি শত্রু-শব দেহে,
জীবনেব তরে কিম্বা কবি পবাশ্রয়,
এই পাপিষ্ঠের মুণ্ড কবিয়া ছেদন,
প্রদানিও উপহার মাংসাহাবী-জীবে,
পৌবষত্ব হীনতায় কি কাজ জীবনে ?—
জানত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ক্ষত্রিযেব করে
কিরূপ উজ্জ্বল, এই **ভারত** মাঝাবে।"
কেশরীব বীব দাপে কেশবী কামিনী,
গর্জ্জে যথা ঘনববে, গরজিলা রাণী,

ভয়ে পালাইল দূরে নয়ন-সলিল,
রাগ বিভাবসুরাশি আসি দিল দেখা ।
বহিল বিদ্যুত-বেগে শিরায় শিরায়,
রমণী-রকত-স্রোত উৎসাহে নাচিয়া,
সুগোল-বল্লরী-ভুজ যতনে জড়া'য়ে
নরেন্দ্রের বীর-গ্রীবা, আরম্ভিলা বাণী,—
"এহেন প্রতিজ্ঞা বাক্য, বীর-প্রসবিনী
প্রসূত প্রসুন বিনা, সম্ভবে কাহার ?
সার্থক জীবন মম, তোমা হেন ধনে
রাখিয়াছি নিরন্তর অন্তর-মন্দিরে,—
ওই শুন দৈব বাণী, জলদ-নিস্বনে
আশীর্ব্বাদ করে নাথ, অমর সকল" ।

. দ্বিতীয় সর্গ।

সমর।

নব-রবি-রাগ মবি মাখিযা অধরে,
হাসিযা মোহিনী হাসি, ঊষা সুহাসিনী,
পাতিলা কনকাসন উদয় শিখরে,
খসাইয়া প্রকৃতিব তমসা বসন।—
গাইল শ্যামল বনে **বন-বৈতালিক**,
গায যথা সুগাযিকা, রাজেন্দ্রানী-পাশে
ভাঙিতে প্রেমেব স্বপ্ন—বজনী প্রভাতে।
সৌবভ-ভাণ্ডাব হবি বন-সুন্দবীর,
বহিল প্রভাতানিল,—মধুব হিল্লোলে,
কাঁপা'যে নলিনী জলে, গোলাপ উদ্যানে,
প্রবেশিল ধীবে ধীবে—ক্ষুদ্র জানালায—
যথা রাণা **প্রভাকর** সমগ্র রজনী,
মজিযা মবম ভেদী অনন্ত চিন্তায,
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কোপবি, দুগ্ধ-ফেণ-নিভ
কোমল শয়নে মবি শত আবাধনে,
আসে নাই নিদ্রাদেবী, নয়ন মন্দিরে,
ক্ষণেক বিশ্রাম তবে।—সেই যে সমীবে,
চিন্তা কুল, স্বেদসিক্ত শরীব চুম্বিয়া
তুলিলা শযনে ভূপে, ছাড়িলা নৃপতি
অনন্ত চিন্তাব শয্যা, ত্রিদিব ললাম

নিদ্রা-কম-কোল-সুপ্তা কনক নলিনী
অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রা ছাড়ি প্রণযিণী।
নবীনা সেবিকা এক সুকোমল করে,
টানিল কনক দ্বারে কনক অর্গল,
খুলিল কবাট দ্বয়, প্রবেশিল তথা
ঊষার রজত রশ্মি,—রজনী প্রভাত!
বাহিরিলা নৃপবর মন্ত্রীবর সহ
নিরখিতে সৈন্য-সজ্জা,—দুর্গে প্রবেশিলে,
প্রতিদ্বারে দৌবারিক নিষ্কোষিয়া অসি,
প্রণমিল মহারাজে শির পরশিয়া।
সুনির্ম্মিত দুর্গ কৃষ্ণ প্রস্তর মালায়।—
অভেদ্য কঠিন শিলা জলদ বরণে
শোভে চক্রাকারে পঞ্চ গুম্বেজ সুন্দর।—
শিরে কনক ত্রিশূল,—গগন-পরশী
উড়ে বৈজয়ন্তি ধ্বজা খচিত কাঞ্চনে।
অভ্যন্তর দেশে, শোভিছে প্রাচীরে এক
নৃমুণ্ড মালিনী মহা মেঘ প্রভাং ঘোরাং
ভবেশ-হৃদয়ে পদ-ভবেশ ভামিনী,—
শোভিতেছে পাদ দেশে, মৃত্যু সঞ্চারিণী
সদ্য, শত সহস্র কামান, তরবারি,
শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর, অগণিত
গোল্লা, বারুদ স্তুপাকারে,**উরস্ত্রাণ,**
কবচ, কৃপাণ, ঢাল উষ্ণীষ সুন্দর।—
কোথাও সেনানী বর্গ স্বীয় সৈন্য গণে

বিভূষিয়া নানা অস্ত্রে, উৎসাহ বচনে,
জ্বালিছে হিংসার বহ্নি—তুর্কীগণ প্রতি।
কোথাও তুরগী সেনা সুশাণিত অস্ত্রে
সাজাইছে নিজ অশ্ব, হস্তী পৃষ্ঠে কেহ
উঠাইছে অস্ত্র পুঞ্জ, শাণিতেছে কেহ
মলিন অসির মুখ পানিতে হরিষে,
যবনের উষ্ণ রক্ত, বিঘোর আহবে।
দুর্গের কোণায় কোন যুবক সেনানী,
বসি অধো মুখে ওই নয়ন ধারায়,
ভাসা'যে কপোল কম, ভাবিছে নীরবে।
"কুসুম কল্পনা রূপা নিজ প্রণয়িনী!—
কি আর সে চারু মুখ অমেয় সুধাংশু,
অচঞ্চল বিদ্যুল্লতা, ফুল্ল সরোজিনী,
সদা-হাসি-রাশি মাখা প্রেমের পুতলী.
এজীবনে নিরখিব?—সোহাগে, আদরে
চুম্বিব সে ওষ্ঠ পুনঃ, সুখ-সঞ্চারিণী
সেই সুধা, পান করি বিরহ জীবনে,
লভিব কি নব বল?—মধু-রস বাণী
শ্রবণে শ্রবণ-সাধ কি আর মিটাবে"?
কোথাও বা সৈন্য বর্গ, বীর-অলঙ্কারে
আবরিয়া বীর-বপু, যুদ্ধ-নিপুণতা
দেখাইছে একে অন্যে—চপলার গতি—
অস্ত্র-সঞ্চালন-শিক্ষা, ঘুরিছে ফিরিছে
যেনা, **বিপুল**-ঝঙ্কারে, উঠাইছে কভু

অস্ত্র অংসোপরে, কভু ফেলিয়া ভূতলে
অমনি চঞ্চল কর পুনঃ সঞ্চালনে
রাখিতেছে কটিদেশে, তূণে আবরিয়া,
কিন্তু আঁখি সচকিতে চকিত সেনানী।
শুনি রণ-বজ্র-ভুরী, বীর মদে মাতি,
খেলিতেছে মল্লবর্গ, বাহু আস্ফালনে,
শিবের বিষাণ-নাদে ভূত পাল যথা
নিরখি এসব নৃপ, নবোল্লাস মনে
সম্বোধি সেনানী বর্গ, চলিলা অমনি
দুর্গ-পূব ভাগে এক সুচারু প্রকোষ্ঠে,—
চারুনাট্যশালা রূপে যথা সুসজ্জিত,
নয়নের প্রীতিকর স্বর্ণস্তম্ভ চয়
ধরেছে সোণার ছাদ, সাজিপুষ্প দামে।—
খচিত-বিচিত্র-রঙে-নীল চন্দ্রাতপে,
দুলিছে মুকুতা মালা, প্রতি প্রান্ত ভাগে,
রঞ্জিয়া নয়ন, মন, উজলিয়া গেহ।—
কিংখাপ-বসনাবৃত স্বর্ণ সিংহাসনে
বসিলেন নৃপবর। ভূতল আসনে
সুকোমল গালিচায়, কৃতাঞ্জলি পুটে,
এক জানু রাখি ভূমে—আজ্ঞা অপেক্ষায়—
বসিলেন মন্ত্রীবর—রাজ-বাম-পাশে!
কর যোড়ে যোধ বর্গ বেড়িল রাজায়,
দাঁড়াইয়া চারি পাশে পূর্ণ চক্রাকারে,
শশধর পাশে যথা ঘেরে তারাবলী।

সেনাপতি **ধ্রুব সিংহ**-পানে তাকাইয়া,
আরম্ভিলা মহারাজ সজোর গলায়,
বরিষার কালে যথা ভাঙ্গিয়া জাঙাল
ধায় কল কল রবে সলিলের স্রোত।
"শুন **ধ্রুব সিংহ** মম প্রাণ-সহচর,
আর্য্যকুলোজ্জ্বল এই তব বীর করে
অর্পিলাম ক্ষত্রিয়ের **কুললক্ষ্মী** আজি।
সকলি তোমার হাতে—রাজ্য, ধন, মান।
তুমি ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র, ক্ষত্র-পরাক্রম
অবিরত বহে তব উষ্ণ রক্ত স্রোতে!
জান তুমি এ **ভারত** আছিল কাহার,
কোন্ **রণ** জয়ি তাই লভিল যবনে,
কলুষে গন্ধিত করি আর্য্যের সৌরভ!
কেশরী-ক্ষত্রিয়-বীর্য্যে, কেশরী-কামিনী
ক্ষত্রাণীর গর্ভে আমা সবার জনম,
তবে বল এ শরীরে বিন্দু ক্ষত্র-রক্ত
বহিবেক যতদিন, সহিব কেমনে
আর্য্যকুলোদ্ভবা সেই সতী অঙ্গনার
সতীত্ব হরণ, অস্পৃশ্য যবন-করে
ক্ষত্রিয় জীবন যাত্রা তীক্ষ্ণ তরবারে?
ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র পুত্রে ভারত-জননী,
ক্রমশঃ হারা'যে আজি কাঙালিনী বেশে
নীরবে কাঁদিছে,—তাই পাপিষ্ঠ যবনে

মাগিবে কি ভিক্ষা ক্ষমা, যদিও **ভারতে**
ইদানীন যবনের দীর্ঘ পবাক্রম ?
যাও বৎস **ধ্রুব সিংহ,** সিংহ-পবাক্রমে,
আর্য্য-চিত্র-পট হেরি, আর্য্য বীব-দাপে
বাখহ ক্ষত্রিযপণ, পাপী **ইস্‌লামের**
তুণ্ড ছিন্ন কর এই তীক্ষ্ণ তববারে,
যে মুখে ক্ষত্রিয ধর্ম্মে তিবস্কারি, পাপী,
চাহিযাছে আর্য্য পুত্রে কর্‌ অহঙ্কাবে,
পূজি আর্য্য-কুল-লক্ষী মুণ্ড উপহারে।—
দেখাও ভাবত-কীর্ত্তি—আর্য্য-বীব পণা,
মেঘাবৃত মার্ত্তণ্ডের—প্রতাপ ভীষণ।
এই ববিলাম তোমা সেনাপতি পদে।"
নির্ম্মিত-গণ্ডার-শৃঙ্গ সুচারু **কোষায়**
পূত **জাহ্নবীর** জলে কবি সংপূবণ—
নিক্ষেপি **তুলসী, তিল,** আর্য্য ধর্ম্ম মতে,
অঙ্গুলে **কুশার** গ্রন্থী, পুরোহিত মন্ত্র
ক্রমে পড়ি পঞ্চবার, সেনাধ্যক্ষ পদে
বরিলেন ধ্রুব সিংহে।—অমনি বাজিল,
কাঁপাইয়া দুর্গ-বক্ষ, পর্ব্বত-কন্দব,
সৈন্য কোলাহল সহ **রণ-জয়ঢাক**।
ছুটিল সে সঙ্গে সৈন্য, পুষ্পমালা কাবে—
শ্বেত, নীল, রক্ত, পীত, সবুজ বরণে

সবেগে,—থামিল গিয়া **গোরক্-ভাটা**-তীরে
সুসজ্জিত রণ ভূমে, ক্ষত্রিয়-অদৃষ্ট,
পাপী যবনের হিংসা, অহঙ্কারে, যথা
শেষবার **চট্টভূমে** হ'ল অভিনয়।
সেনাপতি **ধ্রুব সিংহ গোরকভাটা**-তীরে
মানব অদৃশ্য-ব্যূহ করিল নির্ম্মাণ,
রক্ষিতে আপন সৈন্য, যুঝিতে নির্ভয়ে
বিপুল যবন সহ, বিপুল কৌশলে।
প্রথমে কামান বাজি সুসজ্জিত করি,
বসাইল চারি পাশে চক্রাকার রূপে,
তুরগ-আরোহী সেনা রণ-সজ্জা সহ
দাঁড়ায়ে পশ্চাতে তার, **মগ** সেনাগণ
পরে তার,—করে শাণিত কাটারি, পরে
ক্ষত্রীগণ,—বিশাল উরস ঢাকি ঢালে,
শিরস্ত্রাণে শিরাচ্ছাদি, আবরিয়া যারা
বিপুল কবচে অঙ্গ, ধরে তরবারি,
কটিদেশে **চন্দ্র হাস**, হেলায়ে **বন্দুক**—
বাম অংসোপরে,—সংলগ্ন **সঙ্গিন্** সহ,
কাঁপাইয়া পৃথিবীরে—বক্ষে দাঁড়াইল।
মধ্যদেশে বাদ্য কর রণ ঢক্কা স্কন্ধে,
সেনাপতি-পানে চাহি দাঁড়ায়ে নীরবে।
সুচালিত অশ্বপৃষ্ঠে, বীরেন্দ্র-ভূষণে
আবরিত বীর বপু, আসি সেনাপতি
ফুকিল **বিপুল** রবে, সঙ্গে সঙ্গে তার

বাজিল সহস্র **ঢোল** সহস্র **দামামা**,
উঙ্গারি অনন্ত বাশি সহস্র **কামান**
সহস্র **বন্দুক**, শত **শঙ্খ** বীর কণ্ঠে
গর্জ্জিল অম্লান কাঁপা'য়ে অচলা মহী,—
স্থির, অচঞ্চল ওই **গোরক-ভাটা** জলে
আছাড়ি সৈকতে বেগে ফেনিল মস্তকে,
অভিমানে প্রবেশিল সমুদ্র গহ্বরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ কাঁপিল অমনি,
কামিনী-বঙ্কিম-কক্ষে পড়িল খসিয়া,
সুবাসিত জলপূর্ণ সুবর্ণ কলসী।
গোরক-উত্তর তটে যথায় এখন,
প্রপূরিত ঘনস্পর্শী বনস্পতিচয়ে,—
দুর্গম গহন বন কণ্টকী জঙ্গলে।
শাসিছে বাজত্ব সুখে শার্দ্দুল, কেশরী,
দৌবারিক রূপে বসি, বন প্রকৃতির,
শুনিয়া কানন গীতি বন-ঝাউ-মুখে।
তথায় তুরকি সৈন্য হাজারে হাজার
(পিপীলিকা পাল যথা মধু খাদ্যপাশে)
ভ্রমিতেছে ইতস্ততঃ সাজি রণ বেশে,
খাইতে ক্ষত্রিয় কুল,—আজ্ঞা অপেক্ষায়।
মধ্যদেশে পট গৃহ,—মরি কি সুন্দর।
প্রস্ফুটিত শত শত কুসুম স্তবক,
বাঁকিয়া পরেছে ওই ব্রততী গলায়,
মধুপান-আশে অলি সম্ভাষে মধুরে।—

কোথাও নলিনীদল প্রাণেশ বিহনে,
অর্দ্ধ নিমীলিতা রূপে, চিন্তা-সরোবরে
ভাসিছে মলিন মুখে, কল্পনার মুখে
শুনিছে পতির ইতিহাস,—সে রূপসী
কে, সে তারি মম্মোহনে কিসে ভুলাইল,—
সমগ্র যামিনী তথা বঞ্চিল কি সুখে!
কামিনীর কমনীয় পয়োধর শোভা
হরিয়া কদম্ব শাখী,—কি মোহিনী গুণে—
ফুটা'য়েছে চারু ফুল, ডালেতে আবার,
গাইতেছে পিকবালা মধুর ঝঙ্কারে।—
সেই তানে, অনুমানে বুঝি বিরহিণী
ওই যে কদম্বতলে নবীনা রূপসী
উঁকি মারি, সুধাইছে কি যে কথাভাব
কোকিলারে, নেহারিয়া দাঁড়ায়ে বঙ্কিমে।
অনন্ত শোভার সৃষ্টি!—মরচিত্র-কর,
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে অপার্থিব রূপে।
মধ্য স্থিত সুরঞ্জিত কম মকমলে,
হস্তীদন্ত-বিনির্ম্মিত সিংহাসনোপরি
বসিয়া **ইস্‌লাম খাঁ**, চিন্তিত অন্তর,—
ঘন শুক্ল কেশ রাশি চর্চ্চিত আতরে
পরশিছে গ্রীবাতল, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাজি
চুম্বিতেছে বীর-বক্ষ—বীর-আস্ফালনে,
সম্মুখে সুবর্ণ-বাঙ-নির্ম্মিত তেপায়ে, *

* ত্রিপদ যুক্ত চৌকি বিশেষ, যাহা অধুনা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সার্দ্ধ পঞ্চ হস্ত দীর্ঘ ফরসীব নল,
বহিযাছে চক্রাকাবে, বজত হুঁকায ,
বজত পানীয় পাত্রে সুবাসিত জলে
শোভিতেছে পুষ্পগুচ্ছ,—শিল্পী-বিনির্ম্মিত
চারু-তাল-পত্র-পাখা-পবন-প্রবাহে,
সার্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিতেছে গন্ধ আমোদিযা।
সম্মুখস্থ সুবিশাল সুবর্ণ আবসী,
ধবেছে আদবে বক্ষে প্রতি অবযব।
নমিযা নবাব-পদ আভুতল বক্ষে,
প্রধান সেনানী এক কহিলা আসিযা,—
"ঘেবিল অবাতি বল সাজিযা সমবে,
কি কাজ বিলম্বে আর ?—দাও আজ্ঞা দাও
তৃষিত কৃপাণ-তৃষ্ণা আহবে পূবিযা
সদ্যছিন্ন ক্ষত্র-মুণ্ডে পূজিও শ্রীপদে।"
"যাও বীববব শীঘ্র যবন-কৌশলে,
নিক্ষত্রি কবহ ক্ষিতি ভৃগুবাম রূপে,
সাজাও **মোগল-লক্ষ্মী** চটুল কুসুমে।"
উত্তবিলা সেনাপতি প্রতি ও নবাবে।
কাঁপাইযা উপত্যকা, কানন, প্রান্তব,
অম্ভোদ নির্ঘোষে হায় অমনিবে ওই
বাজিল নবাব ঢোল।—শত তূর্য্য ধ্বনি
আবম্ভিল বারম্বাব।—সৈন্য অগণন
ছুটিল সমব-মদে রণ-ক্ষেত্র-মুখে,
হেরি করীবর যথা সক্রোধে কেশরী।

গোরক-ভাটা, গ্রীবাদেশে, বপ-অপেক্ষায়
সজ্জিত যে সব তরী ছিল ভাস মান, —
আরোহি নবাব সৈন্য অর্দ্ধনিমগিয়া,
ক্ষেপিল বজত দাঁড় রজত সলিলে ,
সুনীল আবসী খানা ভাঙিয়া, গড়িয়া,
চলিল তরণী চয ধমকি ধমকি,
বাড়া'য়ে আরোহী-রঙ্গ, সুখে নিরখিয়া
ভূধব, কানন-শোভা !—ওই যে আবার
অদৃশ্য কানন রাজী শত ক্রোশ দূরে ।

১

গর্জ্জিল ক্ষত্রিয় হাজারে হাজার
কবি প্রকম্পিত আসমূদ্র গিরি ,
বাজে ধুম ধুমি, দামামা অপার
শীতল ধমনী উৎসাহে পূরি !—
ধাইল মগধ, ক্ষত্র অগণন,
নাহি চাহে কেহ কাহারো পানে ,
তুরগ আরোহী দিল দরশন,
উজলিয়া অসি সৈন্যের সনে ।

২

গর্জ্জিল যবন বক্ষে তরণীর,
বিদারি ফেলিল উরমি-শির,
ছুটিল বৈদ্যুতে স্রোত লহরীর,
ঝটকায় প্লাবি দক্ষিণ তীর !—
যতই তরণী হ'ল সন্নিকট,

তাড়িত-গমনে ক্ষেপিত দাঁড়ে ;
কামান সম্মুখ-সংগ্রাম-সঙ্কট
তিরোহিত তরে অনলোদ্গারে।

৩

অস্ত্র পূর্ণ তরী সমুদ্রের নীরে,
অমনিরে হায়উঠিল জ্বলি !
জ্বলিল সমুদ্র গরজি গম্ভীরে
অগ্নি বীচি মালা ভাসা'য়ে তুলি।
অর্দ্ধমৃত শত সহস্র যবন
সে বহ্নি সলিলে পতঙ্গের প্রায়,
কভু ভাসমান, কভু নিমগন,
ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণে অদৃশ্য হায়।

৪

দেখে সেনাপতি গ্রীবা ফিরাইয়া,
সমুদ্র-সলিলে সমাধি স্থল।
তুরগ-আরোহী সমুদ্র কাঁপিয়া
পেয়ে তট দেশ লভি নব বল,—
মুহূর্ত্ত অব্যাজে বীরেন্দ্র-ঝঙ্কারে,
কাঁপাইয়া তীর বাজল তুরী।
মিলিল যবন-সেনা হুহুঙ্কারে,
ভাসিয়া সমুদ্র তুরগে চড়ি।

৫

হ'ল দেখা দেখি দুই দল সেনা,
যেন মদমত্ত করীর দল ;

গগন-পবশী, ধরি রাগ-ফণা,
গর্জ্জনে কাঁপায ধবণীতল।—
আসি **ধ্রুব সিংহ** ক্ষত্রিয়ে সম্ভাষি,
কহিল ক্ষত্রিয়-গবব-বাণী,—
"ক্ষত্রিয় নিধনে তুর্কি অভিলাষী?—
কিমবি সাহস।—নির্জ্জিব প্রাণী।"

৬

"শুনহ ক্ষত্রীয আর্য্যেব কুমাব,
এ ভাবত ভূমি আছিল কাব।
পাপিষ্ঠ নাবকী করি ছাব খাব,
লুটিল যবন ভাবত ভাণ্ডার!
সতীত্ব আদর্শ ভাবত জননী
নাহি ক্ষিতি তলে তুলনা তাঁর।—
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, ভাবত কামিনী,—
এখনিও ভবে সৌরভ যাঁব।"

৭

"এহেন ভাবতে যবন দুর্ব্বাব!—
রাহু গ্রস্থ যেন সুধাংশু শশী।
ছুটিছে সুধর্ম্মানারী-হাহাকাব,
নয়ন-আসাবে ধবণী ভাসি!—
হিন্দুদেব, দেবী, হিন্দু-দেবালয়,
দেখ কি কোথা?—হইল স্বপন।
দেখনা পবন সগর্ব্বে দোলায়,
চট্টল-কেন্দ্রে বিজাতী কেতন?"

৮

"বহিবে যদিন শরীবে ধমনী।
কাঁপাইয়া আর্য্য-বকত-স্রোতে,
সহিবে কেমনে এদুঃখ পবাণী,
বিজাতী-কেতন এপুণ্য ভারতে?
থাকিতে জীবন ক্ষত্রিয শবীবে,
ভাবত স্বাধীন কবিতে নাবি,
তবে কেন বেঁচে মাংস সহকাবে,
কবিব ধবাব কলঙ্ক ভাবি?

৯

"বীব-প্রসবিনী ভারত জননী,
তনযা যাঁহাব ধরা প্রপূজিত।—
শতস্কন্ধে নাশি, বাম-প্রণযিনী,
বাখিলা ভূতলে মহিমা বিষদ,
আর্য্য ভাবতেব ইতিহাস সাব,
নাহি কিবে আব কাহাবো মনে?
কি যে বীবপণা—বণ দুর্ণিবাব,
কবিলা '**প্রমিলা**' কিবীটি-সনে।"

১০

"বীব আদবিণী আজি কি ভাবতে,
নাহি বীব সিংহ একটী কুমাব?
গেল কি বিক্রম ভাবত হইতে,
আজি কি স্বধুই নাবী-হাহাকাব?
আজি এ ভারতে নাহি হেনজন,

বিপুল বিক্রম প্রকাশি বণে,
দেখাইতে আর্য্যবীব-পবাক্রম,—
আর্য্য যুদ্ধ শিক্ষা যবন সনে ? ”

১১

“উঠ সেনাগণ, লও তরবাবি,
স্বাধীনতা-তবে কব প্রাণ পণ ,—
কাঁপিবে হিমাদ্রি, নীল পারাবার,
কিছাব দুর্ব্বল, পামর, যবন।
চল সবে আজ মায়া পবিহরি,
সংসাবিক প্রেম দেই বিসর্জ্জন ,
স্বাধীনতা কাছে কি যে প্রিয় কাবী ?—
নাচাহি ইন্দ্রত্ব নন্দন বন।”

১২

“স্বাধীন-সুগন্ধ কুসুম-মালায়,
পাবিব পবাতে ভাবত-গলায,
কেমনে সে নীচ, ভীরু, মূঢ প্রায,
অধীনতা-পাশ বাঁধিবে এপায ?—
হাসিবেনা নিজ আবাসে বমণী—
আমাদের এই বীবত্ব দেখিযা ?
স্বাধীনতা-বত্ন বিহনে পবাণি,
মজিবে মবমে জ্বলিয়া, পুড়িয়া।”

১৩

সেনাপতি-বাক্য কবিতে শ্রবণ,
ছিল সৈন্যদল নীরব, নিশ্চল ,

ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন
ঢালিয়া বদনে বিষাদ-কর্জ্জল।—
বারুদের স্তূপে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ,
প্রবেশিলে যেন গরজে ঘন।
অগণিত ক্ষত্র লভি বীর-সঙ্গ,
গর্জ্জিল অমনি সাগরোপম।

১৪

অকস্মাৎ হায় গর্জ্জিল সঘনে
সহস্র বন্দুক, কামান রাক্ষসী।
বৈদ্যুতিক বেগে কাঁপায়ে মরমে,
মিলিল আহবে মগ, ক্ষত্র, আসি ;—
মগে ও যবনে, যবনে ক্ষত্রিয,
আরম্ভিল মহা ঘন ঘোর রণ।—
অস্ত্র-ঝনৎকারে নীব-আহারীয
রোগী শয্যা উঠি—পুলক মন।

১৫

বাজিল মুহূর্ত্তে বিজয় বাজনা।—
বৈজয়ন্তী ধ্বজা—কাদম্বিনী-কোলে,—
উড়িল পবনে পূরিয়া কামনা,
"জয় ধ্রুব সিংহ" সেনাগণ বলে।
সদ্য ছিন্ন গ্রীবা ভূতল পরশি
সহস্র যবন।—সহস্র পালায়ে,
যথায নবাব চুম্বিছে ফরসী,—
যুদ্ধের বারতা কহিল গিয়ে।

তৃতীয় সর্গ।

সন্ন্যাস।

সার্দ্ধ নিশা গত প্রায়, শৌক্লেয় সপ্তমী।—
যামিনী-বিরাজ ইন্দু চারু সুবঙ্কিমে,
বিতরি সুস্নিগ্ধময়ী রজত চন্দ্রিকা,
খেলি তরঙ্গিণী সহ অনন্ত বিলাসে,
অবশ ইন্দ্রিয় সুখে,—যাইছে ডুবিয়া
তরল-তরঙ্গী-বক্ষে, (কি যে অভিমানে,)
অৰ্দ্ধ রাত্রে কুমুদিনী কাঁদায়ে বিরহে,
যথা ওই বঙ্গ-কুল-ললনা ছাড়িয়া,
গভীর নিশীথে উপ-প্রণয়িনী-পাশে,
দৃঢ় প্রণয়-বন্ধনে, নবীন যুবক।
অভিমানী নিশিথিনী চন্দ্রমা-পীড়নে,
ভূষণ তারকাবলী—নীলিম আকাশে—
ফেলিছে গরবে যেন,—পড়িছে খসিয়া,
বিসর্জ্জন-অপমানে কাঁদি মিটি মিটি,
আঁকিয়া গগণ অঙ্গে রেখা সুবর্ণের
পলস্থায়ী, অদূরের পাৰ্ব্বত্য প্রণয়ে,
শিখরিণী-শিরে ওই গাইছে মধুরে,
"ঝিঁই, ঝিঁই" ঝিঁঝিঁবৃন্দ সমীরণ-তালে,
সুষুপ্তা প্রকৃতি সেই মোহিনী সঙ্গীতে।
এহেন নিশীথ যামে, নিবিড় শিবিরে,
বসিয়া নবাব আজ সবিষাদ মন।—

ভূমে ফবসীব নল পড়িয়া অযত্নে,
বাবেক না পবশিছে ও মুখ চুম্বন।
অতল বাহিনী চিন্তা বৃদ্ধ নবাবেব
মনে প্রবাহিত সদা, ঘূর্ণিত মস্তক
বায়ু গ্রস্ত বোগী প্রায।—"কি কবিব হায়।"
বাহিবিল দীর্ঘশ্বাস পবে এ ভাবতীঃ—
আবাব অস্ফুট স্ববে "কিসে পাই কূল।"
বিশুষ্ক বদন-ভাতি, নাসবে বচন।
দূব মরু পর্য্যটনে পথিক যেমন,
ছায়া সখি সহ মিলি, নাবে প্রকাশিতে
একটী বচন—পূর্ণ দুঃখেব কাহিনী।
ক্রমশঃ শবীবে স্বেদ সঞ্চারিলে পুনঃ
ধবে সেই পূর্ব্বভাব সজীব সবল।
ক্ষণপবে নবাবেব চিন্তাব অনল,
নিবিল আসিযা কিযে ভবসা-ববষা,—
বিশুষ্ক বদনে পুনঃ আবম্ভিল হায,
মেঘমল্লাবেব ধ্বনি হতে প্রকটন।—
"অগণিততুর্কি সৈন্য সহায আমাব,
একজন নহে মাত্র আহবে বালক,
চতুর্গুণ ক্ষত্রিযেব, মণে অষ্ট গুণ,—
যদিও কবিব সংখ্যা অস্ত্র সঞ্চালন
কবিতে না পাবে যাবা, **পেকাম্বর**-ববে,
বুদ্ধিতে, কৌশলে বাহু-যুদ্ধ পটু তায
সমগ্র ক্ষত্রিয় সৈন্য নহে সমতুল।

বৃদ্ধ সেনাপতিগণ সহস্রেক রণে,
সর্ব্ব অগ্রগণ্য যারা, তাহারাও হায় ।
পালাইল ডরি ভীরু ক্ষত্রিয়-সমরে,
বানরের চড়ে যথা রক্ষ কুল পতি
দশানন, হায় কিবে নিৰ্জ্জীব ক্ষত্রীয়—
সন্মুখ সমরে আজি হব পরাঙ্মুখ ?
করিলাম এ বয়সে যতই সমর,
কেহই ইসলামে জয়ি বৈজয়ন্তী ধ্বজা,
তুলিতে আকাশ-পথে সমর্থ নহিল ,
আজন্ম সমর বৃত্তি , যুদ্ধ-ব্যবসায়
প্রায় কাটাইনু জন্ম গতাসু যৌবন ।
ভগ্নোৎসাহে মম ওই বৃদ্ধ সেনানীর,
ইচ্ছা হয় এইক্ষণে লয়ে যোদ্ধগণ
যাই চলি রণাঙ্গণে, সতৃষ্ণ কৃপাণ
তৃষ্ণা পূরাউক উষ্ণ ক্ষত্রিয়-শোণিতে ।
কিছার, দুর্ব্বল ভীরু ক্ষত্রিয় নৃপতি,
অবশ্য এ যাত্রা রণে লভিব বিজয়।"
ভাব সাহসে নবাব । অবশ্য জয়িবে
সমরে, কৃতান্ত সম বৈর নির্য্যাতনে ,
সাহস, দুরাশা দেবী, সদয়া হইলে,
না ডরি কৃতান্তে এই মনুষ্য জীবনে ।
তুমিত নবাব তায় বীর বঙ্গেশ্বর,
সহস্র তুরকি সৈন্য সহায় তোমার ,
একা ক্ষুদ্র নর আমি সহায় সম্পদ—

বিহীন, কুটিল সংসারার্ণবে, কুটিল—
উত্তাল তরঙ্গ সহ জুঝি নিরন্তর।
নশ্বর সংসারে যেই বিন্দু মাত্র সুখ,—
ভ্রাতৃ প্রেম, জননীর স্নেহ সন্দর্শন,
বহুকাল হ'ল তাই জাহ্নবীর জলে,
ভাঙ্গিয়া কোমল হৃদি চির পরিণত।—
বিপুল প্রণয়-সিন্ধু করিয়া মন্থন,
প্রণয-পিযুষ-লাভে ভেবেছিনু হায়,
পূরাইব মনোসাধ মনুষ্য জীবনে,—
দুরাদৃষ্ট-চক্রবাত্যা ভয়ঙ্করী বেশে,
হরিল সে প্রেম-সুধা, সেই দিন হ'তে
ভেবেছিনু এ জীবন, দিব বিসর্জ্জন,
বঙ্গ অখাতের নীল অতল সলিলে।
কিন্তু আশা মাযাবিনী, না পারি বলিতে,
কি কুহক-জালে, হায় কি মোহিনী গুণে,
ভীষণ প্রতিজ্ঞা সেই ভাঙ্গিল আমার।
আজিও সে দুরাশার মোহ মন্ত্রণায়,
উত্তেজিত তর মত, না হইলে কেন,
চট্টলের ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য দুর্জ্জেয়,
বহুকাল হ'ল যাহা যবন-চরণে,
ধূলি সাতে নির্মজ্জিত বঙ্গোপসাগরে,
পাতাল-পরশী সেই সিন্ধু-গর্ভে পশি,
কি সাহস! সে অমূল্য উজ্জ্বল রতন
করির আহরণ, এই স্বভাব প্রসূতা,

দোলাইব চট্টলের বঙ্কিম গ্রীবায় ?—
বঙ্গ-কবিবৃন্দগণ তুচ্ছ ভাবে যাবে,
কিম্বা জলমগ্ন-ভ্রমে, নাহি পরশিল।
অমাবস্যা রজনীর ঘোর অন্ধকারে,
হয় কি খদ্যোতাবলী পথ প্রদর্শক ?
কিম্বা তারবাজি করে উজ্জ্বল ধরায়?
ভীরুতা আসিয়া পুনঃ যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে,
সুসাহস প্রপূরিত নবাবের মন
ফিরাইল মুহূর্তে, তারকার খনি
পরিবর্তিল যথা প্রসন্ন সময়ে
বিপুল ভীষণ মেঘে—নব আবির্ভাব।
চিন্তিলা নবাব হেরি ধরণীর হিয়া ,—
" দুরন্ত দুর্জ্জয় ক্ষত্রি, সম্মুখ সমরে,
কে আঁটে তাদের সনে ?—আমি তুচ্ছ ছার।
খ্যাত নামা যোদ্ধগণ, **বাবর, আকবর**,
পালাইত যার ডরে বীর **আল্লাদিন** ?—
ভাবতে যে মোগলের ক্ষমতা বিস্তার,
সে কেবল বহুদর্শী কপটতা গুণে।
সবল নির্ব্বোধ ক্ষত্রি জানে না কপট ,
সন্ধি-ভানে **ক্ষত্রি সিংহ** নিমন্ত্রি শিবিরে,
স্বাধীনতা-জ্যোতি তার করিব নির্ব্বাণ।
গরুড়ের নীড়ে পশি বাঁচে কি ভুজঙ্গ ?—
এই মহা মন্ত্র বিনা নাহি সাধ্য মম,
চট্টলের ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিতে বিজয়।"

মহেশখালী-অধিপতি **প্রভাকরসিংহ,**
সিংহাসন-উপবিষ্ট আপন শিবিরে,
স্ফীত বক্ষ মহোল্লাসে,—সেনানীনিচয়
যুদ্ধজয়ী, ঘেরিয়াছে তারাকারারূপে।—
একে অন্যে আন্দোলিছে যুদ্ধ-বীরপণা।
আপনি নরেন্দ্র খুলি স্বীয় চন্দ্রহাস,
প্রদানিলা **ধ্রুব সিংহে,** যেই বীরবর,
বুদ্ধির কৌশলে কিম্বা বিরতা প্রকাশে,
লভিল চট্টল রণ জয় ইস্‌লামেরে।

"জয় চট্টলের জয়! জয় ধ্রুবসিংহ!"
ধ্বনিল সেনাণীবর্গ, কাঁপিল অচল,
কাঁপিল অতল তলে জলচরগণ।—
সেই কোলাহল মাঝে উঠিল ভাসিয়া,
"জয় প্রভাকর সিংহ"।—চমকিয়া সবে
নিরখিল পত্র হস্তে যবনের চর।—
নমি আভূতল বক্ষে রাজপদোদ্দেশে,
দিল পত্র মন্ত্রীবরে, অমনি মোড়ক
চিরিয়া পড়িলা মন্ত্রি রাজেন্দ্র গোচরে।—
"সম্মুখ সমরত্যজি যাইবে নবাব,
চট্টলের আধিপত্য প্রদানি রাজনে,
সেই হেতু নিমন্ত্রণ!—রজনী-প্রভাতে,
স্বীয় শিবিরেতে বসি নবাব আপনি,
সাক্ষাৎ করিতে সাধ নৃপবর সহ।"

নবাবের পত্রপাঠ সমাপ্তি সময়,
"তথাস্তু" বলিয়া যবে ছুটিলক্ষত্রিয়
আনন্দ গৌরব-বাণী ক্ষত্র-সিংহমুখে,
ফিরিল নবাব দূত, ফিরিল সকলে
যে যার শিবির-পানে নিদ্রার অলসে।
নব-আনন্দ-উচ্ছ্বাস-সমর-বিজয়ী
রাজন-অন্তর, হেরি বিজন রাজনে,
জিজ্ঞাসিতে আরম্ভিলা নীতিপূর্ণ কথা,—
"এই যে 'তথাস্তু' ফুল ফুটিল ও মুখে,
যবনের নিমন্ত্রণ-পত্র-সমীরণে,
চিন্তাদেবী অজানিত, নাহি জানি বিধা
ধরিবে ভবিষ্যে ফল সুখ কি দুঃখের।—
সে যে পূর্ণ কুট চক্রী কৃতঘ্ন যবন,
চিরদিন পরহিংসা বিরাজে অন্তরে,
পর সুখে ম্লান-মুখ অভিমানী সদা,
সহসা কি আজি তার নিখিল হিংসার
দীপ্ত শিখা মনোভূমে?—অনুমানি আমি,
ওই ফুলে বিষময় 'প্রাণদণ্ড' ফল,
কিম্বা 'চির কারা দণ্ড'—ফলিবে অচিরে।
নতুকেন অপমানে সাধ সম্ভাষণ?"
উত্তরিলা প্রভাকর ক্ষত্রিয় গরবে।—
"কিছার যবন। এই ক্ষত্র সিংহ কভু
না ডরে শমন দেবে সকোষ কৃপাণ
যতক্ষণ কটি দেশে আছে ঝুলায়িত,
কিম্বা এই বাহু দ্বয় থাকিতে সক্ষম।

যবন ?—যবন চক্র-হ'লে ও সহস্র,
ক্ষত্রিযের কাছে নয়,—শিশু শৃগালের।
কি ভয় যবনে এই ক্ষত্র-সন্তানের ?"—
কাল নিশিথিনী-বাস ছাড়িয়া প্রকৃতি
সাজিল নূতন সাজে, শোভিত ললাটে
বালার্ক সিন্দুরফোটা, সুধার অধরে
হাসিয়া নবীন হাসি, নবীন কবির
হৃদিবারে মনোপ্রাণ, রূপস্বিনী বেশে,
উচ্ছ্বাসিয়া মরমের কবিত্ব লহরী।—
চিত্রিতে কলম কালী কমলের দুঃখ,
সমস্ত শর্ব্বরী যাহা ঘটিল ললাটে,
বিরহ প্রতাপে কিম্বা নিশির শিশিরে।—
দুলিত শ্রবণে যুগ্ম প্রফুল্ল ঝুমুকা,
সুধীরে সুন্দরী দেবী উঠিলা ভাসিয়া
মসিময়াকাশে ওই সিন্দুর বরণে।
কাননের কলকণ্ঠ বিহঙ্গ নিচয়,
মধুরে গাইছে বসি মধুর কাননে,
এবারতা দিতে যেন **গোরকসুন্দরী,**
নাচিযা নাচিয়া ওই চলেছে সাগরে,
অমল তরল বক্ষে ক্ষুদ্রবীচি মালা
ধীরে ধীরে কাঁপাইয়া প্রভাতী সমীরে।
উদিলা উদয়াচলে দেব প্রভাকর;
তাই হেরি **প্রভাকর** চলিলা অযথা
সন্ধির প্রসঙ্গে রঙ্গে বিপক্ষ শিবিরে,

চারি জন সেনা মাত্র সহায় সম্বল।—
যথায় নবাব বসি আপন শিবিরে,
চুম্বিতেছে ধীরে ধীরে ফরসির নল,
চিন্তার মোহিনী গুণে বদন হইতে
অজ্ঞাতে পড়িছে খসি ফরসি কখন,
বিচিন্ত্য অন্তর, ক্ষীণ নয়ন যুগল
নিমীলিত ক্ষণ ক্ষণে প্রকাশ আবার।—
এভাবনা।—যেই মহামন্ত্রে হায় আজি
করিয়াছি বিমোহিত ক্ষত্রিয় পামরে,
যদ্যপি জানিতে পারে, কিম্বা একৌশল
হয় যদি প্রকাশিত তবে আমি হায়
নারিবাম পদ এক অগ্রসর হতে,
শিবিরে হইবে মম সমাধি সাধন।"
আবার সাহস-চিন্তা হয়ে সন্মিলিত,
হরিল নবাব-মন—উঠিল হাসিয়া!
"ক্ষিপ্ত আমি? কেন হায় নিজ অমঙ্গল
খুজিছি আপন মনে?" বুঝিলা আপনি,—
"যে মুর্খ ক্ষত্রিয় জাতি, বুদ্ধি বা কৌশল,
নাহি ক্ষত্রিয়ের ঘটে—স্বভাব সবল।
যবনের মহা মন্ত্র খল-বুদ্ধি কল,
কিসাধ্য জানিবে পরে? কেহ কভু হায়,
পারে নাই জানিবারে ভারত ভুবনে।"
এসময়ে আততায়ী নবাব শিবিরে,
প্রবেশিলা **প্রভাকর**, প্রভাকর-রূপে,

উজলিযা পটগৃহ, প্রভাকব-কবে
উজলে অম্বোধি যথা নিদাঘ সন্ধ্যায ।—
গম্ভীব নিশীথ যামে গৃহ অভ্যন্তবে,
হেবিযা প্রলয অগ্নি গৃহবাসী যথা
জাগে চমকিযা, উঠিল নবাব ছাডি
সিংহাসনাসন, আলিঙ্গিলা নৃপববে,
প্রকাশিযা সৌজন্যতা যথা বিধিমতে।
হীবক খচিত চারু অন্য সিংহাসনে,
বসিলেন **প্রভাকর** আনন্দ-অস্ফুটে।
সুদূব প্রবাসী যথা অজানিত দেশে,
সন্ধ্যা সমাগম হেবি আশ্রয-লালসে,
সহিযা অশেষ কষ্ট ভ্রমে স্থানে স্থান,—
প্রবঞ্চকগণ মিলি নিবীহ পথিকে
সুধা সম্ভাষিত স্ববে, বহুল যতনে,
লইযা স্বগৃহে তাঁবে সুস্বাদু পানীয
খাদ্যে পূবিযা উদব, বাখে সুবিবামে
দুগ্ধ-ফেণনিভ মবি পর্য্যঙ্ক উপব।—
বজনীর শেষ অঙ্কে পর্য্যটন-শ্রমে
সুসুপ্ত পথিক যবে, তীক্ষ্ণতরবাবে,
জীবন সমাধি তাব কবে দুষ্ট চয।
পূর্ণ কপটতা মাখা নবাব **ইস্ লাম,**
চাতুর্য্য, ধূর্ত্ততা, যাব পূবিত ভাণ্ডাব।—
আজি সেই অবিশ্বাসী, কৃতঘ্ন নিবয়ী,
তোষামদ-গন্ধ-ঘ্রাণে **প্রভাকর সিংহে**

মোহিছে;—অন্তর যার গরল-আধার,
বদনে নিঃস্বরে তার মধুর ভারতী।
সরল স্বভাব হিন্দু নৃপকুল মণি,
নাহি অধর্ম্মের চিহ্ন তিলেক শরীরে,—
চির অরাতিরে যেই সরল-বিশ্বাসে,
নাহি ভাবি পূর্ব্বাপর, আত্মহিতকারী
ভাবিয়া নির্ভয়ে আসি পশিলা শিবিরে।
কিরূপে জানিবে সেই ছলপূর্ণ হায়,
মধুর যবন বাক্য বিষে জর্জ্জরিত ?—
বিবরের মুখে হেরি আগন্তুক জনে,
গর্জ্জে যথা কাল ফণী ফণা আস্ফালিয়া,—
ধরিল ভীষণ মূর্ত্তি দুরন্ত নবাব
সেইক্ষণে, পূর্ব্বভাব হল অন্তর্হিত,
নিষ্কোষিয়া কররাল আক্রমিলা নৃপে।
সেই সঙ্গে প্রভাকর-বীর-সিংহ করে,
শোভিল সুতীক্ষ্ণ অসি, কটিদেশে যেই
শত্রুর নিধন তরে সদা ঝলসিত।
কিরাতের জালে বদ্ধ কেশরী যেমন,
নিরখি কিরাত-দণ্ড-বজ্রপূর্ণ করে,
গরজে গম্ভীর ঘন, গর্জ্জিলা রাজন,
কাঁপাইযা পট্ট গৃহ, কাঁপাইয়া ওই
নবাবের বীর বক্ষ, সাহসপূর্ণিত।—
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-নিভ নয়ন যুগল,
(হুইতেছে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত।)

নিষ্কোষিত অসি করে বীর আস্ফালনে,
মাতি রণ-মদে, হায, ছুটিলা অমনি
তিরবেগে সৈন্য মাঝে, দুইপাশেপড়ি
ছিন্ন গ্রীবা, ভিন্ন বক্ষ, যবন পদাতি,
শোভিল হায রে যথা চৈত্র মধুমাসে,
উন্মত্ত কুঞ্জর যবে মদন-স্মরায,
পশিতে গহন বনে প্রণযিনী-তরে,
দুই পাশে তরু চয ধরা বিলুঠিতে
সমূলে উপাড়ি পরে চরণ প্রহারে।
সহস্র যবন সৈন্য অসি-সঞ্চালনে
প্রেরিয়া শমন-পুরে, ক্ষত্রিসিংহ এবে
মিলিলা নবাব সহ, কহিল অমনি
ক্ষত্রিয জাতীয গর্ব্ব ভাবতী বদনে ;—
"আয দেখিবে পাষণ্ড, বিশ্বাস ঘাতক।
কত তেজ তোরদেহে, পরিক্ষি এখন ;—
চট্টলের যুদ্ধ সাধ মিঠাইবে তোর
মম এই তরবারি, দেখিবি দুর্ম্মতি
কিরূপে লভিস্ আজ পরিত্রাণ-সুধা।
তোর এই সেনাবর্গ, সহস্র সেনানী,
অসংখ্য তুরগারোহী, দেখিবি কেমনে
রক্ষে আজি মমকরে, জানিস্ নারকি,
আজি মম করে তোর সমাধি ভবন।—
যতক্ষণ আছে প্রাণ পাপলিপ্ত দেহে,
স্মর সেই প্রিয়বন্ধু পরম পিতায,—

অথবা ষোড়ষী বালা এ বৃদ্ধ বয়সে,
সাজাতে কববী যাব চট্টল-কুসুমে,
যুঝেছিস্ মবিবাবে।—ভূজঙ্গবিবরে
নিবীহ মুষিক যথা পশেপথ ভ্রমি।"
এতবলি লম্ফ ত্যাগি ধাবাল কৃপাণ
বসাইলা নবাবেরে বিশাল উবসে!
পড়িলা নবাব যবে, মুহূর্ত্ত-অজ্ঞানে,
বাতাঘাত তরু প্রায ধবনীব কোলে,
বলিতে লাগিলা পুনঃ ক্ষত্রি চূড়ামণি,—
"ভয নাই বে নাবকি, ক্ষত্রী-বীবপণা,
প্রকাশিনা কভু মোবা ক্ষীণ প্রাণী জনে,—
নিবস্ত্র অবাতি কিম্বা সম্মুখসমবে।
অকিঞ্চিৎকব এই দেহেব উৎপত্তি
মাটিতে, জীবন শেষে মিশিবে মাটিতে,—
তবে কেন আব এই তুচ্ছ সংসাবেব
মোহিনী মাযায ভুলি, স্বধর্ম্ম বতনে
দিব বিসর্জ্জন,পাপে পশিতে হৃদয় ?
কে কবে পালায়ে ভয়ে শমনেব হাতে
পাইযাছে পবিত্রাণ? অবশ্য মবিব।
জন্মিলে মবণ আছে, মবণেব পব
সংশ্রব কি সংসারেব প্রিয পবিজনে?
সংসাবিক ক্ষণ সুখে, তবে কেন হায,
ভুলিযা ডুবিব পাপে?—উঠ ত্ববা কবি,
লও যুদ্ধ, সাজ বীব, পূবাইব তবে

যুদ্ধের বাসনা তব ক্ষত্রিয়ের মনে।”
অসংখ্য যবন-সৈন্য রণ-বেশধারী
ঘেরিলা অমনি নৃপে, প্রলয় সময়ে
মহা রোষে রুদ্রেশ্বর নাশে জীব যথা,
সেইরূপে ক্ষত্রসিংহ কৃপাণ আহবে
প্রেরিলা শমন পাশে অসংখ্য যবনে।—
কেবল সহায় অসি।—কিন্তু বাদলের
ধারাকারে, অসংখ্য মুশল, শেল, খড়্গ
পড়িতে লাগিল অঙ্গে, দুইকরে হায়।
কত যে রক্ষিবে আর, শোণিত প্রস্রবে
হইল দুর্ব্বল অঙ্গ শিথিল ধমনী,
ছিন্ন কদলীর প্রায় পড়িলা নৃমণি।
নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যথা ক্ষীণ দীপালোক,
প্রকাশে উজ্জ্বল শিখা, সুনীল লোহিত,
ধরিয়া প্রখর কর বাণা প্রভাকর,
কাঁপাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠ নবাব পামরে
বলিতে লাগিলা ক্ষত্রি গর্ব্বিত বচন :—
“রে নিলর্জ্জ বিশ্বাস ঘাতকি, দুরাচার,
যবন কুলের গ্লানি, পাষণ্ড দুর্ম্মতি।
সন্ধি-প্রবঞ্চনা বাক্যে আহ্বানি শিবিরে
বধিলি জীবন মম, এই কিরে বীর—
ধর্ম্ম তোর, কাপুরুষ। এই কি কোরাণে
লিখিছে বীরত্ব নীতি? তোর চেয়ে হায়,
প্রপূজ্যা সহস্র অংশে ক্ষত্রীয় রমণী।—

আহূত অবাতি কুলে তাবাও যে হায়,
হয় নাকো সুখোত্থিত বধিতে পবাণে
তোব ন্যায়, ওরে পাপি, কিম্বা বণ ক্ষেত্রে
নিবস্ত্র পুরুষ বীবে সম্মুখ সমবে।
এসম্বাদ,—এই পাপ পূবিত সম্বাদ,
পাবে যবে সদ্যগ্রাসী ক্ষত্রী-নাবীগণ,
দেখিবি তখন পাপি কি কৌশলে বক্ষা
কবিবি এ পাপ প্রাণ ও পাপ পিঞ্জবে,
বমণীব বণে তোবে দিবে শিক্ষা ভাল।—
খেদায় সিংহিনী যথা শৃগাল কুক্কুবে,
খেদাইবে সৈন্য তোব, পাকা শ্মশ্রুবাশি
একগাছি বহিবেনা আকর্ণ চিবুকে,
অথবা কবিবে ভস্ম মশাল অনলে।”
নিবীহ-নিদ্রিত-ফণী-লাঙ্গুলে আঘাতে,
গর্জ্জে যথা ঘন ঘন বিষাক্ত নযনে,
হেবিযা আঘাতী-পানে, লাঙ্গুল উপবে
কবি ভব বোষভবে,—গর্জ্জিলা নবাব.
মুষ্টি বদ্ধ কবে অসি সুতীক্ষ্ণ ধাবাল।
উঠিল উজ্জ্বল অসি কবি ঝলমল,
নামিযা যখন হায়। প্রভাকব-শিব
চুম্বিল ধবণী-বক্ষ, উষ্ণ বক্ত স্রোতে
প্রক্ষালি নবাব-পদ আর্দ্রিযা মহিবে,
সেই পুণ্য বক্ত স্রোতে ভাসিয়া চলিল
যবন-বাজত্ব-আশা চট্টল হইতে।

"আল্লা আল্লা হু আল্লা আল্লা হু আকবর,"
ধ্বনিল যবন সেনা, সিন্ধুনাদে যথা,
অঘোর বরষাকালে বিঘোর বিপ্লবে।
প্রভাকর-প্রেমময়ী হায় রে যথায়
বসি চিন্তা দূতীসহ ভাবিছে নির্জ্জনে
ভাবী অমঙ্গলবার্ত্তা, অথবা নৃপের
নির্ব্বুদ্ধিতা, অসহায় যবন শিবিরে
অবিধেয় করিবারে একাকী গমন,
পশিল যবন-নাদ সে নিভৃত স্থানে।—
মনোপ্রাণ প্রকম্পনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী
বামা প্রভাকর-রাণী কাঁপিলা সর্ব্বাঙ্গে.
কাঁপে যথা ভূকম্পনে অচলা ধরণী।
এ সময়ে নমিরাজ ইন্দ্রাণী চরণ,
কৃতাঞ্জলি পুটে ওই দুঃখ পূর্ণমুখে,
আবস্থিল ভগ্নদূত-বিগলিত আঁখি—
অর্দ্ধ-অংশ-স্ফুটস্বরে, "বিশ্বাস ঘাতকী
পাপিষ্ঠ যবন-করে রাজেন্দ্র নিধন ?—"
বজ্রাহত জীবী-যথা পড়িয়া ভূতলে,
সেরূপ ধরণী-শায়ী রাজ-বিলাসিনী।
হাহা কারে চেরী বৃন্দ বেড়িয়া রাণীরে
কেহবা ব্যজিছে, কেহ সুবাসিত জল
সগোলাপ-ডালে করি করিল বর্ষণ,
রমণী-অধরে, ভালে, কনক কপোলে,
শোভিল সে জল বিন্দু মুক্তা ফলরূপে।

প্রায় দণ্ড পরে, উষা-সমীরণে যথা
ফুটায় কমলে জলে, গোলাপে উদ্যানে,—
জলার্দ্র সুগন্ধ বায়ু প্রবেশি অন্তরে,
প্রকাশিল মহিষীর নলিন নয়ন।
আরক্তিম গণ্ড-বাহী নয়ন আসারে,
ভাসায়ে কামিনী-বক্ষ, ছিন্ন মনাপ্রায়,
হানি প্রশস্ত ললাটে কনক কঙ্কন,
বলিতে লাগিলা ওই রাজেন্দ্রাণী সতী।—
"হায় নাথ। এই হতভাগিনী কি দোষে
অপরাধী পদে তব, ইহজন্মে কভু
নহি দোষী জ্ঞাত মনে, কিন্তু কি বলিব,
—বলিতে পারেনা যাহা ত্রিদিব রমণী—
অজ্ঞাতে যদিবা কোন আজ্ঞা-উল্লঙ্ঘনে,
অথবা অপ্রিয় ভক্তি-বিহীন ভাষায়,
করে থাকি কর্দ্দমিত এপাপ অন্তর।
তাই কি ক্ষমিতে নাই?—সেই ক্রোধভরে
প্রশ্রয়ীরে ফেলিলে কি ইহ জন্ম তরে,
তব পুণ্য পদাশ্রয় হ'তে ঝঞ্ঝারূপে?—
হা দয়িত। কতবার ধরিপাদুখানি
নিষেধিনু নাযাইতে (জিজ্ঞাসিলা যবে)
ঘৃণিত পামর ওই যবন-শিবিরে,
যোদ্ধার পবিত্র নীতি, সে অমিয় ভাব
জানে কি যবনে?—হায়। মম কর্ম্মদোষে
ছাড়িলে আমায় যদি, ছাড়িলে কি দোষে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই **মনীন্দ্র** তোমার ?—
চিবিতে যবন-মুণ্ড বিশাল দশনে,
কেবা শিখাইবে তাবে তোমার বিহনে ?
স্বপ্নেও জানিনা, নাথ, ছাড়িবে অচিরে।"
বাদলের পরে যথা প্রখর তপন,
মুহূর্ত্ত অন্তরে ভাব পরিবরতিয়া,
ধরিলা সে রুদ্রা ভাব বীর-বিনোদিনী,
উগ্রচণ্ডা রূপে যথা নিশুম্ভ নিধনে।
পড়িলে নিষাদ-ফাঁদে কেশরী দুর্জ্জয়,
হেরি কেশরিণী যথা গর্জ্জে ঘনে ঘন,
কাঁপায়ে ভূধর শ্রেণী, বিদারি অম্বর,
সক্রোধে গর্জ্জিলা বাণী—"রে দুষ্ট যবন
প্রতিশোধ নিব তোর বিশ্বাসঘাতক!
করিব মস্তক চূর্ণ, তরল শোণিতে
পূরাইব এ উদর, দেখাইব পাপি,
কত যে শকতি ধরে ক্ষত্রিয় রমণী।"
এ বলিয়া প্রবেশিলা স্বর্ণ মন্দিরে,—
কনক কোমল অঙ্গ কনক কবচে,
আবরিলা বীরেন্দ্রাণী, উরস্ত্রাণে উচ্চ
পীন পয়োধর, আবরি চিকণ বেণী
হীরক নির্ম্মিত চারু শোভিল কিরীট।
শোভিল দক্ষিণ কর উজলি কৃপাণ,
অন্তকরে সসঙ্গিন, পূরিত বারুদে—
বন্দুক, পিন্ধনে গেরুয়া বাস, আরোহি

ঘোটকী-পৃষ্ঠে চলিলা রূপসী, চলিল
ঘোটকী নাচিয়া যেন সমর-বিহ্বলে।
প্রবেশিলা রাণী যথা যোদ্ধা **ধ্রুবসিংহ**.

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল,
ভাসাইয়া বীর বক্ষ নয়ন-আসারে,
ভাবিছে সসৈন্যে হায় বসি অধোমুখে।—
বলিতে লাগিলা রাণী চেয়ে যোদ্ধাপানে,—
"শুন **ধ্রুবসিংহ** মম অমাত্য প্রধান,
ক্ষত্রিয়-কুলতিলক, যেই ক্ষত্র সিংহ,
নিজ শাসনের বলে, আশৈশব সবে
পালিলা সন্তান স্নেহে।—সেই প্রভাকর,
যবনের কূটবুদ্ধি-বারিদ-ছায়ায়
চির অস্তমিত যদি, হায় কি করিয়া
জীবন-রক্ষক-ঘাতী পাপী যবনের
না লইয়া প্রতিশোধ থাকিব বসিয়া ?—
যেরূপে মরম-ভেদী দুঃখ উচ্ছ্বাসিতে,
আবর্ত্তিছে শোক-পূর্ণ-চিত্ত-পারাবারে,
আছে কোন্ হেন ভীরু এমম শাসনে,
নাযাইবে আততায়ী যবননিধনে ?"
অমনি গর্জ্জিল ক্ষত্রী, বরিষার কালে
গর্জ্জে যথা ঘনদল কিম্বা মহোদধি।—
বারিদ গর্জ্জনে যথা গর্জ্জে পশুরাজ,
নাদিল যবন সেনা, ভেদি সেই ধ্বনি
ছুটিল উভয় সৈন্য তড়িত গমনে—

মিলিল আহাব ঘোবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসি।
প্রলযেব কালে যথা রুদ্রেশ্বব শূলী,
পীনাকে যুডিযা ইষু গবজে সঘনে,
গবজে ললাট বহ্নি পবশি গগন,—
গর্জ্জিল ক্ষত্রিয়, মগ, হাজাবে হাজাব
কেচাহে কাহাব পানে ? যে যাবে পাইল
যবন সেনানীগণে তীক্ষ্ণ তববাবে
অমনি ভূতলশাযী, শস্যবাশী যথা
কৃষকেব কবে হত পীত ক্ষেত্র মাঝে।
অর্দ্ধেক যবন সৈন্য ক্ষত্র-কববালে,
কালের নিলযেগত, এ হেন সমযে
ধাইল মগধ সৈন্য বণে ভঙ্গ দিয়া
ক্ষত্রিযেব পক্ষত্যজি বিদ্রোহিতরূপে।
হায কি করিবে রাণী, মাত্র কয়জন
দুর্ব্বল ক্ষত্রিয় সহ অগণ্য যবনে ?—
পলাইলা রাজেন্দ্রাণী যবনেব করে
বক্ষিতে সম্ভ্রম স্বীয়, ততোধিক হায
বক্ষিতে সতীত্ব বত্ন—বমণী দুর্ল্লভ।
অববোধি বহির্দ্বাব সুদৃঢ কবাটে।
আগমিল বিভাববী।—দিনদেব যেন
স্ববংশ নিধন হেবি, দুঃখিত অন্তবে
বঙ্গ অখাতের নীবে প্রবেশিলা হায,
মলিনিযা বসুধাব সহাস্য বদন।
যে যাব শিবির পানে ফিরিল সকল।

প্রবেশিলা রাজপুরী হায় রাজ-রাণী,
পশে যথা কেশরিণী গভীর গহ্বরে,
ক্ষোভে, রোষে, অপমানে,অক্ষম হইয়া
হনন করিতে যথা কেশরীহন্তকে।—
খসাইলা রণবাস, বীর-আভরণ,
ছাড়ে পূর্ণচন্দ্র যথা সুধাংশু মালায়,
হেরিয়া উদয়াচলে দেব দিবাকরে,—
আবাহিলা ধ্রুবসিংহ প্রধান সচীবে।
যষ্টাঙ্গে প্রণমি মন্ত্রী বসিলা নিকটে,
আরম্ভিলা রাজেন্দ্রাণী অশ্রু পূর্ণ আঁখি—
ছিন্ন-বীণা-তার সম—"শুন মন্ত্রিবর।
জনক জননী সম আমা দোহাকারে,
পূজিয়াছ শ্রদ্ধা-ফুলে।—কিন্তু বাছা এবে
চির-বিদায়-প্রার্থিনী।—কালের কবলে,
আজি সেই ক্ষত্রি সিংহ মম সন্দর্শনে,
রহিয়াছে প্রতীক্ষায় বিরহ নিবাশে!
জান, বাছা, রমণীর একমাত্র ধন
পতির চরণ—যাতে সুখ মোক্ষধাম।
সেই ধন—সে অমূল্য নিধি লভিবারে
কেনা বাঞ্ছে এসংসারে?—হায়রে দুর্ম্মতী
যেই রমণীর হৃদে সতীত্ব আলোক,
পশে নাই টুক মাত্র জ্ঞান-রন্ধ্র পথে,
তার কাছে সংসারের প্রিয় সন্দর্শনে,
•কিছার অমরাবতী?—আমি সুখমতী।

আমার—আমার পক্ষে কিসে রাজ্য ধন,
সকলেই বিষমাখা পুত্র পৌরজন।
বিষম বিরহ-বহ্নি সতী অঙ্গনার,
নিবারিতে কে পারিবে পতিরত্ন বিনে ?"
অতএব নাহি, বাছা, ইচ্ছা এই ভাবে
থাকিবারে একতিল, দেও সাজাইয়া,
প্রবল অনলে **চিতা**, যাই স্বর্গ ধামে,
প্রণমি রাজেন্দ্র-পদ যুড়াই জীবন,
বৃথা আর চিন্তানল না দহুক প্রাণে।—
আরো শুন, প্রিয় পুত্র **মণীন্দ্র** আমার
অর্পিলাম করে তব, ভ্রাতৃস্নেহে, বাছা,
রক্ষিও জীবন তার,—পিতৃ, মাতৃ, হীন—
ছানার পুতলি সেই **মণীন্দ্র** কুমার।"—
সজল নয়নে মন্ত্রী বিদায় হইলা।
সজ্জিয়া অগুরু কাষ্ঠে, সুগন্ধি চন্দনে,
শবগ্রাসী চিতা হায়। ক্ষত্রিয় যুবক,
অবপিষা মধ্যে মধ্যে সুগন্ধ গুগ্‌গুল,
ঢালিল কলস-মুখে ঘৃত রাশি রাশি,—
পশিল অনল যবে, সহ ধূম্র শিখা
উঠিল আকাশ-পথে ঘ্রাণ গুগ্‌গুলের—
ছাইল বসন্তানিলে **মহেশখালী** দ্বীপে।
পতির **পাদুকা** শিরে ধরি রাজেন্দ্রাণী
প্রবেশিলা অগ্নিমাঝে, জননীর কোলে
সোহাগে বালিকা যথা বসে কৌতূহলে।

সবিষাদে সখিগণ ভাসি নেত্র-নীরে,
গাইতে লাগিল সম বামা কণ্ঠ স্বরে ,—
"হায আর্য্যকুল লক্ষ্মী, চঞ্চল কুসুম,
ছাড়িলে অকালে যদি সোণার ভারত!
কেবা শিখাইবে আর নারী-গুণাগুণ,
কে রক্ষিবে তাহাদের সতীত্ব সম্পদ ?--
হায়রে বিরহে ভাবী পোষাপক্ষীগণ,
ধাইছে বিজন বনে করি কলরব ,
ধেনু সহ বৎস ক্ষেত্রে করিছে রোদন,
বঙ্গ অখাতের নীর বিষাদে নীরব।"—
নেহারিয়া জননীর অনলে প্রবেশ,
ভাবিছে মণীন্দ্র হায অনন্তবিষাদে।
ভাষাযে নয়ন-জলে কোমলহৃদয।
প্রবেশিলা তথা মন্ত্রী—বসাইয়া ক্রোড়ে
কেশরী-সুত কিশোরে লাগিলা কহিতে ,—
"পলাও কুমার।—নতু নাহিক শকতি
রক্ষিতে এরাজ্য তব যবনের করে।
এ কম শরীরে, ভ্রাত, নারিবে যুঝিতে,
যুদ্ধ পটু যবনের সেনাগণ সহ।
কোমল কমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে যদি
হেরি এক বিন্দু রক্ত, নিশ্চয জানিবে
নিবাস সেহতে মম—সমাধি ভবন।"
ঘন ঘন রবে যথা গর্জ্জে পশুরাজ,
গর্জ্জিলা কিশোর সিংহ এঁকে মন্ত্রি বর।

জনকের অপমৃত্যু, জননীর হায়
প্রজ্জ্বল চিতায় ঝাঁপ, সহিব কেমনে
সেই প্রতিহিংসা নাহি প্রতিবিধানিয়া ?
প্রভাকর সুত আমি।—প্রভাকর-সুতে
যেরূপ বিনাশে জীবে, সেইরূপে হায়
সংহারিব সেযবন-রাজ-দল-বল।
প্রবেশিব একা **রণে** যা করেন **কালী**,
মরি কিম্বা মারি অরি সম্মুখ সমরে।"
মহা ধনুর্দ্ধরগণ হত যে সমরে,
কি করিবে সেই রণে ষোড়শ বর্ষীয়—
নবীন যুবক ?—হায়রে **সমর ক্ষেত্র**
কিবে ভয়ঙ্কর দৃশ্য।—সপ্লনা নয়নে
হেরে নাই যে কখন ক্রীড়া-মদ-বসে ?—
দুর্গের প্রধান দ্বার ভাঙ্গিয়া গোলায়,
আল্লা আক্‌বরের নাম কোলাহল সহ
অসংখ্য যবন-সেনা রাজ পুরী মাঝে
প্রবেশিল মহোল্লাসে।—মণীন্দ্র কুমার
হেরি অপমানে, ক্ষোভে, স্বীয় কলেবরে
পরি ভস্ম-অলঙ্কার উদাসীন্‌ বেশে,
লইয়া কৃপাণ করে বলিতে লাগিলা,—
"যদি পিতৃ রাজ্য কভু পারি উদ্ধারিতে,
ফিরিব সংসারে পুনঃ, নতু এই হতে
অমিয় সংসার-সুখ চির জলাঞ্জলি।
দীর্ঘ জটাজুট ভার বহিবে মস্তক,

ফিরিব জঙ্গলে, বনে, দুঃখের জীবন
অগম্য গহ্বরে কোন হইবে নিঃশেষ।" —
সজ্জিত ঘোটক পৃষ্ঠে অমনি চড়িলা,
চলিল পবন-বেগে অশ্বমনোরম,
কেহ না জানিল কোথা রহিল কুমার,
অন্বেষিল তুর্কী সৈন্য সমস্ত ভবন।

চতুর্থ সর্গ।

—:•:—

পত্রপাঠ।

—:•:—

বলি তোমা ওহে স্মৃতি। বিনয় বচনে,
কহ কৃপাদানে দাসে, কেন তুমি হায়,
গত সুখ দুঃখ বাশি সৃজিযা মানসে,
জ্বালাও আমাব মত হত ভাগ্য জনে?—
শৈশবে মাযেব কোলে—অমব দুর্লভ।
কৈশবে ভ্রাতৃত্ব স্নেহে, যৌবন পবশে
নব প্রণযিনী-প্রেম!—হাযবে এখন,
কালেব কবল ভেদি পশিতে তথায,
ঝবে অবিবাম অশ্রু প্রত্যেক নিশ্বাসে।
কিসুখ তোমাব তাতে? মানবেব সুখে
বিঁধে কি কণ্টক তব নযন যুগলে?
তোমাব দংশনে আজি মণীন্দ্র কুমাব।—
ছাডিয়া সংসাবাশ্রম, পশিযাছে যেই
বিবেকী সন্ন্যাস ধর্ম্মে, স্বর্ণ কান্তি দেহ
ভস্মে আববিত সদা, বাজ-পরিচ্ছদ
তিলেক আদবে নাহি পবশিছে তাঁবে,
পবিধান বাঘছাল, কণ্ঠদেশ যাঁব
শোভিত হীবক-হাবে, রুদ্রাক্ষেব মালা

বিশাল উরস চুম্বি রয়েছে ঝুলিত।—
বসিও বিজন বনে, বন-ঝাউতলে,
হেলাইত পৃষ্ঠ দেশ সুদৃঢ় উপলে,
ঝরিছে নয়ন দুটী অজস্র ধারায়
বাহিয়া কোমল গণ্ড, ভিজাইয়া বক্ষ,
পরিছে অবনী যেন ফোয়ারা যুগল।
অনন্ত চিন্তার তাপে ওষ্ঠ কণ্ঠ প্রাণ
শুকিয়াছে, অগ্নি সম বহিছে নিশ্বাস।
অবিরত "কি করিব" হৃদয়-সেতারে
বাজিতেছে পঞ্চতারে দিবস যামিনী।
কত যে সুচারু দৃশ্য প্রকৃতি কামিনী,
রাখিয়াছে সাজাইয়া সম্মুখে তাঁহার,
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাতে।—মোহিয়া কানন
কত যে কোকিল কণ্ঠ, দৈয়ালের তান
বাজিছে, কিন্তু না পশে শ্রবণে তাঁহার।
হায় মরি হেন স্থান নাহি এ চট্টলে।
চট্টল সৌন্দর্য্য রাশি আনি তিল তিল,
পূরিয়া রাখিছে হেথা প্রকৃতি কামিনী।—
দক্ষিণে অনন্ত সিন্ধু বঙ্গোপসাগর,
পূজিছে বৃটিশ-পদ পঞ্চঊর্ম্মি-করে
উড়াইয়া ফেন পুঞ্জ মলয় মারুতে,
প্রকৃতি বিলাস স্থান অনন্ত কানন,—
শৈলপর শৈল শৃঙ্গ শোভিছে পূরবে,
শোভিছে কানন-শ্রেণী অগণিত রঙে,

সবুজ, সুবর্ণ, নীল পাতিয়া গালিচা,
আপনি প্রকৃতি যেন আসীনা তথায়।
সমভূমিতলদেশে উদ্ভবে তাহার,
নির্ম্মাইয়া পর্ণ গৃহ কৃষক দম্পতী
কি সুখে করিছে বাস।—ভূত ভবিষ্যৎ
বিদ্যার আলোক নাহি পশিছে তাদের
মানস-মন্দিরে ভ্রমে—সতত স্বাধীন।
পাশ্চিমা সভ্যতা আসি দংশেনিতাদের
সবল কোমল প্রাণ, প্রাণপতি সনে
ক্ষত্র রাজ্য থাকে ওই সিমন্তিনীগণ,
নাহিক মুহূর্ত্ত তরে বিচ্ছেদ তাদের,
এক সঙ্গে পান, ক্রীড়া, একত্রে ভোজন,
এক সঙ্গে স্নান সবে। নিদ্রার মোহনে
ছাড়ে পাছে এক অন্যে, এই ভয়ে মরি
ভুজপাশে জড়াইয়া রাখি বক্ষোপরে।
প্রণয়িণী, নিদ্রা যায় কৃষকনিচয়,
ইচ্ছা হয় এ মুহূর্ত্তে ছাড়িয়া লেখনী,
বিনিময় করি ওই কৃষক জীবন।
পশ্চিমে বহিছে শান্ত-অবিশ্রান্ত গতি,
চুম্বিগিরি পাদ দেশ, অনন্ত সাগরে,
সাজাইয়া দুইতীরে পীত ক্ষেত্র সারি,
চলেছে মন্থরে মরি মৃদুলে মৃদুলে।
ঈষৎ আন্দোলি বক্ষ মৃদুল পবনে।

চলে যথা প্রেম পূর্ণ যুবতী কামিনী,
পূজিতে **প্রণয়ী-পদ** প্রেম উপহারে।
মধ্যাহ্ণ রবির করে সে নীল সলিলে,
গিরিজা ষোড়শী কত ভাসিছে সোহাগে
করে ধবাধবি করি, পূর্ণ বিকশিত—
অনাবৃত বক্ষস্থল দেখায় দর্শকে,
কি যে ধন আছে তথা, আবরিযা ওই
ত্রিদিব ললাম মাখা সুকর-কবাটে।—
প্রমোদ তরণী যথা প্রণয় হিল্লোলে
তরঙ্গের বক্ষে কভু, কভু নিম্ন দেশে।
কেহবা দিতেছে ডুব, পুষ্পগুচ্ছ সহ
ভাসিছে চিক্কণ বেণী সলিল উপরে,
কালীদহে যথা হায়। সৃষ্টি বিনাশিতে,
ভাসিতেছে বিষধরী কালীয় নাগিনী।—
নিমজ্জিত জলে কারো কনক শরীর,
কেবল বদন পদ্ম মৃণাল গ্রীবায়
ভাসিত লহরে মৃদু নাচিযা নাচিযা।—
অর্দ্ধচক্রাকারে সাজি শিলী মুখ-রূপী
কৃষ্ণরেখান্বিত শুভ্র নেত্র রোমাবলী।
খেলা অবসানে কেহ উঠিছে পুলিনে,
অযতনে পৃষ্ঠ বাহী দীর্ঘ কেশ রাশি.
চুম্বিছে চরণ গুল্ ফ সহস্র জিহ্বায়,
সসলিলা পট্টবাস জড়িত শরীরে,
(বোধ হয় যেন সেই কম কোমলাঙ্গ,

ছাড়িতে না চাহে বাস বিরহের ভয়ে।)
সে চারু বসন ভেদি রূপের সাগরে,
দেখায় যৌবন-শোভা,—অপূর্ব্ব সৃজন।
ভূতলে **নন্দন বন** এ বন্য পাহাড়ে।—
পতিপ্রাণা **রাম** সহ জনক নন্দিনী,
আসিয়া করিলা বাস বনবাস কালে,
সে হইতে এ পর্ব্বত **"সীতা শৈল"** খ্যাত।
এস সখি হে কল্পনে, মানস রঞ্জিনি
তব অনুগামী আমি, তোমার প্রসাদে
চট্টলে সমগ্র স্থান করিয়া ভ্রমণ,
হেরিয়াছি প্রকৃতির বিলাস মন্দির।—
কিন্তু এ প্রবাসে আজি নিশি দ্বিপ্রহরে,
সপ্তদশ বর্ষীয়সী বিরহ বিধুরা,
নীলোৎপল নেত্রনীরে আর্দ্র গণ্ডস্থলী,
চুম্বিলা লইয়া বক্ষে, সেই প্রণয়িণী,
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে অনন্ত স্বপনে।
চকিতে উঠিনু জাগি অমনি শয়নে,—
ভাসিল সে প্রতিমূর্ত্তি হৃদয় দর্পণে।
পুনঃ উচ্ছ্বাসিল হৃদে সেই পূর্ব্ব ভাব,
ঘুরিল মস্তক, দিক্ হেরিনু ধূমিত।
তাই বলি প্রিয় সখি, নাহি আর সাধ
হে কল্পনে, এ বিজনে থাকিতে তিলেক,
জ্বালিয়া অন্তর এই বিরহ-হুতাশে।—
চল আজি নিরখিতে পার্ব্বত্যপ্রদেশ,

বান্দর্বন-মহিধর নৃপ-নিকেতনে
একাকিনী শোকাকুলা হেমকমলিনী
হেমপ্রভা, মহিধর দুহিতা যথায়।
রে কাল। তোমোর মত এ হেন নির্ম্মম
আছে কি সংসারে আর, সর্ব্বগর্ব্ব হর ?
আজি যেই রণজয়ী, কৃপাণে যাহার
অরাতির উষ্ণ রক্ত পানিল হরষে।
কল্য সে ভূতলশায়ী ; বরবপু, যেই
খচিত সুবর্ণবাসে রাখিত আবরি,
যুবতীর অগ্রগণ্যা, হেরি যার পানে
ধাতার প্রথম সৃষ্টি উদিত মরমে,
আজি সেই রূপসীর কঙ্কাল শরীর
হেরি শত খণ্ড ছিন্ন বস্ত্রে আবরিত,—
পূর্ব্ব অলঙ্কার-চিহ্ন কনক শরীরে,
লতিকা বিচ্ছেদ চিহ্ন যথা বৃক্ষ ভালে।
ভ্রমিতেছে সদাগতি যে চক্রে তোমার,
কার হেন সাধ্য ভবে, এক তিল মাত্র
বসতি করিতে সেই চক্র নেমি মাঝে ?
কিন্তু এই ভবপাটে সুকৃতি যাহার,
অমর অক্ষরে মরি রয়েছে খোদিত,—
সে নাম সে বক্ষ হতে, নহে সাধ্য তব
বিলুপ্ত করিতে ওই কঙ্করিত করে।
বাগানের যেই ফুল—প্রিয় সন্দর্শন।
তথাও প্রবেশে কীট, কলি না ফুটিতে

কবে খণ্ড খণ্ড কর পাপড়ী নূতন !
নির্জ্জন কান্তারে যথা—কাননবিহারী
করে সুখে কালক্ষয়, প্রবেশি শিকারী
বধে পশু পক্ষী তথা, সেইরূপ তুমি
হরহ নরের সুখ প্রিয়জন হানি।
ওরে রে নির্ম্মম কাল!——
তোমার শিকারে আজি দীনা **হেমপ্রভ**
অবলা, সরলা, কুটচক্রে সংসারের
(হয় নাই সুকঠিন অন্তর যাহার)
ত্রিবঙ্কিম ভাবে অঙ্গ ঢালিয়া পর্ব্বতে,—
যথা হতে **শঙ্খ**নদী গিয়াছে দক্ষিণে,
তথাস্থিত **বান্দর্বন** সুরম্য নগরী
'**জোমরাজ্য**' খ্যাত ধরা, সেই নদী তটে
গঠিত বিচিত্র সাজে একটী দেউল,
'**বাদল মহল**' নামে, নিদাঘ সন্ধ্যায়
যথা আসি মহীধর প্রণয়িণী সহ
লভিতা বিরাম-সুখ, আজি রে তথায়
হৈমবতী ক্ষুণ্ণমতী, কি ভাবে না জানি,
কোমল পর্য্যঙ্ক শয্যা ঠেলিয়া চরণে,
ইষ্টক আসনে পড়ি অচল অটল,—
ঝরে টপ টপ অশ্রু মৃগাক্ষি যুগলে।
নিদাঘ সন্ধ্যার শেষে নীরজ পবন
আমোদিয়া দশ দিক, কহি কাণে কাণে
প্রেমিকে প্রণয়-গীত, প্রবেশি অন্তরে ,

সৌধমাঝে, হেমপ্রভা-চরণ দু-খানি
ধরিষা সাধিল কত,—ক্রমে পশি বক্ষে,
সুচারু চিকণ বাস সরাইয়া সুখে
খেলিল,—নিকুঞ্জে যথা মধুমাস কালে।
সুধা-স্নাত বিম্বাধর চুম্বিল হরষে।
তবু সে অজ্ঞানবালা।—পার্শ্বে সহচরী
বরষিছে সুশীতল গোলাপ-সলিল।
হায রে বিগতপ্রায় অর্দ্ধ নিশীথিনী।—
নিদ্রার কোমল অঙ্কে—পৃথিবী শায়িতা
হেমপ্রভা অকস্মাৎ কি যেন স্বপনে
হেরিলা মানস-পটে।—নিদ্রা-উন্মাদিনী
বলিতে লাগিলা সতী সজীব জিহ্বায়।—
"হায নাথ। এ অধিনী, এ সংসারে যার,
কোথাও নাহিক স্থান তিল দাঁড়াইতে.
পিতৃ, মাতৃহীনা বালা আজন্ম দুঃখিনী।
চারিটী বৎসরাবধি যেই পদাশ্রয
লভিতে বাসনা চিতে, দূর মরুভূমে
হায রে পিপাসু যথা সরোবর তরে।
কোন অপরাধে, নাথ। ছাড়িলে দাসীরে?
সাজি উদাসীন-বেশে ভ্রমিছ কাননে,
পূরাইতে আশা যাঁর হৃদয়-রতন
মুহূর্ত্তে ভুলিতে পারি, কিছার ও সেনা
নাদিব তাঁহার তরে—বৈর নির্যাতনে,
পাপিষ্ঠ যবন-হাতে **চট্টল** রক্ষণে?"

বিষাদে গাইয়া গীত বাঁশরীব প্রায়,
থামিল বমণী-কণ্ঠ—নিদ্রায় বিহ্বল।
তিল তিল করি ক্রমে কাল নিশীথিনী,
হল অন্তর্হিত যরি করি অবরুদ্ধ
পর্ব্বতগুহায় স্বীয় কালীম ববণ।
নিস্তব্ধ-কানন-কণ্ঠ মধুব পঞ্চমে
বহিল উল্লাসে দেখি নব-ভানুছটা।—
সে মধুব সুনিনাদে ভাঙ্গিল বিভোব
হেমপ্রভা-জীবনেব—মেলিলা নয়ন।
প্রভাতী অনিল কিম্বা নবীন ভানুব
সস্নেহ চুম্বনে যথা ফুটিল কমল।
অবলম্বি সখী-বক্ষ সুবক্ষিম বক্ষে,
বাখিযা দক্ষিণ গ্রীবা সখী-অঙ্গোপবে,
ঝবিত নযনে (হায শোকবাশি যেন
ফাটিযা অন্তব আত্মা ঝবিছে নযনে।)
আবম্ভিল, **হেমপ্রভা** সখী সম্বোধিযা।—
শুন সখি, লোকে বলে সংসার সুখেব।
কিন্তু এ জীবনে তব পাইযাছ কভু
প্রকৃত সংসাব-সুখ ?—হেন জন আছে,
মবত ভবনে যিনি অহবহ সুখ
লভিযা গিযাছে চলি অমর ভুবনে ?
তামসী হইলে শেষ দিবস যেমন,
সেইরূপ সুখ দুঃখ মানব-অদৃষ্টে
ঘুবিতেছে নিরন্তর, কিন্তু এ অদৃষ্টে

জননী জঠব হতে ভূতলে নামিয়া,
হেবি নাই এক দিন সুখেব বদন।
নাহি জানি কি যে পাপে বিধাতাব কাছে
চিবপাপী এ অধিনী।—ফাটিছে হৃদয
স্মবিতে আমাব এই জীবন যাপন।
তবু শুন জীবনেব সুখ ইতিহাস।—
বহু দিন হতে যাহা শুনিতে নিযত
সাধিছ আমায তুমি, পূবাইব তব
আজি সেই সাধ, সখি। আজি জীবনেব
এক দিন, হেন দিন পাইব না আব।
ওই যে পার্ব্বত্যদেশ শোভিছে পূববে.
পশ্চিমে দক্ষিণে অর্দ্ধব্যাপি কলেবব,
(যাহা এবে পবিণত বিশাল কাননে,)
তথাকাব অধিপতি জনক আমাব,
ছিলেন চট্টলনাথ, খ্যাত মহীতলে
মহীধর, যশোগুণে; পার্ব্বত্য অঞ্চলে.
ছিলেন যতেক নৃপ কবদ পিতাব।
আছিলা পিতৃব্য মম **মহেন্দ্র কুমার**,
বড ভাল বাসিতেন জনক তাঁহাষ,
শিশুকাল হতে তিনি বাল্যক্রীডা বসে,
না কবিলা জ্ঞানচর্চ্চা,—বিদ্যা উপার্জ্জন,
যৌবনের পদার্পণে যৌবন উন্মত্তে,
যৌবনেব চিররুচি দুষ্প্রবৃত্তি চয,
অঙ্কুর হইযা ক্রমে শাখা প্রশাখায

বাড়িতে লাগিল তাঁর হৃদয়-কন্দরে,
জনমে কণ্টকী যথা অকর্ষিত ভূমে।
দুষ্প্রবৃত্তি-পরায়ণ-যুবকমণ্ডলী,
হইল বয়স্য তাঁর।—হায় রে কপাল।
ছাড়ি পতিব্রতা সতী জনম সঙ্গিনী,
ডুবিল মানস তাঁর বরাঙ্গনা-হ্রদে,
ঢালিতে লাগিল অর্থ অনর্থের তরে।
শুনিয়া জনক তাই পরম্পর মুখে.
আহ্বানি নিকটে তাঁরে মধুর সম্ভাষে
দিলা উপদেশ বহু, কে শুনে তাহায়,
কজন শুনিয়া থাকে হিত উপদেশ ?
পাপ, পুণ্য জ্ঞানে সবে, কা।জর বেলায়
কে কবে ভাবিয়া সেই ? তা হইলে হায়,
এত তাপ, এত পাপ, এত রক্ত-স্রোত
হত না বহিতে শীর্ণা সোনার ভারত।
এইরূপে গেল দিন, চলিল বৎসর,
গোপনে পিতৃব্য মম ষড়যন্ত্র করি,
লোভে বশীভূত করি সেনানী-নিচয়,
শরীররক্ষক সহ, মিলি সূপকারে,
সুখাদ্য পানীয় মাঝে বিষ মিশাইয়া
বধিলা জনকে মম।"—'রে লোভ তোমায়
করি শত নমস্কার,তব সম্মোহনে
যে জন মোহিত হয়, তার তরে হায়
আপনি সৃজিলা বিধি **"কুম্ভীপাক"** বিধি।

হৃদয়ের রক্তটুকো দিয়া অকাতরে,
বক্ষিত জীবন যার আনুজ্য-বাৎসলে,—
এ হেন পিতৃব্য সেই প্রতি উপকার
শোধিলা জনকে মম, উষ্ণ রক্তস্রোতে
বিনদানে প্রেরি পিতা শমন সদনে। *
গম্ভীর নিশীথ যামে রোদন-নিনাদ
উঠিল অম্বর-পথে, সে রোদন সহ
প্রবেশিল '**মহীধর নৃপতি নিধন**'।
চট্টলের প্রতি গৃহে, বহিল উজান
সাগরের ক্রোড় হ'তে **শঙ্খ** স্রোতস্বতী,
পুত্রের নিধনে যথা জননী দুঃখিনী,
আসে পিতৃ গৃহ ত্যজি উন্মাদিনীবেশে।
কাঁদিল জঙ্গলে পশু, বৃক্ষ উচ্চ চূড়ে
কাঁদিল বৃক্ষে বসি বিহঙ্গনিচয়।
মম পিতৃপুরুষের সমাধি ভবন,
প্রসিদ্ধ চট্টলমাঝে খ্যাত '**গোরস্থান**' *
তথায় জনক মম চতুরঙ্গ দলে
হইলা আনিত, কত যে করিল খেদ
প্রজাবর্গে, যেন স্বীয় জনক নিধনে।
বৈধব্য-যাতনা-ভার জননী আমার
নামাইলা সেইক্ষণে, সানন্দ চিতায়
প্রবেশিয়া, লভিলেন জনকের সহ

* পল্লির নাম।

সুখের কৈবল্য ধাম, শোক তাপ যথা
পশে নাই কোন কালে কোন মন্বন্তরে।
এ দুঃখিনী পানে মাতা ফিরি নাচাহিলা,—
চলি গেলা স্বামী-পদ সেবিতে সে সতী।
অপূর্ব্ব দেউল তথা হইল নির্ম্মাণ,
অসভ্য পর্ব্বতবাসী স্থাপিল তথায়
জনক, জননী-মূর্ত্তি সৃজি ভক্তিভাবে,
মহাবিষু দিন হ'তে অষ্টাহ ব্যাপিয়া
হয় লোকারণ্য তথা, পর্ব্বতনিবাসী
বালক, যুবক, বৃদ্ধ, যুবতী, প্রবীণা,
নিরখিতে আসে সেই **প্রতিমা** যুগল।
পাহাড়ী-অন্তরে, সখি এই সংস্কার
অমর অক্ষরে যেন রয়েছে খোদিত,—
'বৎসরান্তে এ প্রতিমা নাহি নিরখিলে,
হবে না বিমুক্ত সেই বৎসরের পাপে'।
জননীর সঙ্গে যেই আসি **'গোর স্থান'**
আর না ফিরিনু গৃহে, পুন এই আঁখি
না হেরিল **জন্ম স্থান** সংসার দুর্ল্লভ।
শৈশব কালের স্মৃতি নাহি অভাগীর,
না জানি কি চক্রে, সখি, না আসে স্মরণে,
পড়িলাম **'মহেশখালী'** ক্ষুদ্র উপদ্বীপে,
জনকের প্রিয় বন্ধু **প্রভাকর সিংহ**
তথাকার অধিপতি, রাখিলা আমায়

যতনিয়া মহারাজ-দুহিতা সমান ,
অষ্টম বৎসরে, সখি, আমি সে সময়
অষ্টমীর চন্দ্র যথা অর্দ্ধ নিশীথিনী
হাসায়ে বিমল করে, তামসী-গহ্বরে
ডুবায় রজনী শেষ, সেইরূপ মম
জনক, জননী-মূর্ত্তি—বৈশ্বানর-ঝাঁপ।
জাগিয়া সতত চিতে করিত জর্জ্জর,
কোমল বালিকা প্রাণ অবোধ সরল,
কাঁদিতাম বসি নিত্য বিজন কোণায়।
কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা হইল অন্তর,
ভুলিলাম পিতা, মাতা, বালিকা বয়সে
অর্পিলাম যুবরাজে অর্দ্ধস্ফুট মন।—
যাইতাম এক সঙ্গে পাঠ অধ্যয়নে,
আসিতাম সঙ্গে পুনঃ সায়াহ্ন সময়ে,
দক্ষিণ অনিলে, সখি ,শরীর জুড়ানে
ভ্রমিতাম বনে বনে তটিনী-সৈকতে।
অস্তাচল-চূড়ে বসি যবে দিন দেব,
মাগিতা বিদায় প্রিয়া কমলিনী-কাছে,—
কাঁদিত নলিনী-দল , সে বিষাদে সখি।
ঝরিত নয়ন মম, অশ্রু পূর্ণ নেত্রে,
বিষাদ প্রকৃতি মূর্ত্তি বঙ্গ অখাতের
হেরিতাম নীল জলে ! সদত বসন্ত
বিরাজিত '**মহেশখালী**', বসন্ত অনিলে
কত যে ফুটিত ফুল,—গন্ধে আমোদিয়া

মোহিত করিত প্রাণ, ভ্রমিযা বিজনে
তুলিতাম ফুল, সখি। গাঁথিতাম মালা,
সাজা'তাম পরস্পরে, কত যে কি সুখ
উদিত অন্তরে, আর কল্পনা নযনে
হেরিতাম বর্ত্তমানে দূর ভবিষ্যত।
প্রভাতে উঠিযা পুনঃ বসি তাঁর সনে,
শুনিতাম সুললিত কবিতা সুন্দর।
গাইতাম কভু তাঁর কণ্ঠে মিশাইযা
মধুর সঙ্গীত-বাশি বেহালার রূপে।
যে দিন নযনে সখি হেরি যুবরাজ,
সেই দিন হ'তে হায চারিটী বৎসর,
এ হেন মুহূর্ত্ত নাহি ছিল অভাগীরে,
তেযাগিযা সুখে দুঃখে থাকিত কোথাও,—
বিষাদ-বাদলে সেই বদন চন্দ্রমা,
আবরিতে হেরি নাই ও চারি বৎসরে।
জনক জননী স্নেহ যেই অভাগিনী
লভে নাই লভি জন্ম, ভ্রমর ভুবনে
কেমনে এ ভালবাসা মহা শৈল সম,
ঠেলিবে চরণে, সখি ?—যুবরাজ-পদে
অর্পিলাম কায়ো প্রাণ ধর্ম্ম সাক্ষি করি।
তার পর শুন সখি বিধি-বিড়ম্বন।—
লীলাময এ সংসারে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কত ভাব ধরে মহী কালচক্রে ঘুরি।
পিতৃ তুল্য যেই জ্যেষ্ঠ সহোদরে বধি

লভিলা সাম্রাজ্য হায়, বিধির বিধান—
রবি-সুত-কোপ-দৃষ্টি **মহামারী**-রূপী,
সপ্তাহ ভিতরে পড়ি পিতৃব্য রাজত্ব
করিল মানব শূন্য, পশু, পক্ষী আদি
না রহিল এক প্রাণী, কালের কবল
হ'ল পরিপূর্ণ শবে।—পিতৃ মন্ত্রীবর
পিতৃব্যের বিতাড়িত, সেই রাজস্থানে
আসিয়া করিলা পুনঃ রাজত্বস্থাপন,
কিন্তু অভাগিণী-তত্ত্ব জানিতেন তিনি।
লইয়া আমায় তিনি শূন্য সিংহাসনে
সুখ-অভিষেক-তরে, আমূল বৃত্তান্ত
জানাইলে মহারাজে, পরম হরিষে
অর্পিলা আমায় নৃপ বৃদ্ধ মন্ত্রী করে।
সে সংবাদে হায়, সখি, কত যে কি ভাব
উদিল অন্তরে, তাহা বিনা অন্তর্য্যামী
জানিতে শকতি কার? মস্তিষ্ক হইতে
কি যেন বাহিরি গেল, চোখে, কাণে আর
কিছুই না দেখিলাম, শুনিনু, অজ্ঞানে
পড়িনু ধরণীতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া।
কেন রে চেতনা হায় এই দুঃখিনীরে
জাগাইলে সে সময় সুখ-স্বপ্ন-ভ্রমে?
থাকিতাম যদি পড়ি অচেতনা-ক্রোড়ে,
সহিতে হ'ত না আর দুঃসহ যাতনা।
ফাটিত না আজি বক্ষ, ঝরিত না অশ্রু

বাহিয়া কপোল, বক্ষ, আর্দ্রিতে অবনী।—
(বিধিব বিধান, সখি, দেখ কিমাশ্চর্য্য।
অতুল ঐশ্বর্য্য যাঁর কুবেব সদৃশ,
আপত্য নাহিক তাব, পথেব ভিখাবী
দিন-ভিক্ষা তনুবক্ষা—পঞ্চ পুত্রবান্।
নিবাশ প্রণয় কিম্বা সংসাবেব দুঃখ
ভোগেনি জীবনে যেই, বিশাল যৌবনে
যায চলি কালধামে। কিন্তু ওই বোগী
বোগ যন্ত্রণায যেবা নিয়ত অস্থিব,—
দিবস যামিনী যাব নাহি জ্ঞানাজ্ঞান,
নাহি আসে তাব কাছে শত আবাধনে,
সর্ব্বভুক্ কাল তাবে মনে বাসি ঘৃণা।)—
কতক্ষণ পবে, সখি, দিবা কি বজনী
নাহি মনে, কিবা যেন সুবভি আঘ্রাণে,
প্রভাত মলয গন্ধে কুসুম কোবক
ফোটে যথা ফুল ডালে, ফুটিল আমাব
যুগল, নয়ন সখি।—আঁখি প্রকটনে
কি যে দেখিলাম।—আব কি দেখিব তাঁবে?
সেই রাজকুমাবেব বিশাল উবসে
কি আব বাখিব বক্ষ? সেই সিংহগ্রীব
জড়াইযা বাহুযুগে সুদৃঢ় বন্ধনে,
কি আর ভ্রমিব, সখি, পর্ব্বত কন্দবে,—
তটিনীব তটদেশে, মারুত হিল্লোলে,
আজানুলম্বিত বাহু বাখি অংশোপবে?

যেই দেখিলাম সখি।—বসি যুবরাজ,
তুলিয়া আমায় অঙ্কে, সুগন্ধ সলিল
বর্ষিছে মস্তকে বক্ষে।—যুগল নয়ন
হাসিল অমনি মরি চক্ষু উন্মীলিতে
নেহারিয়া ওই আঁখি, হারাইয়া মম
বিষাদ-ক্লান্তিত মুখ, চুম্বিলা অমনি
অশ্রুসিক্ত নেত্র সখি, নীহারাশ্রুসিক্ত
কমলিনী চুম্বে যথা মলয় মারুত।
সে সময়ে—সেই সুখ নূতন আদরে
যে সুখ জন্মিল মনে, হেন অনুমানি
নাহি সুখ কাম্যবনে—সুখের ভাণ্ডারে।
চিবুকে চুম্বন সখি ফুটিল আবার।
আরম্ভিলা যুবরাজ,—সে শব্দ, সে কণ্ঠ,
এখনো বাজিছে কাণে দূর-বীণা মত।
ঊষা-সমীরণে যথা কমল হইতে
অজস্র শিশির ঝরে, ঝরিতে লাগিল
যুগল নয়নে তাঁর অশ্রুবিন্দু চয়।
ছাড়িলা একটী শ্বাস।—সেই শ্বাসে যেন
হৃদয়ের রক্তরাশি শুষিয়া অমনি
পশিল রক্তাধারে, বলিলা আমায়,—
'যাও সখি পিতৃরাজ্যে—পূরব চট্টলে।
হও একা অধিশ্বরী, যৌবন পরশে
হউক মানসোন্নত, উৎকৃষ্ট বাসনা।
কিন্তু এই ভিক্ষা মম,—এই হতভাগ্য

নহি বিতাড়িত যেন, "শৈশবের সঙ্গী'
এই যেন থাকে মনে, কি আর কহিব ?
জান তুমি মন মম সহজ সরল।
সরলে, এ 'কটি কথা কহিনু তোমায়।—
সমস্ত সংসার সুখ একাংশে আমার,
অন্য অংশে তব এই পূর্ণেন্দুবদন।
যে অবধি তব সনে প্রেমসন্দর্শন
হইয়াছে আদরিণি, জীবন-বহিত্র
ভাসায়েছি সে অবধি রূপের সাগরে,—
যৌবন-অতলতলে চিরদিন তরে।'
ফাটিল হৃদয় সখি সেই কথা শুনি,
অশনি-সম্পাতে যথা ফাটে শিখরিণী
অজস্র সলিল আসে গহ্বর হইতে,
কাঁদিলাম কত অহো পড়িয়া অমনি
নাথের চরণতলে, চাহি দীনা নেত্রে ,—
'নাহি চাহি **পিতৃ রাজ্য** কি করিবে ধনে ?
মনে নাই পিতৃ কথা, বৃদ্ধ নরপতি
সেবিতাম পিতৃ জ্ঞানে, তনয়া সমান
পালিতা আমায় স্নেহে জননী তোমার।
না জানি কি দোষে দাসী তব ও চরণে,
তাই আজি "পিতৃ রাজ্য" কপট বচনে,
তব পদাশ্রয় হতে উছটিছ দূরে।
যে সুখ পাইব নাথ, তব মুখ হেরি,
ত্রিদিবে কি আছে কোন দিতে হেন সুখ ?'—

আবার পড়িলে সখি নাথের চরণে,
লইয়া আমায় নাথ বাহু-প্রসারিয়া,
যতনে কপোলে গণ্ড করিয়া স্থাপন,
বলিলা আমায় পুনঃ 'যাও পিতৃরাজ্যে,—
প্রতি পক্ষান্তরে এই মিলিবে সেবক।'
কিন্তু সেই বাক্য হল বাক্যে পরিণত।
কি যে মধুময় প্রেম, সখি, এ সংসারে,
রত্নাকরে না সম্ভবে এ হেন রতন।
সেই জন হতভাগ্য, যেই জন হায়
পশে নাই সংসারের প্রণয়মন্দিরে।
লভিয়া মানব জন্ম কি ফল সংসারে,
বাঁদে নাই যেই জন অপরের তরে?
সংসার বৃক্ষের সেই **হতভাগ্য** ফল।
নাই কিন্তু এ সংসারে প্রকৃত-প্রণয়,
তাই নর নর,—বিশুদ্ধ প্রণয়তরে
স্বরগে বসতি করে অমর অমর।
এ চারি বৎসর সখি। প্রতি নিশিযোগে,
সাধিয়াছি কত মত নিদ্রাদেবী-পদে,
হেরিতে সে প্রেমমূর্ত্তি নিশীথ-স্বপনে,
কিন্তু কর্ম্মদোষে হায় এক নিশীথিনী,
হেরি নাই প্রেমধনে প্রণয়-মন্দিরে।
ঊষা সহ উঠি নিত্য তুলিয়া কুসুম,
প্রক্ষালিয়া অশ্রুজলে, **চট্টেশ্বরী**-পদ
পূজিনু অযন অষ্ট, তথাপি মায়ের

হইল না কৃপাদৃষ্টি অভাগিনী প্রতি।"
ফিরাইয়া কম্বুগ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিমে,
হেরি **চট্টেশ্বরী** পানে, আরম্ভিলা বামা,—
"যেই নৃপমণি, মাতঃ, স্থাপিলা তোমায়,
(অজানিত নহে তব) অপমৃত্যু তাঁর,
আছি মাত্র বংশে আমি একা অভাগিনী,
জীর্ণা শীর্ণা কলেবরে, হৃদয়-শোণিত
শুষিতেছে দিন দিন, এই ভিক্ষা মাগি,
বিষম বিরহানলে উদ্ধারি দাসীরে
পাঠাও শমনাগারে, পাসরি এ জ্বালা।"
আবার কহিলা সতী সখি সম্বোধিয়া,—
"সপ্তাহ অতীত, সখি, এ চারি বৎসরে,
পাইয়াছি পত্র এক, হৃদয়-বঞ্জন
তুষিতে দাসীর মন লিখিলা গোপনে।
লিপিতে এ লিখা তাঁর"—"ক্ষমিও অধমে,
রক্ষিতে অক্ষম নিজ প্রতিজ্ঞা বচন।
আমার বৃত্তান্ত, সখি, শুনিলে শ্রবণে,
যেই দোষে দোষী আমি, অন্তরে তোমার
লইবে না; অনুমানি, এক বিন্দু তার।
যেই দিন গেলা প্রিয়ে আঁধারি ভবন,
যায় মহামায়া যথা দশমী দিবসে,
আঁধারি ভকতবৃন্দ-হৃদয়-আকাশ,
সেই দিন হ'তে মম অদৃষ্ট-তপন,
যবন-মেঘের তলে আছে লুকায়িত।

তাই প্রিয়তমে এই প্রতিজ্ঞা আমার ,—
"উদ্ধারিতে যদি কভু পারি পিতৃরাজ্য,
ফিরিব সংসারে পুনঃ, দেখিবে আবার,
নতুবা **সন্ন্যাসে** এই যাইবে জীবন।"
"আছে বহু সৈন্য তব, স্বদেশের তরে,
স্বজাতির প্রতিহিংসা প্রতিবিধানিতে,
বহে যদি উষ্ণ রক্ত, ও কম শরীর,
কাঁপা'যে ধমনী যদি বহে উগ্র বেগে,
সজ্জিত করিও সেনা, সপ্তম নিশীথে
মিলিব আসিয়া তব **বাদল মহলে।**"
আজি সে সপ্তম দিন, অদ্য এ নিশিতে
আসিবেন প্রাণধন, যাও হে স্বজনি।
অর্পিও এ লিপি মম বৃদ্ধ মন্ত্রী-করে
কহিয়া আমার নাম, জানাইও সেই
জনক প্রতিম বৃদ্ধে বহুল প্রণাম।"

পঞ্চম সর্গ।

মিলন।

আষাঢ়ী পরাহ্ন কি যে চিত্ত মুগ্ধকর।—
বিজন কাননধারে, অদূর শায়িত
পশ্চিম জলধি-বক্ষে মৃদুল পবনে
মৃদুলে দুলিত ঊর্ম্মি, রক্তজবারাগে
রঞ্জিয়া সে ঊর্ম্মি-শির দেব সহস্রাংশু
নাচিছেন ঊর্ম্মিসনে, তপনিকা-জালে
কানন-পশ্চিম-প্রান্তে বিটপীর শিরে,
রঞ্জিয়াছে পত্রাবলী স্বর্ণ সমপ্রায়।
অন্যত্র উঠিছে ভাসি **গোধূলী** সুন্দরী
গভীর গহ্বর হ'তে, অন্ধকার মালা
আদরে পরিয়া গলে, বিহঙ্গনিচয়
করিতেছে অন্বেষণ বৃক্ষে বৃক্ষে ঘুরি
আপন আবাস সবে, কোটর হইতে
বাহিরি পেচকবৃন্দ উড়িছে কোথায়,
কোথা বৃক্ষ ডালোপরি—মিথ্যা অভিমানী।
যথা নিম্ন কর্ম্মচারী ওই রাজাসনে,
ত্রিভঙ্গে বিকৃতমুখ বসিয়া নীরবে।
গো-পাল মহিষ-পাল লইয়া রাখাল
ফিরিছে স্বগৃহ পানে, হাম্বা হাম্বা রবে
ধাইছে বাছুর স্বীয় জননী পশ্চাতে,

কভু বা দৌড়িয়া আগে রহিছে দাঁড়ায়ে।
ক্ষেত্র-কার্য্য পরিহরি কৃষক-কামিনী,—
শঙ্খনদী-জলপূর্ণ মৃণ্ময় কলসী,
একটী উপরে এক তদুপরি এক
করিয়া স্থাপন শিরে, যাইছে মন্থরে,
ফেলিছে চরণদ্বয় কি মরি কৌশলে।—
দূর হ'তে বোধ হয় পীত সরোবরে,
ভাসিছে মরালী যথা প্রণয়বিহ্বলে।
মৃণ্ময় কলসী-গাত্রে ভুজ পদ্মনাল
শোভিছে জড়িয়া ঊর্দ্ধে, এ হেন সুযোগে
শঙ্খ-স্নিগ্ধ-নীর জাত সন্ধ্যা সমীরণ,
উর-বাস উড়াইয়া কোন যুবতীর
খেলিছে,—আনন্দে যথা কুসুমকাননে।
তাম্বুলরঞ্জিত রক্ত অধর যুগল
চুম্বিছে সোহাগে কারো, মৃদুলকম্পনে
সরাইয়া মুখবাস আবরি আবার।—
হায় রে সলিল ধার উদ্ধারিছে সুখে।
অদূর প্রান্তর মাঝে কৃষকনিচয়,
আরোপে আউস ধান্য, প্রতি খোচা-তালে,
সরল সঙ্গীতরাশি জঙ্গলা বসন্তে
গাইছে সরল মনে, প্রকৃতি সন্তান।—
নীরবে **মণীন্দ্র** সেই সায়াহ্ন সমীরে,
'সীতা শৈল,' শিরোদেশে বটবৃক্ষতলে
বসিয়া বিষাদ-চিন্তা ব্যথিত অন্তর।—

থেকে থেকে বাহিরিছে দীর্ঘ অগ্নিশ্বাস।
সেই তাপে, সেই চিন্তা-অনল-উত্তাপে,
বিন্দুরূপে যুবকের ভাসিছে বদনে
স্বেদরাশি, যথা ওই শতদল-দলে
শোভিছে তুষার কণা শরত প্রভাতে।
কত যে প্রকৃতি-ক্রীড়া—নৃত্য, সংকীর্ত্তন।
নয়ন নিকটে তাঁর হইল নিঃশেষ,
তবুও নাহিক জ্ঞান—ক্ষণ নিরীক্ষণে,
ক্রমশ ছাইল ধরা ঘোর অন্ধকারে।
হায় রে অদূরে সেই গিরি-গুহাদেশে
জ্বলিলে একটী দীপ, হঠাৎ অমনি
চিন্তামুগ্ধ যুবকের ভাঙ্গিল স্বপন।
যুবার পড়িল মনে **"হৈম হেমপ্রভা!"**
বসিলা আবার ধ্যানে, ভাবিতে লাগিলা,—
"অদ্য সেই প্রিয়নিশি, যেই নিশাযোগে
মিলিতে **'হেমার'** সনে প্রেরিনু সংবাদ।—
মম প্রতিক্ষায় আজি কত যে যন্ত্রণা—
ভোগিতেছে **হেমপ্রভা** ভাবিলে সে সব
বিদরে অন্তর মম, আছে কিহে আর
শান্তাইতে তারে সেই রাজেন্দ্র ভবনে?
হায় কি নিঠুর আমি, যাবি পঞ্চপ্রাণ
বালিকা বয়স হতে মম করতল।—
পিতৃ, মাতৃহীনা বালা—স্বভাব সরল।
আমি ভিন্ন নাই যাঁর জনৈক সংসারে,

কেন যে বঞ্চিনু তারে মিথ্যা প্রলোভনে?—
নরকেও নাহি স্থান এ হতভাগার।
আমার (ও) কি আছে ভবে হেন সুখধন,
হেরিয়া যাহার মুখ পারিব ভুলিতে
পিতৃ-মাতৃ-হত্যা মম?—রাজ্যহারা আমি।
যাঁর বিন্দু সুখতরে, অকুণ্ঠিতভাবে,
পারি বিসর্জ্জিতে প্রাণ জাহ্নবীর নীরে,
কোন প্রাণে হায় আমি বঞ্চিনু তাহারে?
না সহে অন্তরে আর,

চলিনু এখন।

হেমপ্রভা হেমকম চরণকমলে,
পড়িয়া মাগিব ভিক্ষা ক্ষমিতে সবলে।"
পশিল বিদ্যুতরূপে শিরায় শিরায়,
হেমপ্রভা-রূপজ্যোতি কল্পনা-বিমানে,—
তীরবেগে দাঁড়াইলা অমনি কুমার।
চলিল চরণক্রমে,—কি যেন আবার •
উদিল কুমার-মনে,থামিলা, বসিলা,
ভাবিতে লাগিলা পুনঃ অন্য কল্পনায়,—
"অবলা-অন্তর হায় মাখনপ্রতিম,
উন্মত্ত যৌবনতাপে, কিআছে বিচিত্র
গলিয়া কুস্থানে তাই হবে নিপতন?
সহজ সরলমতী!—বিবহদংশনে,
বিষ-নির্জ্জালন-চেষ্টা অবশ্য সম্ভবে।—
শুনিয়াছি শত 'নারী ভবে অবিশ্বাস্য।'

সহস্র লোকেব মুখে, পড়িযাছি কত
কাব্য, ইতিহাসে, কিন্তু পবীক্ষিব আজি,
প্রণযেব পুবস্কাব আছে কিনা ভবে।
যাইব গোপনে আজি, যথা **হেমপ্রভা**
আঁধাবি হৃদয মম কবিছে নিবাস,
দেখিব কি ভাবে **হেমা** যাপযে যামিনী।—
হতেছে কি সৈন্যসজ্জা, বধিতে বিজয়
পাপিষ্ঠ যবনবাজে, যৌবনপ্রাবম্ভে
আছে কিসে **হেমপ্রভা** হেমপ্রভাৰূপে।
অথবা কি অভাগাব প্রণযলতাব
শৈশব-কৌতুক-ফুল ফেলাইযা দূবে,
আত্ম সুখার্ণব-বুকে দিতেছে সাঁতাব,
ভোগাইতে অভাগাবে নবকযন্ত্রণা ?
যদি হেবি **হেমপ্রভা** এখনো আমাব,
যৌবনে যোগিণী সাজি আছে অপেক্ষায,-
ওকম চবণ তবে ধবিবে হিযায।
অন্যত্রে, হে অসিবব। পাসিবে হবষে
শিবীষ কুসুম নিভ যুবতী বামাব,
গ্রীবায বসায়ে মুখ, স্বাদু বক্তস্রোত।
বাজপুত সন্তানেবা সদত প্রস্তুত
বিসর্জ্জিতে নিজ প্রাণ, তথাপি কোথাও
নাহি পাবে নিবখিতে, চৌর্য্য, ব্যভিচাব।
না জানি কি ফলে আজি অদৃষ্টে আমাব,

বাজা বাজেশ্বব কিম্বা পথেব ভিখাবী !—
যাই এবে অন্বেষিতে কেন যে হঠাৎ
জ্বলিল গুহায় দীপ,—নিগূঢ় কাবণ
অবশ্য সম্ভবে তার, নাহিক সংশয়।"
সবাকাব হ'তে জ্ঞান ইন্দ্রিয় প্রধান,
যখন যা মনে লয়, অনুচব প্রায়
অন্যান্য ইন্দ্রিয়চয় যোগাতে নিবত।
চলিল চবণ ক্রমে,—অন্ধকাব বাশি
ভেদিয়া যথায় দীপ উজ্জ্বল শিখায়
জ্বলিল, প্রবেশি তথা থামিলা **মণীন্দ্র**।
হেবিয়া বিস্ময়চিত্ত, বদন অবাক্।
কি দেখিলা নিবজন নিস্তব্ধগুহায় ?—
দেখিলা,—তপস্বী এক বিভূতিভূষিত,
শিবে জটাজুটভাব, কটিতে কৌপীন,
পবিত্র যজ্ঞোপবীত লম্বিত গলায়
ত্রিলহব রূপে মবি, সম্মুখে ধূমিত
সুগন্ধ-গুগ্‌গুল-পূত যজ্ঞীয় অনল,—
পাতি সুখ পদ্মাসন বসিয়া **যোগীন্দ্র**
যজ্ঞ-উপবীত ধৃত বক্ষে এক কব,
কবেতে অঙ্গুলী অন্য সব্য উরুদেশে
অৰ্দ্ধনিমীলিত নেত্র স্থিব ঊৰ্দ্ধ দৃষ্টি।—
পূবব গগনে যথা **'সুখ'** তাবা ওই
পাণ্ডুবে হেবিয়া আছে **উষা** সতীপানে।

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম সৃজিতে পৃথিবী,
নীরনিধি-নীরে বসি যবে একাসনে
সমাধি সাধনে মগ্ন, সেই ছায়াকারে
সাধিছেন **মহামন্ত্র,** মহা যোগীবর।
বহে কিনা বহে শ্বাস নহে অনুভব।—
নানা সুখ দুঃখ-চিত্র আঁকি চিত্ত-পটে,
ভবিষ্যৎ দ্বার যরি করি উদ্ঘাটন,
পশিলা **মণীন্দ্র** তথা ধীরে সচকিতে।
আভূতলবক্ষে পড়ি যোগীন্দ্র-চরণে,
নমিল **মণীন্দ্র** বিধি-ভক্তিসহকারে।
কিন্তু ওই যোগীশ্বর-ধ্যানমগ্ন আঁখি,
নড়িল না, ফিরিল না, কাঁপিল না কভু।
যোগীর অনেকক্ষণে বহিল নিশ্বাস।—
নিদাঘ মধ্যাহ্নে যথা মরুভূমি মাঝে
বহিল মলয়ানিল,—জাগিল যোগীন্দ্র।—
লইলা **মণীন্দ্রে** ক্রোড়ে, মুছাইলা অঙ্গ
দক্ষ স্বর্ণকার যথা পুড়িয়া অনলে,
বিশুদ্ধ কাঞ্চনখণ্ড লইল হরষে,
ঘ্রাণিলা মস্তক যোগী আশীষ বচনে।
মণীন্দ্র যোগীন্দ্র-পদ করিয়া ধারণ,
বলিতে লাগিলা যবে হায় রে নয়ন
পূরিল অশ্রুর স্রোতে, গতস্মৃতি যেন
আবস্তিল বাহিরিতে নয়ন-নিঝরে।

বলিলা কুমার ,—"দেব, নবজ্ঞানাতীত
ভবিষ্যত বর্ত্তমান তব স্মৃতি-পথে,
অতীত স্মৃতির পথ বিস্মৃতি-কবচে
নহে আবরিত তব, কপটতা-জালে
নারিবে অন্তর মম ভুলাতে তোমার ,—
দৈব অনুকূলে, তব লভিনু চরণ।
কত যে পাইনু দুঃখ এ অল্প বয়সে,
অজানিত নহে তব , রাজেন্দ্র-উদ্যানে
জন্মে ছিল এ কুসুম, দৈবদুর্ব্বিপাকে
না হইতে প্রস্ফুটিত কলিকা সময়ে
ফেলাইল প্রভঞ্জনে দূর মরুভূমে।
কে খণ্ডাবে কর্ম্মফল ?—কিন্তু দেব আরে
কত যে কি বিভীষিকা-চিত্র ভবিষ্যত
দেখায় অন্তরে আঁকি মানস-কল্পনা
আকুলিয়া মম এই চিন্তাকুল প্রাণ।
কহ দেব, জান যদি, যাইবে কি মম
সেইরূপে ভবিষ্যত, যেইরূপে হায়
হইল কিশোর গত ?—দিবানিশি কির
সহস্র ফণায় চিন্তা করিবে দংশন ?
দুর্ঘটনা ভয়ঙ্কর উত্তালতরঙ্গে,
নিরাশা-সাগর-বুকে ভাসিতেছি আমি,
যথা ওই ঝঞ্চাবাতে সমুদ্রগবভে,
কাণ্ডারীবিহীনা তরী ভাসিছে ডুবিয়া।
এই দেহে প্রয়োজন নাহি কিছু মম ;

কহ দেব, নতু এই চরণে তোমার
ত্যজিব জীবন, যোগি। নরহত্যা পাপে
কলুষিবে তব এই সমাধি প্রবল।"
পুনরপি **মণীন্দ্রের** চুম্বিয়া বদন
আরম্ভিলা যোগীবর—"যোগের প্রভাবে,
ভবিষ্যত, বর্তমান নয়নে আমার
সমুদিত দিবারাত্র; মনোভাব তব
সকল বুঝেছি বৎস, যে সন্দেহানলে
দহিছে অন্তর তব, মানব-অন্তরে
নহে অসম্ভব তাহা—বিবেচিত কার্য্য
রিপুকে দাসত্ব খত সমর্পিয়া যারা,
রক্তমাংসহীনরূপে পাষাণ গঠিত,
সেই নরপশু ভিন্ন কে সহিতে পারে ?—
সংসারে বিরাগী আমি, বহু দিন গত
ছাড়িয়াছি সংসারের প্রণয় মমতা,
কিন্তু তবু বৎস। মম শিহরে শরীর
শিরায় শিরায় বেগে বহে রক্তস্রোত,
প্রণয়ঘাতিনী (বিস্ময়ে হেরিলা যুবা
যোগী-বামকরে এক বিশাল কৃপাণ।)
বধিতে রমণীচয়, না শুনি বারতা।
এটিও জানিও বৎস (বিধিরবিধান)
পতির দোষেতে পত্নী হয় দ্বি-চারিণী।
কিন্তু তব অমূলক চিন্তা মাত্র হায়।
সহজ সরল তুমি, তব ভালবাসা

অগাধ অম্বুধি সম, পাপিষ্ঠ নারকী,
আছে কিহে হেন আত্মা বঞ্চিতে তোমায় ?—
অলৌকিক প্রভা গুণে **প্রভার** অন্তর
আলোকিত, সে আলোকে বিরাজিত তুমি।
সতীর আদর্শ ভবে হেমপ্রভা তব।
কে বলে জনমে রত্ন সাগর-উদরে ?
রমণীমণ্ডলে কতবিধ রত্নরাজি
জনমি গোপনে হায় গোপনে বিলীন।—
কে তার সন্ধান পায়, কে আদরে তাহা ?
কে বুঝে মরম তার ?—ভাগ্যবান, সেই
পূর্ব্ব পুণ্যফলে লভে সে অমূল্য ধন,
জ্বলে তাঁর শিরোপরে যশের কিরণ,
সহস্র ভাস্করক্ষপে,—মহা পুণ্যবান।
শান্তাইতে সন্দিহান অন্তর তোমার
চাক্ষুষিক সন্দর্শনে, যাও শীঘ্র বাছা।
হেরিবে সে **হেমপ্রভা** বিরহে তোমার
কি ভাবে যাপিছে নিশি—দেখিলে অমনি
এই চিন্তানলে সুধা হইবে বর্ষণ।
প্রশংসিবে নিজ মুখে জীবন তোমার।—
সুখভাণ্ড রাজ্যখণ্ড, সুরত্ব, ইন্দ্রত্ব,
হেমপ্রভা বিনিময়ে চাহিবে না কভু।
সেই দিন তব লিপি পায় বিনোদিনী.
উদ্ধারিতে রাজ্য তব সৈন্য সুসংগ্রহ

নবিতেছে সেই হ'তে,—পুববাসীগণ
শিখিছে সমব-বিদ্যা, যুবা, বৃদ্ধ, শিশু।
আবো বলি শুন বৎস ভবিষৎবাণী।—
জিনিবে সংগ্রাম তুমি, পাবে পিতৃবাজ্য,
পাপিষ্ঠ যবন-বাজ মানি পবাভব
মাগিবেক **ক্ষমা** ভিক্ষা, '**সাহাপুরী**' পুনঃ
মিলিবে তোমাব সনে যুদ্ধযাত্রা দিনে।"

চলিলা কুমাব এবে প্রণমিয়া যোগী,
আশ্বাসে প্রবোধি মন ধীবে ধীবে ওই
সুদব দক্ষিণবাহী শঙ্খ নদী তীবে
চক্র বক্রাকাবে যথা সৃজিযাছে পথ
দ্বিতীয প্রহবনিশি, গগনমণ্ডল
সমুজ্জ্বল মনোবম নক্ষত্র-আলোকে,
অগণিত তাবা বাজী হাসিছে, ভাসিছে
আনন্দ বিভোবে কেহ পড়িছে খসিযা,
মিশিযা যাইছে পুনঃ অন্য তাবা সনে,
প্রণযে গলিযা যেন। দক্ষিণ-অনিলে
কাঁপিছে কোমল পত্র বৃক্ষ-উচ্চ-ডালে,
বঞ্জিযা নয়ন মন নাক্ষত্রী-আলোকে।
মন্থব গমনে শঙ্খ ঈষৎ আন্দোলি,
ফেণপুঞ্জে আববিযা দেহ সুকুমাব,
বিনাযে নক্ষত্র-পুঞ্জে সুচিকণ বেণী,
হববে পুলক অঙ্গে, মাতিযা অনঙ্গে,
ধাইছে সাগব পানে, সতী পতিপ্রাণা—,

বঙ্গ-কুলবধূ যথা গুরুজন-ভয়ে,
যাইছে প্রণয়ী-পাশে নিশি দ্বি-প্রহরে।
নদী-ধারে '**হারঙ্গেজে**' অসংখ্য-জোনাকী,
খেলিছে আতস-বাজী, মিলিয়া সকলে
এক সঙ্গে প্রকাশিছে স্বর্ণপুচ্ছচয়,
আলোকিয়া নদী-বক্ষ সুনীল তরল,
আবার অমনি করি আঁধারি নয়ন।
ভেদি নৈশ নিস্তব্ধতা ঝিঁ ঝিঁ পোকাচয়,
প্রকৃতির মন মোহি গাইছে মধুরে।
কোথা বৃক্ষে রাত্রিচর বাদুরনিচয়,
ধাইতেছে, ছুটিতেছে, খাদ্য অন্বেষণে,—
কুলায় পশিয়া কোন (অহিংস্রক দ্বিজ
যথায় শাবক বক্ষে নিদ্রায় মগন)
চুপে চুপে ছুটিতেছে লয়ে চঞ্চুপুটে,
জননীর বক্ষ হ'তে নিরীহ শাবক।
আবার কোথাও ওই শঙ্খনদী-বক্ষে,
খেলিছে **শুশুক** মাছ করি '**চুপ্ ঝাপ**'
জননীর কোলে যথা খেলিছে সন্তান।—
স্থির শঙ্খনদী-জল করিয়া চঞ্চল,
যাইছে কোথাও ধীরে ধীবরের তরি
বসি তরি-কর্ণে ওই ধীবর-রমণী
ফেলিছে সলিলে জাল, এই অবসরে
মৃদুল নীরজানিল সাপটি অমনি
চুম্বিতেছে হর্ষোৎপন্ন যুবতী-বদন,

সবাইযা মুখ-বাস মধুব প্রফুল্লে।—
আবাব ক্ষণেক পবে উবস-বসন
সবাইছে ধীবে ধীবে,—সেই সুকোমল
অমল তবল বক্ষ নক্ষত্র-ছটায়,
হেবিছে ধীবব বসি তবী-পাছা পবে,
(বাহ্যজ্ঞান শূন্য যেন) বমণী-হৃদযে
গিযাছে মিশিযা যেন অন্তব তাহাব,
কিন্তু সে বমণী অন্য চিন্তা পবিহবি
কেবল ধবিছে মৎস্য সানন্দ অন্তবে।
নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থান এডাইযা ক্রমে
পশিলা কুমাব এবে লোক-পল্লী মাঝে।
দুপাশে ধীবব-বাস, মধ্যে সুবিস্তৃত
দক্ষিণ প্রবাহী পথে চলিতে লাগিলা,—
ফিবিল যুবাব মন যৌবন্ব চঞ্চলে,
থামিল চবণদ্বয, ভাবিতে লাগিলা।
স্থিব সবসীব বক্ষে যথা শীলাঘাতে,
বৃক্ষ প্রতিবিম্ব-রাজি চক্র বক্রাকাবে
উথলে সহস্র খণ্ডে, সহস্র ভাবনা
উদিল যুবাব মনে, ঘুবিল মস্তক।
নির্দ্ধাবিল মনে এই,—"পবীক্ষিব আজি
পশি এই লোকালযে, নিবখি নযনে,
কি সুখে বসতি কবে মৎস্যজীবী নব,
দাম্পত্য-প্রণয, স্নেহ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,
স্থান পায তাহাদেব অন্তবে কি কভু।"—

চল যাই, হে কল্পনে, ধীরে সচকিতে,
না বহে নিশ্বাস যেন, যুবকের সনে,
যথা ওই শ্রমজীবী দীন নর, নারী
শায়িত কুটীর মাঝে, ভগ্ন-বেড়া-রন্ধ্রে
নিরখি, কি ভাবে সবে যাপিছে যামিনী।
উন্মত্ত যুবার সনে পাঠক কি কভু
যাইবেন ?—না না, তথা যাইয়া কি কাজ ?
নাহি জ্বলে **সেজ** তথা রঞ্জিত টেবিলে.
চিত্রিত নহে সে গৃহ চারুচিত্রপটে,
আতরি সুঘ্রাণ নাই, নাই পুষ্পগুচ্ছ
স্তরে স্তরে সুসজ্জিত দুলিত পবনে,
নাই ফেণ-দুগ্ধ-নিভ পর্য্যঙ্ক সজ্জিত,
সংবাদপত্রিকা নাই, নাই বাঁধা হুঁকা,
নাই সিমন্তিনী কোন উপপত্নীরূপে,—
আছে কি টঙ্কিত পাখা মৃদুলে দুলিয়া
জুড়াইতে স্বেদসিক্ত শরীর তোমার ?
নাই কিছু পোমেটাম্, কিম্বা লেভেণ্ডার
অথবা খোসগল্প পুঁথি কিছু না সম্ভবে.
বিলাসের বস্তু নাই, বলি হে পাঠক।—
কি কাজ যাইয়া তথা ?—মরুক সে যুবা
অবিলাসী, অনামোদী, বারাঙ্গনা প্রেম
লভে নাই যে জনমে, নিরাশ-প্রণয়ে
যৌবন বিগত যা'র। কিন্তু কি কুটির
একেবারে শূন্য তা'র ?—কখনই নয়।

আছে কিছু সারবস্তু—জগতমোহিনী,
হৃদয় উত্তেজকারী, দিব্য জ্ঞান-দাত্রী,
আনন্দদায়িনী মাতা দেবী সুরেশ্বরী,
কাচ-পাত্র-বিরাজিনী, আজি ভাগ্যদোষে
অধম সেবক-হাতে, মৃন্ময় কলসে
দীনহীনা-বেশে ওই কুটীর কোণায়।
কি হেরিলা যুবরাজ পশি লোকালযে,
ক্ষুদ্র বন্ধ্র-পথে ওই নক্ষত্র আলোকে?
হেরিলা যুবক,—সামান্য মাদুরাসনে
কোন পতিপ্রাণা নাথে লইযা হৃদযে
যেন এক অঙ্গ মরি, আভবণ শূন্য
জড়াযে মৃণালভুজে নাথ-গ্রীবা-দেশ
মগনা নিদ্রায়, মরি হেন প্রেমধন
রাখিযা ধীবর যুবা হৃদয উপর,
নিদ্রাতেও যেন হর্ষে গলিছে, হাসিছে।
বসিযাছে বিনোদিনী কোথাও আবার,
স্বামী-আগমন-পথ হেরি অনিমিষে,
পবন-পরশে যবে কাঁপে পত্রাবলী,
আনন্দিত বামা ভাবি নাথ-আগমন।—
ফিরে দ্বার হ'তে পুনঃ নিরাশ-বিষাদে।
অভাগিনী কোথা কোন বিরহ বিধুরা,
প্রণযীর শোকোচ্ছ্বাসে দীর্ঘ চিন্তাচ্ছবি
ভাসিছে বদনে তার, বিরামদাযিনী
পারে নাই নিদ্রাদেবী হরিতে তাহার

ভাবাক্রান্ত চিত্তভাবে।—স্বপ্ন মায়াবিনী,
নবীন প্রণয়ী-সঙ্গ-ছাড়া যুবতীর
স্বপনে গড়িয়া, কোমল উরসোপরে
রাখিয়াছে পতি তার, এ হেতু ভামিনী
জড়াইয়া বক্ষদেশ পদ্মনাল ভুজে,
ভাবি পাছে যায় নাথ ছাড়ি হৃদদেশ
কিন্তু কি মমতা তবু ভুলে নাই সুতে,—
তোষিছে সে রূপেশ্বরী মুখে স্তনদানে।
নব বিবাহিত কোথা যুবক যুবতী
রূপাময়ী স্বরেশ্বরী-প্রসাদ লভিয়া
করিছে সোহাগ কত,—চুম্বিছে চুম্বন,
হাসিতেছে খিল খিল, ক্ষণে যুবতীর
উরসে শায়িত যুবা, প্রণয়-আলোকে
লভিছে স্বরগ সুখ, মুহূর্ত্তেক পরে
যুবার বিশাল বক্ষে বিলাসী কামিনী,
চঞ্চল কটাক্ষবাণে জর্জ্জরিত যুবা,
এই হাসি রাশি যেন ফুটিছে ফোয়ারা,
অভিমান-কাল-মেঘে আবার নয়নে
বর্ষিছে অজস্রধারা, যুবতী-চরণে
প্রণত যুবক সেই মান ভাঙ্গিবারে।
কতক্ষণ রমণীর অভিমান-রল ?—
বালির বন্ধন যথা প্রবাহিত জলে,
সাপটি আদরে মাথে লইয়া উরসে,
মদন মদিরা-রসে, নব রঙ্গোচ্ছ্বাসে,

উভয ক্ষণেকে মবি নীবব নিশ্চল।
কোথাও হেবিলা যুবা বিবাহ-উৎসবে,
মিলিযা সঙ্গিনী সম বযস্কা কামিনী,
রূপামযী সুবাদেবী-গোলাবী প্রসাদে,
কবিতেছে ঢলাঢলি, মাতি সুখ-মদে,
চিবাযে তাম্বুল খিলি, নাচি বাহু তুলি,
গাইছে কামিনীকণ্ঠে সব সমতানে।
হেবি এ বিচিত্র লীলা বাহিবিলা যুবা।
সথা হ'তে শাখ নদী শঙ্খাকাব রূপে
গিযাছে দক্ষিণে, তথা বন-ঝাউ-তলে
হাটু পাতি উদাসীন গলদশ্রু নেত্রে,
কব যোড়ে "দীনবন্ধো" বলিতে লাগিলা,—
"কে বুঝে মহিমা তব নব-জ্ঞানাতীত।
কত শত বত্নবাজি তোমাব ভাণ্ডাবে
আছে লুকাযিত, নাথ, স্বার্থপবাযণ
ক্ষুদ্র নববৃন্দ তাহা কি জানিবে প্রভো?
কি যে সুখে মৎস্যজীবি কত যে প্রমোদে
অতিবাহিতেছে কাল, বাজা বাজ্যেশ্বব
সম্ভবে না হেন সুখী।— অপার্থিব প্রেম
অপার্থিব বত্নরূপে আবাসে তাদেব
বিবাজিছে, কেবা জানে কি মন-কৌতুকে।
আছে কি হে হেন বত্ন বাজাব ভাণ্ডাবে,
সাগব-অতল-তলে, কোনবা বাজত্বে?
কোথা শোভে, বত্নগর্ভা ভাবত বিহনে?"—

"হব হব বম্ বম্" নিংহ বব প্রায়—
সাগর কল্লোল কিম্বা, পশিল যুবাব
আশু চমকিয়া প্রাণে শ্রবণ-বিবরে।
অমনি উঠিল যুবা, সবল হৃদযে
বিদ্যুতেব বেগে আসি মিলিলা তথায,—
অভাগিনী শোকাতুবা **হেমপ্রভা** যথা
আদেশিযা সেনানীবে সৈন্যসজ্জাতবে,
নির্জ্জন মন্দিবে বসি নযন সলিলে
যাপিছে যামিনী অর্দ্ধ। আবম্ভিলা যুবা
নিবখিতে সৈন্যসজ্জা, উল্লাস অন্তবে,
প্রবেশি ছাউনি মাঝে, দেখিলা যে যা'ব
নিজ নিজ কার্য্যে বত, কেহবা শাণিছে
সুবিশাল তববাবি, পবীক্ষিছে কেহ
আপনাব যষ্টিচয, ঢাল, চন্দ্রহাস।
বদনে সবাব প্রীতি। কণ্ঠ কাঁপাইযা,
ঘোব নৈশ নিস্তব্ধতা কবি বিদাবণ,
'হব হব বম্বমে' পূবিছে গগন।
কোথা কোন কাপুরুষ যোদ্ধাব কলঙ্ক,
ছুটিযাছে চুপে চুপে উপপত্নী-পাশে,
জনমেব মত হায নিবখিতে ওই
প্রেম-বিলোলিত নেত্র, মুখ মাধুবিম।
কোথাও খেলিছে কামী কামিনী লইযা,
বাবাঙ্গনা নেত্র-নীবে লইছে বিদায,
জনমেব মত যেন চুমিযা চুম্বন।

কেবলে যামিনী তবে সুখ-শান্তিময়ী ?—
রিপুবস আদি যত চুরি, ব্যভিচাব,
সমস্ত নিশাব কাজ,—বোগীব যন্ত্রণা,
বিবহী-বিবহানল, চিন্তাশীল-চিন্তা।—
আব এই হতভাগ্য যুবকেব প্রায,
অষ্টাদশ বর্ষীযসী ছাড়ি প্রণযিনী,
সুদূব প্রবাসে যাবা উদবেব তবে,
বাড়ায তাদেব জ্বালা কাল-নিশীথিনী।
উদয-অচলে এবে উষা সুহাসিনী
ক্রমে আসি দিলা দেখা—সপত্নীগঞ্জনা
সহিতে নাবিলা, কিন্তু হইলা পাণ্ডুবা।
কুমুদী মুদিল আঁখি, নিদ্রিতা নযন
প্রকাশি নলিনী সতী হাসিল হবষে
নাচিযা প্রভাতানিলে, সম্ভাষি আদবে
প্রেমময প্রাণধন প্রিয শিলী মুখে।
আবম্ভিলা হেমপ্রভা হেবি সখিপানে।—
"জান সখি। হেবিযাছ স্বচক্ষে তোমাব,
কত যে পাইনু দুঃখ এ পাপ পবাণে
প্রণযেব তবে আমি,—আজন্ম-দুঃখিনী
পিতৃ, মাতৃহীনা, তায সংসাবে আমাব
সাধেব সামগ্রী অন্য নাই, নেহাবিযা
বাখিতে যে পাবি এই সদা-দগ্ধ-প্রাণ।
কেবল সংসাবে সেই **মণীন্দ্র** আমাব।
যদি না পাইনু তাবে কি কাজ পবাণে ?

এই পোড়া প্রাণে মম কি আর সংসারে
হেরিয়া অন্যত্র যুবা, তারি পরিতোষে
হাসিবে সে হাসিরাশি, হেরি তার পানে
সস্মিত কি এ নয়ন হইবে আবার ?—
হেরে যদি অন্য মুখ, অমনি কাঁদিয়া
তাচ্ছল্য-অনলে তারে পুড়িবে ফেলিয়া।
লভেছিনু যেই সুখ, এ যবত ভবে
অন্যত্রে কি পাব, সখি ?—দেখ লিপি এই
মণীন্দ্রের কর-কর-লেখনি-প্রসূত,
রয়েছে সুস্পষ্ট তথা,—অদ্য এ নিশীথে
মিলিবে আমার সনে, আমিও তেমন
লিখিয়াছি প্রত্যুত্তরে,—'সে যামিনী গতে
তব **হেমপ্রভা** আর দেখিবে না ভবে'।
পুনঃ আরম্ভিলা বামা চেয়ে শূন্যপানে,—
"কি যে অপরাধে দাসী দোষী ও চরণে
হায় ঈশ। কেন এত নরক-যন্ত্রণা
সহিতেছি অভাগিনী, দিন দিন মম
শোষিছে রকতস্থলী, সেই রক্ত সনে
কেননা নিবিছে মম জীবন-প্রদীপ ?
রজনী বিগত-প্রায়,—নাহি বুঝি মম
মণীন্দ্র হৃদয়-ধন এ জৈব সংসারে।
থাকিতেন যদি তিনি, লিপি-অঙ্গীকারে
অবশ্য দিতেন দেখা, সহে না বিলম্ব,
জনমের তরে সখি দেও লো বিদায়।

লও এই অলঙ্কার।”—(স্বর্ণ অঙ্গ হ’তে
ফেলিতে লাগিলা বামা স্বর্ণ আভরণ।)
“ক্ষমিও আমারে সখি, যত অপরাধ
করিয়াছি তব কাছে, এস একবার
জনমের মত তোমা করি আলিঙ্গন।
সংসারে আমার আর নাহি প্রার্থনার,
কিন্তু সেই বৃদ্ধ **মন্ত্রী,** কন্যা-স্নেহ জ্ঞানে
পালিলেন যে আমায়, মরণ-সময়ে
না পাইনু তাঁর দেখা, চরণ তাঁহার
না পাইনু জন্ম তরে লইতে বিদায়।
নিশি অবসানে যদি জিজ্ঞাসেন তিনি,
কোথা সখি হেমপ্রভা?’ বলিও তাঁহারে,
নাথের উদ্দেশে **হেমা** করেছে গমন।
সহিলা যতেক ক্লেশ অভাগিনী তরে,
কহিয়াছে ক্ষমিবারে নিজ সুতা জ্ঞানে।”—
এ বলিয়া বিনোদিনী চৌকাষ্ঠ হইতে
টানি উদ্বন্ধন-বজ্জু অর্পিলা গলায়।—
বাহির প্রকোষ্ঠ হ’তে **মণীন্দ্র** বসিয়া,
হেমপ্রভা দুঃখকীর্ত্তি করিয়া শ্রবণ,
দিতেছিলা শত ধন্য আপন অদৃষ্টে
বলিয়া অন্তরে,—“নাহি চাহি পিতৃরাজ্য,
ধন জন নাহি চাহি, না চাহি গৌরব,
হেমপ্রভা ল’য়ে বক্ষে গহনে গহনে,

যাপিব জীবন এই উৎস-নীব পানে।’
হেমপ্রভা-গলে বজ্জু হেবি জানালায়,
আব কি পাবিলা যুবা তিষ্ঠিতে তখন ?—
“কি কব স্মন্দবি !” বলি বিদ্যুতেব বেগে,
ভাঙ্গিযা কবাট ভুজে, লইলা উবসে
জড়াইযা **হেমপ্রভা** চারু চন্দ্রাননী।

——:•:——

ষষ্ঠ সর্গ।

——:•:——

রাজ্য প্রাপ্তি।

কোথা মা ভারতী শ্বেত কমল-আসনা,
বীণাপাণি, শ্বেতবাসা, সন্তান বৎসলে ?—
বাসন্তী-পঞ্চমী আজি, প্রতি ঘরে ঘরে
সেই শ্বেতমূর্ত্তি গড়ি বঙ্গবাসী নর
পূজিছে তোমায় মাতঃ নানা উপচারে,
আনন্দে মাতিয়া সবে, এক **মহামন্ত্রে**
যেন আজি উত্তেজিত বাঙ্গালী-হৃদয়।
রমার বিষম ক্রোধে পড়ি এ অধম,
পরিজন-মায়া ছাড়ি থাকিয়া প্রবাসে,
উপরিস্থ-তাড়নায় খাটি অহর্নিশি
নিয়ত বিকল মন।—অদৃষ্টের দোষে
তবু মা সক্ষম নহি পূরিতে উদর
তুষিবারে পোষ্যবর্গ, দীন নর, নারী,
"হা অন্ন যো অন্ন" করি সর্ব্বক্ষণ যারা
খেদপূর্ণ-স্বরে হায় করিছে ভ্রমণ,—
যাহাদের অন্তর্দাহ করুণ-নিস্বনে
পাষাণ (ও) দ্রবিত হয়, হেন শীর্ণ করে
কপর্দ্দকও নাহি পারি করিতে অপণ,
কি দিয়া পূজিব তোমা হে দীন-জননি ?
এই দুঃখে ফাটে প্রাণ।—অমৃতভাষিণি,

এই বর চাহে দাস তব শ্রীচরণে,
ত্যজি হরি উর-বাস—শতদলাসন—
পাত মা আসন আসি রসনায মম,
ল'য়ে প্রিয সহচরী হেমাঙ্গী **কল্পনা**
গল্পিতে সে মনোমত, মানস বুঝিয়া
খেলিতে কল্পনা-খেলা অন্তরে আমার
উজলি স্বপ্রভাবলে, তা হইলে মাতঃ।
মানসের যত ভাব চয়ি এক এক,
একৈক কুসুম-কাব্যে চরণ তোমার
পূজিবে এ দাস নিত্য, পঞ্চভূতে মিশি
না হইবে যত দিন বিলুপ্ত-জীবন।—
মাতঃ এই অনুরোধ কর কল্পনারে,
লইয়া এ দাসে সঙ্গে **সাহাপুরী দ্বীপে,**
দেখাইতে প্রতি স্থান নয়নের সাধে,
চট্টল-সৌন্দর্য্যরাশি যথা সম্মিলিত,—
বৌদ্ধ সেনাপতি **'মহাবান্দুলা'** যথায়
কাপুরুষ, পালাইলা ডরিয়া **'কেম্বে সে'**
শ্বেত সেনাপতি,—স্বাধীন চট্টলধ্বজা
বসন্ত-অনিলে দুলি সহস্র বৎসর
মিশিল যে দিন শূন্যে, চট্টল-কুসুম
যেই দিন সুশোভিল শ্বেত-সুত-শিরে,
যেই দিন বৌদ্ধরাজ স্বীয় দলবলে,
ইংরাজ-কৃপাণ-ভয়ে গেল পালাইয়া

বঙ্গোপসাগর-তীরে—পূরব প্রদেশে,
সে'দিন স্মরণে হায় চট্টলবাসীর,
কা'র নাহি ঝরে অশ্রু ? হেন কাপুরুষ
কে আছে সংসারে এই, জন্মভূমি তরে
যা'র হিয়া নাহি দ্রবে, যদি থাকে কেহ—
পশু, পক্ষী হ'তে হীন, নর-কুল-গ্লানি।
সেই দিন,—যেই রবি বৌদ্ধ ভীরুগণা,
হেরিয়া পশিলা ওই অস্তাচল-চূড়ে,
সজল নয়নে খেদে, আবার কি কভু
উজলি স্ব-প্রভাবলে উদিবে চট্টলে ?
সময়-চক্রের গতি কে বলিতে পারে ?
কে জানে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কি ফলে প্রাক্তনে ?—
কিন্তু সেই মিছে আশা।—ষষ্টি সপ্তবর্ষ
অতীত, সে চট্টলের হ'ল অভিনয়।—
এই অল্প দিন মাঝে, এ মহা সমর,
ভুলেছে চট্টলবাসী, ভ্রমেও তাহারা
মনে নাহি করে কভু জন্মভূমি দুঃখ।—
কি কাজ,—আলাপি আজি সে দুঃখকাহিনী,
নির্ব্বাপিত স্মৃতি-দীপ জ্বালিয়া আবার ?
চট্টল-নিবাসী স্ত্রৈণ,—চির কলঙ্কিত।
কি আশা তা'দের কাছে ?—বৃথা অভ্যর্থনা।
লও তুলী হে কল্পনে, ও কমল করে
চিত্রিবারে **'সাহাপুরী'**, কালের চর্ব্বণে
সহস্র বৎসরে যাহা হইয়াছে লয়।—

ভারত-সাগর যথা প্রণয়ে মজিয়া,
বঙ্গোপ-সাগর-স্নিগ্ধ নীল গণ্ডদেশ
চুম্বিছে হরষে, মিশি একাঙ্গ হইয়া,—
তথাস্থিত "সাহাপুরী" বঙ্গোপসাগর—
বক্ষে স্তন যথা, কি মরি বিচিত্র দৃশ্য!
নীচে নীল নীররাজ্য, উর্দ্ধে তাল, জাম,
খেজুর, চালিতা, নেবু, পেয়ারা, কাঠাল,
অশ্বত্থ, বিটপীবট, চাঁপা, নাগেশ্বর,
বকুল, কদলী, চ্যুত, পলাশ, শ্রীফল,—
যা'র পত্রঘ্রাণে তুষ্ট আশু আশুতোষ,
শোভিতেছে কুঞ্জরূপে বিচিত্র কানন।
এ হেন মধুর স্থানে মধ্যাহ্ন সময়ে,
নবীন বসন্তাগমে, কি যে মধুময়
প্রতিভা বিকাশে নব ভাবুকের মনে।
বঙ্গোপসাগর-স্নিগ্ধ-বসন্ত-অনিল
বহিতেছে মৃদু মন্দ, অর্দ্ধ মুকুলিত
কুসুমে চুম্বন চুম্বি, প্রতি বৃক্ষচূড়ে
কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে নব-পত্রাবলী,
কাঁপাইয়া কামিনীর কুসুম-হৃদয়,
বিরহিণী-কাণে ধীরে গাইয়া অস্ফুটে
প্রণয়-উচ্ছ্বাস-গীত বিরহী-ভাষায়।
বসিয়া বকুল-বৃক্ষ-নব-পত্র তলে,
কোকিল কোকিল-বধূ মুখে মুখ দিয়া
গাইছে মধুরাগমে মধুর পঞ্চমে,

বক্র-বংশ-ডাল-চূড়ে বসি ভৃঙ্গবাজ,
অনুকরণিয়া কণ্ঠ যুবতী বামার,
কলকণ্ঠে জয়কার গাইছে মধুরে।
শামার মোহিনী-কণ্ঠ, **বুলবুল**-তান,
ভ্রমিতেছে সমীরণে ক্ষুদ্র ঝোপ হ'তে ,
ডালে ডালে শাখা-মৃগ নাচিছে, দুলিছে
প্রণয়িণী-কর ধরি কভু বা চুম্বিছে
প্রণয়িণী-প্রেম-গণ্ড, চুম্ব প্রতিদানে
শোধিতেছে শাখামৃগী প্রণয়ী-অধরে,—
বানরী-প্রণয়-ভাষে মোহিয়া উভয়,—
বল্লরী-দোলায়-দুলি গাইছে ঝঙ্কারে,—
"বধূ বধূ" ফুল্লমনে ত্রিভঙ্গ-বদনে।
স্নিগ্ধ-ছায়াতল হ'তে "উদাস উদাস"—
আসিয়া ঘুঘুর ধ্বনি মোহিছে নির্জ্জন।
পলাশ, বকুল, চ্যুত-নব-পুষ্প-মধু
পান করি মধুকর, কেতকী-প্রণয়ে—
মজিয়া, কণ্টকে বিঁধি সূক্ষ্ম পক্ষদ্বয়,—
মদিরা-মার্জ্জিত-কণ্ঠে কি সুখের তান
ছাড়িছে ঝঙ্কারি, যথা কামুক-যুবক
কুল-বধূ প্রেম লুঠি গোপনে গোপনে,
অযথা গাইছে গীত,—নেশায়-বিহ্বল।
কোথা-চ্যুত-বৃক্ষ-গ্রীবা-জড়া'যে মাধবী,
ফুটা'যে কুসুম-রাজি নয়ন-রঞ্জন,
দুলিছে মধুরে ধীরে। আবার ওদিকে

অনন্ত-সলিলী-বাজ্যে ভাবত-সাগব
কবিতেছে কত ক্রীড়া,—মধ্যাহ্ন-ভাস্কবে—
সহস্র বিভক্তে বশ্মি ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিচয,
মৃদুল বসন্তানিলে নাচিযা নাচিযা,—
ধাইতেছে, ছুটিতেছে, চুম্বিতেছে কভু
"**সাহাপুরী**" গ্রীবা দেশ, যথা যুবতীব
মেরুদৃশ-পীনস্তন কুসুম-উবসে—
চুম্বিছে প্রণযী যুবা প্রণযবিহ্বলে।
এহেন বিলাস-স্থান-পশ্চিম কোণায,
স্থাপিযাছে বাজধানী বিলাসী **ইস্ লাম** ,
উন্মত্ত বিলাসে সবে, চটুল জযিযা—
বাড়িযাছে অহঙ্কাব, মদগর্ব্বে মাতি
শাসিছে চটুলবাজ্য তীক্ষ্ণ-আজ্ঞা-কোপে।
বিধর্ম্মী যবন-হাতে পডি প্রজাচয,
স্বর্গাদপি গবীযসি ছাডি-জন্মভূমি,
লইছে আশ্রয সবে **পূর্ব্ব-জোমরাজ্য**,
ব্যাধ-ভয-নিপীড়িত কুবঙ্গ, শশক,
প্রাণভযে পশে যথা নিবিড কাননে।
মহরম* উপলক্ষে নবাব **ইস্ লাম**
এই আজ্ঞা বিজ্ঞাপিছে স্বীয দলবলে,
"বৎসবেব মহা পর্ব্ব মহবম তাই,
মনোমত যা'ব যেই করুক আমোদ।"—

* মুষলমানদিগেব মহা পর্ব্ব দিন।

একেত যবনজাতি, নব-কুলাঙ্গার।
তাহে প্রভু-আজ্ঞা লভি, বহুদিন রুদ্ধ
মানস-কুবৃত্তি যত দিয়াছে ছাড়িয়া,
ছুটছে দ্বিগুণ বেগে আমোদ-জোয়ার,—
আমোদ-আলয়ে পশি যুবকমণ্ডলী,
চণ্ডু পানে রক্ত নেত্র। যুদ্ধ পরাজিত—
কারাগার-অবরুদ্ধ চটুল রাণীর
দুহিতা, দয়িতা সনে, পশ্বাচারে হায়
তোষিতেছে কামেন্দ্রিয়, উপায়-বিহীনা—
কামিনী-নিনাদ সহ যুবা-হাসি রাশি
উঠিছে আকাশ-পথে, কোথাপ্রৌঢ় গণ
অচ্ছি ছে **'বদরসাহা'** অর্দ্ধচ্ছিন্ন গ্রীবা—
গাভী, বৃষ, ছাগ রক্তে, সে রক্ত-স্রোতে
কলঙ্কিছে পুণ্য ভূমে শ্যাম দুর্ব্বাচয়।
অর্দ্ধ-গ্রীবা-ছিন্ন-পশু করুণ-নিনাদে
কা'র নাহি দ্রবে হিয়া? কে হেন পাষাণ
পাপিষ্ঠ যবন ভিন্ন? যতদিন ভবে
যাগ, যজ্ঞে, কিম্বা ওই, উদর-পূরণে
না হইবে নিবারণ পশু-হত্যা পাপ,
ততদিনে নাহি ধর্ম্ম।—নাহি জানি হায়।
কতদিনে এই পাপে ছাড়িবে ভারত।

খচিত বিচিত্র রঙে সুচারু দেউলে,
ষোড়শী গিরিজা বালা নাচি তালে তালে,
মধুর উচ্ছ্বাসে যথা পঞ্চমে ঝঙ্কারি

গাইছে বিবহ গীত, সেই সুখালযে
অর্দ্ধ হেলাইত পৃষ্ঠে তাকিযা আসনে,
বসিযা **ইসলাম,** অহিফেণ-বিহ্বলিত
কুঞ্চিত নয়ন, কভু বদন হইতে
ঝবিছে ফবসীনল, মোসাহেব কোন
দিতেছে বদনে পুনঃ, বসন্ত অনিলে,
ততোধিক বামা-কণ্ঠে জর্জ্জবিত হিযা,
টলিতেছে খাঁসাহেব ও বৃদ্ধ বযসে।
যেই দিগ প্রকৃতিব নন্দন-কানন
পুণ্যভূমি, যথা মবি আবণ্য প্রণযে
বল্লবী বাঁধিছে শাখী,— সৌহার্দ্দ-প্রণযে
ভাবত-সাগব-সনে বঙ্গোপসাগব,
গাইতেছে দিবানিশি সমীবণ-তালে,
বদ্ধ যথা পশু পক্ষী প্রকৃত-প্রণযে,
কুসুম বিকাশি যথা আপনি শুকায,
আমোদিযা দশদিশ গন্ধ মনোহবে।
কখন কি জন্মে কভু পশে নাই যথা
মানব-কলুষকণ্ঠ, সেই পুণ্যভূমে
সতীব সতীত্ব নাশে, পশু-রক্তস্রোতে,
কবিযাছে কলুষিত পাপিষ্ঠ যবন।
হায বে কালের গতি বলি হারি যাই।
অবিশ্রান্ত বিঘূর্ণিত যেই কাল-চক্র,
গন্ধর্ব্ব, অমব, নব কা'ব সাধ্য হেন,
সেই চক্র-নেমী মাঝে বহিতে অটল?

একবার আবর্ত্তনে সে চক্র, কখন
ভিখারী রাজেন্দ্র হায় রাজেন্দ্র ভিখারী।
সেই চক্রনেমী-তলে আজি এই দাস
বিচিত্র অদৃষ্ট ক্রমে—আছি যন্ত্রণায়।
হে কল্পনে। একি হেরি দ্বীপ-পূর্ব্ব কোণে,
ও কাননে কেন আজি অসংখ্য সন্ন্যাসী?
কে ক'বে আমায়,—আমি জিজ্ঞাসিব কা'রে
নীরব সলিলী রাজ্য, বিটপী নির্ব্বাক,
যে দিগে ফিরাই নেত্র সে দিগে সন্ন্যাসী।
কি মরি পবিত্র দৃশ্য।—সন্ন্যাসী নিচয়,
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম যেন, বিভূতিভূষিত,
কটিতে কৌপিন, হায় শিরে জটাজূটে
ঊর্দ্ধ চূড়বাঁধা, ত্রিশূল দক্ষিণ করে,
বাম করে কমণ্ডলু, ঝুলী পৃষ্ঠদেশে,
আজানুলম্বিত ভুজে, বিশাল উরসে,
দেখায় সুস্পষ্ট ভস্মে লিখা **শিব** নাম,
গৈরিক বসন শিরে উড়ে ফরফরে,
মৃদুল দক্ষিণানিলে মৃদুলে কাঁপিয়া,
এই বেশে যোগীচয় কেহ বা বসিয়া
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে নিমগন।
বঙ্গোপসাগর তীরে সলিলী প্রণয়
দেখিছে কেহ বা বসি, কেহ বা আবার
মৃদুমন্দ পাদক্ষেপে করিছে ভ্রমণ,
প্রকৃতি সরসী-তীরে।—নয়নরঞ্জন

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, কুমুদ কহ্লারে
আচ্ছাদিত সে নির্ম্মল সরসী-হৃদয়।
যথা বঙ্গ কুলবধূ কারুকার্য্যে গড়া,
বসনে আবরি বক্ষ অমলতরল,
রাখিছে লুকিয়া চির অটুট প্রণয়।
বকুল, চম্পক, পারিজাত, নাগেশ্বর,
সহস্র কুসুমে ভূষি নয়নরঞ্জন,
সে সরসী-তীর-শোভী, যথা ধনী-গৃহে
আপন দুহিতাচয় চারু অলঙ্কৃতা।
ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকর উড়িছে ঘুরিছে,
তাড়াইছে কেহ অন্য মধুপানে রত
সমশ্রমী মধুকরে, কেহবা গাইছে
মধুরে মধুর গীত, সেই তানসনে
মিশাইছে বন ঝাউ-তান মুগ্ধকর।
সরসী-অনতি দূরে—পূরব দক্ষিণে
একটী কদম্ব বৃক্ষ,—যার পুষ্পচয়
যুবতীর স্তন রুচি ধরে মনোহর।
আচ্ছাদি কানন বক্ষ সহস্র ডালায়,
সহিয়া ররিব কর নীল পত্রদলে
দাঁড়া'য়েছে, বৃক্ষবাহী-লতিকাকুসুম
ফুটিয়া বিচিত্র বর্ণে পড়েছে দোলিয়া
বৃক্ষ-শির হ'তে নিম্নে শোভি চারি পাশে
সবুজে, সুনীলে, যবি যেন চিত্রকর
সাজা'য়ে রেখেছে এক প্রমোদ-ভবন।—

চতুর্থ প্রহরে দিবা, ভাটা-সমাগমে
বঙ্গোপসাগর-নীর ধাইছে কল্লোলি
ভারত সাগর বক্ষে, সে শোক-নিনাদে
বস্ত্রিত ও পটগৃহ-অভ্যন্তরে শত
সহস্র কোষারা মরি উঠিছে উছলি,
হায় রে নয়ন রে'খে নাহি প্রয়োজন,
যা'র না বরষে অশ্রু অপরের দুখে।
মধ্যে একখণ্ড শিলা ধূসর পাংশুল
স্থিত রাজাসনাকারে, তাহে প্রতিষ্ঠিত
অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি,—যুবক যুবতী।
অবতীর্ণ সে যুবক মধ্যম যৌবনে,—
ভস্মে আচ্ছাদিত বপুঃ সন্ন্যাসীর বেশ।
বাম অঙ্গে মিশি এক ষোড়শী কামিনী,
(যেন ভস্ম-স্তুপ-মাঝে উজ্জ্বল-অঙ্গার)
আলোকিছে বন-ভূমি, পিঁধনে বামার
গেরুয়া কৈশিক বাস, মৃদুল অনিলে
মৃদুলে দুলিয়া মরি দেখায় দর্শকে
কনক শরীর-আভা, পূর্ণেন্দুবদন,
আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্র, পীন পয়োধর
অমল সুচারুবক্ষে, বহু দিন হ'তে
বিদায়িছে বিনোদিনী স্বর্ণ-অলঙ্কারে।
সেই শূন্যস্থলে আজি কানন কুসুমে
গড়ি নানা অলঙ্কার বিভূষিতা বামা,
যুবতী-দক্ষিণ-কর নিটোল পাংশুল,

জড়া'যে যুবক-গ্রীবা পড়ি বক্ষদেশে,
যুবতীর অংস দেশে যুবা-সব্যকর,
হেন দৃঢ়বদ্ধ যথা বল্লরী বিটপী,
নীরবে বসিয়া দোঁহে, সম্মুখে নীরবে
বসি **'সীতা'** পাহাড়ের সন্ন্যাসী-প্রবর,
বাহ্যজ্ঞানশূন্য যেন কি যে ভাবনায়।
আরম্ভিলা যোগীবর ক্ষণেকের পরে,—
"যে'দিন **মণীন্দ্র** তুমি পশিলা কাননে
ভীষণ প্রতিজ্ঞা মনে, সেই দিন হ'তে
সঙ্গোপনে তব সনে আছি ছদ্মবেশে,
কায়াসহ ছায়া যথা, ভাবি ভবিষ্যত,
উদ্ধারিতে রাজ্য তব কি অধ্যবসায়
করিয়াছি জানে তাই এ রাজ-বালিকা।—
আরো দেখ বক্ষে, পশি যবন-আলয়
যেই দিন শুনিলাম মন্ত্রণা তাদের,"—
বিস্ময়ে হেরিল যুবা যোগীবর-বক্ষে,
তরবারি-চিহ্ন এক উপবীত রূপে।
"আমার বলিতে নাই সংসারে আমার,
জান বৎস, তব দুঃখে দুঃখী আমি সদা।
শুন বৎস। এই যুক্তি করিয়াছি স্থির,—
মহরম উপলক্ষে সমগ্র যবন,
আজি উন্মাদিত মরি উৎসব-আমোদে,
রণ-সজ্জা পরিহরি বিলাসে বিব্রত,
এ হেন সুযোগে যদি সহ সৈন্যচয়,

অলক্ষিতে পাবি মোরা দুর্গ-অভ্যন্তরে
প্রবেশিতে, তা' হইলে যবন-ঈশ্বর,—
যা'বে পালাইযা আজি **চট্টল** হইতে
লইবে আশ্রয আজি শমন-নিলযে,
আপন বিবরে কিম্বা, বিনা রক্তপাতে
লভিবে জনক বাজ্য বুদ্ধিব কৌশলে।
আহুতি প্রদানে যথা দেব বৈশ্বানব,
আবক্ত-নয়নে যুবা বলিতে লাগিলা,—
"অবিশ্বাসী যবনেব কুট-মন্ত্রণায
জনক নিধন মম, তা' ব'লে কি আমি
ভূভাবত প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্র-মহত্বতা
ডুবা'যে কলঙ্ক-নদে জযিব যবনে ?
তস্কবেব প্রতিশোধ কে লয কখন
চুবি কবি ? সেনাপতি, ভাবত-সাগরে
ডুবিব প্রস্তবখণ্ড বাঁধিযা গলায,
হিংস্র জন্তু পবিপূর্ণ পশিব কাননে,
আমৃত্যু মাগিব ভিক্ষা, জন্মভূমি মম
থাকিবে সহস্র বর্ষ আবো পবাধীনে,
পিতাব অন্তিম স্থান লভি যদি আমি,
তবু তব এ ঘৃণিত যুক্তি-আচবণে
নহিব সম্মত কভু, দলিতে যবন
বীব-বীর্য্যে অসমর্থ মনে কব যদি,
ভ্রমি চল এই বেশে তীর্থ তীর্থান্তবে,
নতুবা প্রেবহ দূত নবাব সদনে

যুদ্ধের রাবতা ল'যে।"—ববষাব কালে
উলঙ্গ শবীবে যথা বিটপী-নিকব
বাদলেব-ধাবা-বাণ সহে অকাতবে,—
অন্তর্ভেদী নিবদয় যুবা-বাক্য-বাণে.
সেনাধ্যক্ষ স্থিবমূর্ত্তি নাহি বিচলিল।
মগধ প্রধান দূতে ডাকি সৈন্যেশ্বব,
আবম্ভিলা কহিবাবে,—"যাও দূত তুমি
অব্যাজে এখনি ওই নবাব শিবিবে,
বীবকণ্ঠে কাঁপাইযা যবন-অন্তব
কহিও ইস্‌লামে—'বীব **মণীন্দ্র**-কুমাব
আহ্বানে সমবে তোমা, পিতৃ হত্যাকাবী
যবনেব উষ্ণ বক্তে অধিষ্ঠাত্রী দেবী
পূজিতে বাসনা তাঁব, অকপটী ক্ষত্রি—
সম্মুখ সংগ্রামে বণ দাও এ'সে তাঁবে
সাধ্য থাকে যদি, শুভ্র কেশ সুশোভিত
মস্তক তোমাব চাহ যদি বক্ষিবাবে
নিববিঘ্নে, নিবাপদে, ল'যে দন্তে তৃণ
যাও পালাইযা পাপী আপন বিববে,
উপযুক্ত স্থান লভে উপযুক্ত জন,
মকবন্দ লভে অলি, সুবলভে সুধা—
ভেকেব চীৎকাব সাব অশূব নিধনে,।"—
সেনাপতি-আজ্ঞা লভি, দূত প্রণমিযা
মণীন্দ্র-চবণ. বক্ষ বাঁধিযা সাহসে,
, চলিল শিবিবে নিজ লইবাবে বেশ

দূত উপযোগী, যে'তে যবনের পাশে।
সেনাপতি মণীন্দ্রের অজানিতরূপে,
পশ্চাৎ হইতে পুনঃ আহ্বানিয়া দূতে
কি কহিলা কাণে কাণে,—দুরু দুরু করি
কাঁপিল দূতের হিয়া, প্রণমিয়া দূত
পশিল শিবিরে পুনঃ—ফিরিলা সন্ন্যাসী।
মণীন্দ্রের বীরগ্রীবা সুমৃণাল ভুজে
জড়াইয়া বিনোদিনী, সরস বসন্তে
কহে যথা মধুকর কুসুমের কাণে
সরস প্রণয়-কথা, আরম্ভিলা বালা,—
"হায় নাথ। এ দুঃখিনী পিতৃ, মাতৃহীনা,
মনের মানস হায় কত শত উলি,
গিয়াছে মিশায়ে পুনঃ নিরাশ-পবনে।
প্রাবৃট-গগন যবে নীরদমালায়,
সহস্র বরণে রঞ্জি আপনি মিশায়,
কে চাহে তাহার পানে?—এই স্বার্থপর
সংসারে ক'জনা আছে হেন সাধুজন,
হয় বদ্ধ পরিকর তোষিতে কাঙ্গালে?
মনে এক অভিনব উদিল মানস,
শেষ ভিক্ষা, সেই ইচ্ছা পূরাইবে নাথ?"
ছল ছল নেত্রে যুবা **হেমপ্রভা** হৈম,
চুম্বিয়া ললাট-উষ্ণ কহিতে লাগিলা.—
"প্রাণ মযি। ভবভবে কি আছে সংসারে,
করিবে **মণীন্দ্র** কভু জমে অস্বীকার?",—

গদ গদ ভাবে পুনঃ কহিলা কুমারী ,—
"বাল্যকাল হ'তে নাথ, বৃদ্ধ মন্ত্রী কাছে,
শিখিয়াছি যুদ্ধ শিক্ষা, দাও অনুমতি,
প্রবেশি সমরাঙ্গণে বধিয়া যবন,
করি কিছু উপকার জনমভূমির .
অন্যথা এ ছার প্রাণ রাখিয়া কি ফল,
আজি কিম্বা কালি যদি অবশ্য মরিব ?
আরো এক নিবেদন শুন হৃদয়েশ !—
তুমি আমি, ওই বৃদ্ধ সেনাধ্যক্ষ তব,
তিন ভাগে তিন জন সহ সৈন্যবল
আক্রমি যবন-রাজে করিব নিধন।"
রমণীর কমকণ্ঠে এ বীরতা শুনি,
হরষে হাসিয়া সেনা নায়ক কহিলা,—
"সিংহী কি প্রসবে কভু শৃগালকুমারী ?"—
কুমার কুমারী এবে সহ সেনাপতি,
চড়ি স্বীয় স্বীয় অশ্বে পশিলা গুহায়,
যথায় সৈনিকদল সন্ন্যাসীর বেশে,
লুকাইয়া বীরমূর্ত্তি, পুষ্প কোলে যথা
লুকাইয়া শিলীমুখ রয়েছে গোপনে।
সেনাপতি-মন্ত্রণায় বৌদ্ধ দূতবর,
স্বীয় বংশোচিত কিম্বা ঘৃণিত অন্তরে,
না পশিয়া বীরবর **ইস্ লাম** শিবিরে,
অর্দ্ধ পথ হ'তে ফিরি প্রণমিল আসি
মৃণীন্দ্র চরণদ্বয়, ত্বরাগতি হেতু

বহিতেছে ঘনশ্বাস, হিয়া দুরু দুরু।
বলিলা কুমার তবে হেরি দূত পানে,
"কিরে দূত! কেন তোর মলিন বদন,
স্বকার্য্য ভুলিয়া কেন নীরব রসনা?
রণ সৃষ্টি যেই দিন হইতে হইল,
সেই দিন হ'তে দূত শত্রুর শিবিরে,
আপন শিবির জ্ঞানে নির্ভীকহৃদয়ে,
কহিতে, শুনিতে পারে, পামর যবন,
ভুলে কিসে মহামন্ত্র অপমান তোর
করিয়াছে কহ দূত! বিলম্ব না সহে,
দাবাদগ্ধ বনপ্রায় জ্বলিছে হৃদয়,
যবন শোণিতপানে জুড়াই সে জ্বালা।"—
নেত্রনীরে বিধৌতিয়া **মণীন্দ্র**-চরণ,
খেদ-জর্জ্জরিত-অর্দ্ধ-উচ্চারিত কণ্ঠে
কহিতে লাগিল দূত,—"কি কহিব প্রভু!
যবন নারকী পাপী ক্ষত্র-যুদ্ধ-নীতি
জানে কি কখন? হায় সতত যা'দের
সুহৃদ্ভেদ কপটতা চির সহচর!
যে মুহূর্ত্তে তব পদে লইনু বিদায়,
পশিয়া অমনি বেগে যবন-শিবিরে
কাঁপাইয়া সভাস্থলী ক্ষত্রিয় গরবে,
কহিলাম গরজিয়া **ইস্‌লাম** যবনে!—
চউল-নৃপেন্দ্র-সুত **মণীন্দ্র** কুমার,
আহ্বানে সমরে তোমা হে যবন-রাজ!

।পতৃ হত্যাকাবী কাপুরুষ যবনেব
নিঃসৃত বকত-স্রোতে, কুলদেবী কা৷লী
পূজিতে বাসনা তাঁব, সাধ্য থাকে তব,
এ'দে বণ দাও তাঁবে, ধর্ম্মযুদ্ধে তোমা
আহ্বানিছে বীববব, অন্যথায যাও
দাঁতে তৃণ লযে, পাপি, আপন বিবরে ।
মৌমাছি মোচাক হ'তে মধু আহবণে
যায যবে নব, নৃপ, মৌমাছি নিচয
শত্রু-আগমন হেবি হুঙ্কাবে যেমন,
বোষে, ক্ষোভে হুঙ্কাবিল সহস্র যবন ।—
নবাব আপনি আজ্ঞা দিলা দশজন
সেনা নাযকেব প্রতি বধিতে আমায ,
বিষম বিভ্রাটে আমি পড়িনু তখন ।
কুল কাত্যাযনী কালী ডাকি মনে মনে,
তব এ প্রদত্ত অসি বক্ষ-স্ত্রাণ হ'তে,
'চট্টলের জয় !' বলি ধবিনু সম্মুখে ,
না জানি কি বীবপণা অসিতে আমাব
প্রদানিলা আত্মাশক্তি, ভীম যোদ্ধ দশ
চুম্বিল ধবণীবক্ষ ভাসি বক্তস্রোতে .
শ্বাস ভরে আসিলাম এ বাবতা দিতে
কমল চবণে তব, যাহা আজ্ঞা হয।"
আঘ্রাণিযা স্নেহভবে দূত-শিব-ত্রাণ,
অশনি সম্পাত দৃশ, চাহি যোদ্ধবর্গে,
কহিলা কুমাব তবে "শুন বীবগণ !

স্বাধীন চঞ্চল সুত তোমরা সকল,
জন্মভূমি শ্রেষ্ঠ মানি জননী হইতে,
যত দিন রক্তস্রোত বহিবে শরীরে,
জননীর অপমান সহিব কেমনে ?
সহিব কেমনে বল সতী রমণীর
হরিতে সতীত্ব রত্ন ?—যবন-কৃপাণে
শিরচ্ছিন্ন-ছাগী-ধেনু যায় গড়াগড়ি
কলুষিয়া পুণ্য-ভূম-শ্যাম-দুর্ব্বাদলে।
রঞ্জিয়া রকতস্রোতে দেব **আদিনাথ,**
যবন পরশে ডবি আজি 'আদিকুণ্ডে ?'
কি সুখে থাকিব বসি নীরবে আমরা,
না দণ্ডি যবন পাপে ? দৃত-অপমানে
অপমানী নহি কিহে আমরা সকল ?
হারায়ে সতীত্ব রত্ন নারী-হাহাকার
কহিছে ডাকিয়া শুন—'আমাদের মত
কলত্র দুহিতা সব কাঁদিবে তোদের।'
লও তরবারি সবে, চল যাই রণে,
কে আছে এমন ভীরু এত অপমানে,
হইবে পশ্চাৎপদ যবন দলিতে ?"—
ক্ষোভে, রোষে সৈন্যবর্গ পিধান হইতে,
অর্দ্ধ নিষ্কোষিয়া অসি, কাঁপাইয়া ওই
প্রভাতী সঙ্গীত পূর্ণ প্রকৃতি অন্তর,
সাহাপুরী দ্বীপ, আরো বঙ্গ রত্নাকরে
কাঁপায়ে লহরী মালা, গাইল গম্ভীরে,

"জয় চট্টলের জয় মণীন্দ্রের জয় !"
আগু হয়ে "কুমারের হৈম হেমপ্রভা"
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্রে গাম্ভীর্য্যে চাহিয়া,
ভাসাইয়া চিন্তারেখা কুসুমী অধরে
আরম্ভিলা বিনোদিনী,—"শুন সৈন্যচয়
জনক, জননী হারা চির অভাগিনী,
আপন তনয়া জ্ঞানে রক্ষিলা সকলে,
অর্পিতে কি শেষে পাপী যবনের করে ?—
তনয়া সদৃশ যদি ভালবাস সবে,
চল সবে রণাঙ্গণে বধিতে যবন,
অন্যথায় এই গ্রীবা করিয়া ছেদন
ভারত-সাগরে, পায় ফেলাও উছটি।
সৈন্য হ'তে বাহিরিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীবর,
ক্রোড়ে করি হেমপ্রভা সজল নয়নে
অশ্রুসিক্ত শুষ্ক ওষ্ঠ চুমিয়া আদরে
কাঁপাইয়া বীরকণ্ঠ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণে
বিঁধি সৈন্যচয়-বক্ষ কহিতে লাগিলা,—
"নাহি মাতঃ হেন সৈন্য অধীনে আমার,
ডরিবে যে যমে কভু রক্ষিবারে তোমা,
যেই অস্ত্রে সুশোভিত এই বৃদ্ধ কর
হইবে যবন-লক্ষ্মী তাহে ভিখারিণী,—
চট্টল-বিজয়-ধ্বজা উড়িবে আবার
মৈনাক-পর্ব্বত-শিরে গাইবে উল্লাসে

কাননের পশু, পক্ষী 'চট্টলের জয় !
বঙ্গোপসাগরে মিশি ভারত সাগরে,
মেঘমন্দ্রে গরজিবে চট্টলের জয় !
ক্ষেত্রকর্ম্ম পরিহরি কৃষক নিচয়,
বণিকবারিধি গর্ভে গাইবে হরষে,
উলঙ্গ কৃপাণ করে, চট্টলের জয় !
গাইবে গিরিজাবালা পুষ্প-জোছনারাজ্যে
প্রেম রঙ্গ পরিহরি, চট্টলের জয় !
অবরোধে প্রবেশিয়া এ সুখ লহরী,
গাবে কুলাঙ্গনাগণ মাতিয়া উল্লাসে,
'কুমারী হেমার জয় চট্টলের জয় !'
শয্যায় শায়িত রোগী গাবে আস্ফালিয়া,
"জয় হেমপ্রভা জয় মণীন্দের জয়' !'
ইস্লাম-শিবিরে যথা কামুক যবন
মাতিয়া প্রণয়রঙ্গে গাইছে হরষে,—
প্রবেশিল সেই স্বর মণীন্দ্র শ্রবণে, ।
ভাবিলা মণীন্দ্র ঘোর সংগ্রাম-নিনাদ ।
ত্রিবিভক্ত করি সৈন্য অমনি কুমার,
ছুটিলা শিবির-পানে বীররঙ্গে মাতি,
বরষার কালে যথা গিরিশৃঙ্গ হতে
ছুটে এক স্রোত ধরি সলিল কল্লোলে ।
"জয় মা মগধেশ্বরী চট্টেশ্বরী জয় !"–

পাইয়া ছুটিল সৈন্য তিন স্রোত ধরি
ত্রিবেণীর পরাক্রমে, পশিয়া শিবিরে
সম্মুখে পাইল যা'রে অমনি নিপাত।—
কে চাহে কাহার পানে? রক্তাক্ত ভূতলে
যবন সেনানী, পালাইতে নাহি পথ,
যে দিগে ধাইতে চায়,—ক্ষত্র সৈন্যচয়—
অমনি বসায় গলে তীক্ষ্ণ-তরবার।
শিবির উঠিল জ্বলি, অসংখ্য যবন
হল ভস্মীভূত তায়, সঙ্গিন প্রহারে,—
কামান, বন্দুক, সদা অগ্নি-উদ্গীরণে,
তীক্ষ্ণ তরবারি-ঘায়, শতাধি সহস্র
দুরন্ত যবন পাপী হত বা আহত,
বরষার কালে যথা কর্দ্দমি মহীরে।
ধায় বৃষ্টি-বারি-স্রোত সমুদ্রের পানে,
ধাইল যবন-উষ্ণ-শোণিত-তরল,
বঙ্গি-'সাহাপুরী'-বক্ষ ভারত সাগরে।
সুস্থির বারিধি-নীরে পোতচয় যবে
আনন্দে ধাইয়া চলে দেশ-দেশান্তর,—
অকস্মাৎ আসি যথা ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর,—
অসতর্ক পোত রাশি ডুবায় সাগরে,
আচম্বিত আক্রমণে যবন-নিচয়,
সেরূপ হইল হত, মণীন্দ্র-আজ্ঞায়
কেবল ইস্‌লাম যথা গায়িকার সনে,
আনন্দে ভাসিতেছিল, বাঁচিল জীবনে।

চলিলা **মণীন্দ্র** এবে ইস্‌লাম-সদনে,
আগে পাছে সৈন্যগণ গাইয়া চলিল,
"করে বহু পাপ-কার্য্য নবগর্ব্বে মাতি,
প্রায়শ্চিত্ত এক দিন হয় অভিনয়।"—
স্তম্ভিব অথচ স্বীয় বীর গর্ব্ব কণ্ঠে,
হেরিয়া ইস্‌লাম-পানে কহিলা কুমার,—
"ওবে বে যবনরাজ কৃতঘ্ন পামর।
সন্ধি ছলনায় যেন জনকে আহ্বানি
নিহত করিলি, পাপি, আপন শিবিবে,
আজি সেই প্রায়শ্চিত্ত দিন উপস্থিত।—
আছে সৈন্যগণ মম আজ্ঞা-প্রতীক্ষায়,
নেত্র সঞ্চালনে মম এখনিবে তোব
কবিবে এ শিবশ্ছেদ, ইচ্ছা সবাকার
দেখাইতে মুণ্ড তোব প্রণয়িনীগণে।
কিন্তু এই চল ধর্ম্ম নহে ক্ষত্রিযেব,
না বধি শীতল রক্তে মোরা শত্রুগণে,
বন্দি তুমি মম পাশে।—ডবিও না তায,
কবিব বীবেব কাজ, যাও চলি তুমি
যথা **'সুজা'** প্রভু তব, তব আগমন
প্রতীক্ষায বহিযাছে, কহিও তাহাবে
যেন আব আর্য্য-সুতে আবাহেনা বণে।
এ মহা আহবে যেই লিখিনু হৃদযে,
মুছিও না বক্ষ হ'তে থাকিতে জীবন।"
মণীন্দ্রেব বীব-বাক্যে ডবিয়া নবাব

লাগিলা সভযে বৃদ্ধ কহিতে কথন ,
"যুবরাজ !—
লও তব পিতৃরাজ্য, নাহি প্রযোজন
আমার তাহাতে কিছু, এ বৃদ্ধ বযসে
জানিলাম প্রাযশ্চিত্ত আছে কলুষের,
ভোগিলাম পাপভোগ,—অগ্নি-অপমান
দহিছে অন্তরে বেগে,—মন্ত্রী-মন্ত্রণায।
ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রি বুঝিনু নিশ্চয।"
নবাবে শরণাগত হেরিয়া কুমার,
নব আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কহিতে লাগিলা ,
"যথা ধর্ম্ম তথা জয শাস্ত্র উক্ত কথা,—
না বুঝি যবন-মতে, হে বৃদ্ধ নবাব।
তিরস্কার হিন্দু ধর্ম্মে, উচিত সময়ে
কিন্তু তা'র প্রতিফল হয প্রতীমান।—
যাও এবে নিজ রাজ্যে, ছাড়িনু তোমায,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মনে রেখো নিরন্তর,
পরাণও প্রদানি মোরা আশ্রিত জনায,—
কিন্তু পাপ-কার্য্যে ক্রোধ বাড়ে ভযঙ্কর।"

উপসংহার।

(১)

কি মরি উৎসবে আজি অন্তর সবার
মাহাপুরী-দ্বীপোপরি,
বিজয় পতাকা সারি,
উড়িছে,—বিবিধ বাদ্য বাজিয়া অপার।

(২)

রাজ-সিংহাসনোপরে মণীন্দ্রকুমার,
উদাসীন্ বেশ ছাড়ি,
মোহন মূরতি ধরি,
বামে হেমপ্রভা সতী সতীত্ব আধার।

(৩)

সুসজ্জিত চারি পাশে কদলীর দলে,—
আবারি পল্লবে-চ্যুত,
পূর্ণ-বারি কুম্ভ শত
কদলীর তলে, ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ দোলে।

(৪)

আন্দোলিয়া শূন্য মার্গ বিজয় বাজনা,
নীরদ-প্রতিম স্বরে,
বিজয় ঘোষণা করে,
আনন্দ বিভোরে মরি গায় দিগাঙ্গনা।

(৫)

গাইছে গিরিজাঙ্গনা আনন্দে মাতিয়া,
কোমল চরণদ্বয়,
তালে উঠি তালে লয়,
ক্ষণেকে নিতম্ব-দোল দেয় দাঁড়াইয়া।

(৬)

চামর শোভিছে কারো সুকোমল করে,
ব্যজনী লইয়া হস্তে,
ধরি কেহ রাজ-ছত্রে,
কেহ বা গোলাপ জল ছিটে অকাতরে।

(৭)

সোনার ঘাঘড়ী পূরি সুবাসিত জলে,
যুবতী কামিনী শত,
বরষিছে অবিরত,
দম্পতীর শিরে নীর, পুষ্প, কুতূহলে।

(৮)

পবিত্র-জাহ্নবী-নীরে মন্ত্র উচ্চারণ
করি পুরোহিতগণে,
বরিলা মাহেন্দ্রক্ষণে,
চট্টল-রাজেন্দ্র-পদে কুমারে তখন।

(৯)

সহস্র কামান রাশি অগ্নি উদ্গারিয়া,
অমনি গর্জ্জিলা ঘন,
গরজিল সৈন্যগণ,
হেমপ্রভা মণীন্দ্রের জয় উচ্চারিয়া।

(১০)

গাইল কাননে পাখী, পশুগণ বনে,
মৎস্যবৃন্দ নীরতলে,
উদ্ভিদ কানন-কোলে,
গাইল **চট্টল-জয়** নগেন্দ্র সঘনে।

(১১)

গন্ধবহ-পৃষ্ঠে বহি অমনি সে ধ্বনি
ভারতের চারি পাশে,
বিলাইলা অভিলাষে,
স্বর্গের কনক দ্বারে পশিল অমনি।

(১২)

কম্পিত স্বরগ, মর্ত্ত্য যাহাদের স্বরে,
হেন নৃপচয় ভাসি,
আনন্দে, মন্দাররাশি
বরষিল **হেমপ্রভা, মণীন্দ্রের** শিরে

সম্পূর্ণম্।